

PC



LIFE OF ALFRED THE GREAT,

IN BENGALI

BY,

SHAMA CHURN MOZO MDAR

ইংলণ্ডাধিপতি মহামহিম

আল্ফ্রেডের জীবন বৃত্তান্ত।

প্রিন্সিপাল চরণ মজুমদার

কর্তৃক

ইংরাজী ভাষাহইতে

অনুবাদিত।



CALCUTTA

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL BOOK

SOCIETY'S PRESS; AND

SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 9, G

PLACE, EAST.

1860.

বিজ্ঞাপন।



ইংলণ্ডাধিপতি মহামহিম আলফ্রেডের জীবনবৃত্তান্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা সুবিখ্যাত ডাক্তর জন হ্যালপ্রণীত জার্মান গুণ্ডের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বহুবিধ নীতি বিষয়ক উপদেশ আছে, বিশেষতঃ অসাধারণ অধ্যবসায়, অলৌকিক বুদ্ধিশক্তি, ও প্রকৃত উদার স্বভাবের ঈদৃশ উৎকৃষ্ট উদাহরণস্বল সর্বদা দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় সুনীতিসম্পন্ন জীবন বৃত্তান্ত অতিবিরল প্রযুক্ত, আমি এই গুণ্ডের অনুবাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যাহাতে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, এমত সরল অথচ প্রচলিত ভাষায় লিখিতে সৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কত দূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এক্ষণে ক্রিয়োৎসাহী মহোদয়গণের আদরণীয় হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

কাশীপুর।

শ্রীশ্যামাচরণ মজুমদার।

সন ১২৭৩ শকাব্দ।

তারিখ ১০ই আশ্বিন।



ইংলণ্ডাধিপতি মরিসের আলফ্রেডের জীবন বৃত্তান্ত ।

পুথম অধ্যায় ।

আলফ্রেডের বীরত্ব ও বিবাহ ।

জগদ্বিখ্যাত আলফ্রেড ওয়াটেজ্ নগরে ৮৪২
অব্দে জন্ম পরিগৃহ করেন। তাঁহার পিতা ম্যাক্সন্
কুলোন্ডব ইংলণ্ডদেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সর্ব-
গুণসম্পন্ন ও পরমরূপলার্যবন্তী অস্বর্গা নাথ্যী এক
মহিষী ছিল। ঐ রমণীর গর্ভে তাঁহার চার সন্তান জন্মে,
তন্মধ্যে আলফ্রেড সর্বকনিষ্ঠ। তিনি শৈশবকালার্ধি
অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি ও স্বাভাবিক গুণসম্পন্ন হও-
য়াতে অন্যান্য ভ্রাতাগণের অপেক্ষা পিতামাতার অতিশয়
প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মনোহর চরিত্র ও অপূরণ
রূপমাধুরী সন্দর্শনে সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিত।

যদিও কেবল পিতামাতার সঙ্গ অথবা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃ-
ক্রম পূর্বান্ত আলফ্রেডের অক্ষর পরিচয় হয় নাই, তথাচ
তাঁহার বিদ্যার প্রতি এরূপ দৃঢ়ভক্তি জন্মিয়াছিল যে,
রাজসভায় পঠিত ম্যাক্সন্ কবিতা সকল এক বার শ্রবণ
করিয়াই অনায়াসে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন।

এক দিবস রাজমহিষী একখানা পুস্তক হস্তে করিয়া স্বীয়
সন্তানগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে পুত্রসর্গ!

তোমাদিগের মধ্যে যিনি এই পুস্তক শীঘ্র আবৃত্তি করিতে শিখিবেন, তাহাকে ইহা 'পারিতোষিক দিব।' আল্ফ্রেড জননীর এই রূপ উৎসাহজনক উক্তি শ্রবণে, বিশেষতঃ পুস্তকের চারুচক্যশালী প্রথম অঙ্কর নিরীক্ষণ করিয়া পরমপুলকিত হইলেন। তিনি সহোদরগণের সম্মুখে অগ্নুই উত্তর করিলেন, “হে জননি! আপনি সত্যই কি এই পুস্তকখানা আমাদিগের মধ্যে যে অগ্নু পড়িতে সক্ষম হইবে, তাহাকে প্রদান করিবেন?” তাঁহার মাতা পুত্রের এই রূপ বচন শ্রবণ করিয়া ইষৎ হাস্য করত কহিলেন, হাঁ অবশ্যই প্রদান করিব তাহার সন্দেহ কি। তখন আল্ফ্রেড জননীর হস্তহইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া স্বীয় শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে বিশেষ আধ্যাত্মিক সহকার্য দৃঢ় পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য হইলেন।

আল্ফ্রেড এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিদ্যার সম্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া নানা শাস্ত্রের অনুশীলন কারিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষেত্রতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইবার সম্মুখ অভিলাষ ছিল; কিন্তু তৎকালে দিনমারদিগের অত্যন্ত উপদ্রবে রোমভিন্ন ইউরোপের প্রায় সর্বত্র লেখা পড়ার চক্ষু উন্মিয়া গিয়াছিল। এজন্য সর্বশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত এক জন শিক্ষক মিলি অতিশয় কঠিন হইল। সুতরাং তাঁহার মানস সিক্ত হইল না।

কিছুকাল পরে আল্ফ্রেডের পিতা, তাঁহার বিদ্যার প্রতি এরূপ উৎসাহজনক প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে রোমনগরে পাঠাইয়া দিলেন। আল্ফ্রেড রোমনগরে উপস্থিত হইয়া অসামান্য বুদ্ধির প্রাণীকৃত্যদ্বারা অতি অল্পকাল মধ্যে তৎকালের প্রচলিত সকল শাস্ত্রে ব্যাপ্ত

ঠিলেন। রোমান কাথলিক ধর্মোধ্যক্ষ চতুর্থ
 ার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া পরমাঙ্গাদিত্ত
 তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই মনে ২ এই স্থির সি-
 যাছিলেন যে, আলফ্রেড্ ভবিষ্যত এক জন
 হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

হুড্ রোমনগরে কিয়ৎকাল অবস্থান করত কৃত-
 া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে ইং-
 মগরা ও শ্যেন পক্ষীর শিক্ষা প্রদান করা ভদ্র
 গার প্রধান অনুষ্ঠেয় ছিল। তিনিও এই সকল বিষয়ে
 পারদর্শী হইলেন, সুতরাং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রথর
 সহ্য করা ক্রমে তাঁহার অভ্যাস হইয়া উঠিল।

তাঁহার ভ্রাতা এথেল্‌রেড্ সিংহাসনারূঢ় হইলেন,
 হার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ। তাঁহার অসীম সাহস
 ক্ষতা নিরীক্ষণ করিয়া, এথেল্‌রেড্ তাঁহাকে এক
 নীর অধ্যক্ষ করিয়া দিলেন। এই সময় দিনমারেরা
 হইয়া ইংলণ্ডদেশ আক্রমণ করিল। এথেল্‌রেড্
 ভ্রাতার বিশেষ সহায়তার উপর নির্ভর করিলেন।
 আলফ্রেডের মহৎগুণ সকল সম্পূর্ণ অনবগত ছিলেন।
 ক বিস্তর লোভ ধ্বদর্শন করাই নিত্য অবশ্যক
 না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, “আল্‌ফ্রেড্ যে সকল
 জয় করিবেন, তাঁহার অন্ধক তাঁহার প্রাপ্তি হই-
 ” এথেল্‌রেড্ অতিশয় কাপুরুষ ছিলেন। পরে
 তা পালন করা দূরে থাকুক, নৈপত্বক বিষয়েরও ভাগ
 নাই। তাহাতে, আলফ্রেড্ কেবল দেশহিতৈচ্ছা
 ন কোন ক্রোধের বশীভূত না হইয়া বরঞ্চ ভ্রাতার
 ক সহায়তা করিয়াছিলেন।

আল্‌ফ্রেড্ যথার্থ ধার্মিক ছিলেন। বৈরোগের হস্ত-
 ত স্বীয় দেশ রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার অসীম সাহসের

উন্নতি হইতে লাগিল। দিনমারেরা ক্রমে২ নিকটবর্তী হইল। আল্ফ্রেড তাঁহার বলহীন ও অনভিজ্ঞ সৈন্যদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। এমায় এথেল্‌রেড স্বীয় শিবির মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া কেবল বৈব সহায়তা প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের কাকুতি ও রণ চক্রার ধ্বনি, নিয়তই তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সাহসের উন্নতি হইল না। ভ্রাতার এরূপ বিলম্ব দেখিয়া, আল্ফ্রেড স্বয়ং শত্রুদিগের অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার অসীম সাহস সন্দর্শনে, অতিশয় চঞ্চলচিত্ত সেনারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ইংরাজেরা ধনুর্বিদ্যায়া অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অনেক ক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া, বিপক্ষদিগের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। কিন্তু তাহাতে উহাদিগের সাহসের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল না। তাহারা ক্রমে২ নিকটবর্তী হইলে, ইংরাজেরা পলায়ন পরায়ণ হইলেন। আল্ফ্রেড সৈন্যদিগকে ছিন্নভিন্ন হইতে না দিয়া একত্রে অবস্থিতি করাইলেন। ক্রমে২ বিপক্ষেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টিত করিল। এমত সময়ে এথেল্‌রেড আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা সকলেই সবল ছিল, এক্ষণে স্বীয় বান্ধবগণের নিকটমন্ডিত দেখিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দিনমারেরা আর কোন প্রকারেই রণক্ষেত্রে স্থির হইয়া রহিতে পারিল না। তখন ইংরাজদিগের দুই দল সৈন্য একত্র হইয়া তাহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া বিকৃত করিতে লাগিল। অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল। সহস্র শত্রুগণের কলেবর সমরক্ষেত্রে বিক্লিষ্ট হইয়া রহিল। তাহাদিগের অতিরিক্ত ক্রোধরপানে ধ্বংসী পরিতৃপ্ত হইলেন।

• দিনমারেরা পরাজিত হইয়াও পুনরাক্রমণে বিরত হইল না । কএক সপ্তাহ পরেই স্কাগিনেভিয়াহইতে বিস্তর রণ-
তরি সংগ্রহ করিয়া, ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল ।
মর্টন নামক স্থানের সন্নিকটে তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিল ।
দুর্ভাগ্যবশতঃ এথেল্‌রেডের শরীরে একটা সাংঘাতিক
অস্ত্রাঘাত লাগায় ইংলণ্ডেরা পলায়ন করিতে বাধ্য
হইলেন । আল্ফ্রেড অনেক দ্বাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন,
কিন্তু কোন রূপেই তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারি-
লেন না । এথেল্‌রেড ঐ আঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগ করি-
লেন, সুতরাং ইংলণ্ড রাজ্য অত্যন্ত দূরবস্থায় পতিত
হইল ; পুনরায় সিংহাসনাধিকার করা অতিশয় কঠিন
হইয়া উঠিল ।

এথেল্‌রেড মরণকালে আল্ফ্রেডকে উত্তরাধিকারী করিয়া
যান, কিন্তু তাঁহার রাজা হইবার একটুও অভিলাষ
ছিল না । যদিও তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছি-
লেন, তথাপি রিপুগণ কর্তৃক কখনই তাঁহার মনের বিকার
জন্মে নাই । এতাবধি কাল কেবল প্রজাবর্গের কল্যাণ
হেতু বিষম সংকটজনক সংগ্রামে সহোদরের সহায়তা
করিয়াছিলেন । আপনার উচ্চাভিলাষ নিকর কারবার জন্য
কোন চেষ্টা পান নাই । সমস্ত ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহার
মহৎ গুণচরিত্র বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিল, এক্ষণে শত্রু-
গণের হস্তহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, তাঁহাকে রাজ্য
করিতে বিস্তর যত্ন পাইতে লাগিল । আল্ফ্রেড প্রথমতঃ
তাহাদিগের মতে সম্মত হইন মাই, কিন্তু কুলীন ও পুরো-
হিতগণের নিতান্ত অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া
অবশেষে উইন্‌চেস্টার নগরে সিংহাসনারোহণ করিলেন ।

আল্ফ্রেড রাজা হইয়া এক মাস অতীত না হইতেই
পুনরায় উইল্টনে দিনমারদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে

বাধিত হইলেন। তিনি আগে স্বীয় সৈন্যগণকে কিশিৎ
 রণশিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিপক্ষের
 রাজ্য মধ্যে প্রবিস্ত হইয়া, প্রজাদিগের প্রাণ সংহার ও
 গৃহদাহ করিতে আরম্ভ করিলে, আর বিষম অত্যাচার
 সহ্য করিতে না পারিয়া, সুতরাং সমরক্ষেত্রে প্রবিস্ত হই-
 লেন। ইংরাজদিগের সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তথাচ
 তিনি অসীম সাহস ও বৃণমৈপুণ্য প্রকাশ করত বেলা দুই
 প্রহর পর্য্যন্ত বিপক্ষগণের সহিত সমান যুদ্ধ করিয়া
 সম্পূর্ণ জয়ী হইলেন। দিনমারেরা পরাভূত হইয়া, পলা-
 য়ন করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজেরা অনেকেই লুণ্ঠন
 প্রত্যাশায় তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কিন্তু
 তাহাতে কেবল আপনাদেরই সম্পূর্ণ অমঙ্গল ঘটিল।
 বিপক্ষেরা, তাড়িত হইয়া, একটা উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর
 আরোহণ করিল। তথাহইতে ইংরাজদিগের যৎসামান্য
 সৈন্য বিরুদ্ধে নিরাক্রম করিয়া পূর্বের অপেক্ষা অধিক
 সাহসী হইল, এবং আর ক্রমকাল বিলম্ব না করিয়া,
 তৎক্রমণে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।
 ইংরাজেরা পরাজিত হইলেন। সেই দিনেই দিনমারেরা
 তাহাদিগের সকলের মস্তকচ্ছেদন করিত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে
 রজনী সন্মুখাগত হওয়াতে অনেকের প্রাণ রক্ষা হইল।

দিনমারেরা জয়ী হইল বটে, কিন্তু মহাবীর আল্ফ্রেডের
 অসীম সাহস ও সমরদক্ষতা নিরাক্রম করিয়া, তাহাদে
 মনের শঙ্কা দূর হইল না। তাহারা ইংরাজদিগের সহি
 একটা সন্ধি স্থাপন করিল। পরে সমুদায় সৈন্য সমভি-
 ব্যাহারে করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে গথরাম ও আমন্দ নামক দুই জন
 প্রধান দিনমার, বহুসংখ্যক সৈন্য সংগৃহ করিয়া পুন
 রবার আল্ফ্রেডের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। আল

ফেড্‌সদ্রদা মতকর্তা হেতু তাহাদিগকে অনায়াসেই রণে পরাস্ত করিতে পারিলেন। তখন তাহারা বিষম বিপদে পড়িয়া এই শপথ করিল যে, “আমরা আর কখন ইংলণ্ড রাজ্যে পদার্পণ করিব না।” কিন্তু যাহাদের যে প্রকৃতি মরিলেও তাহা পরিত্যক্ত হয় না। তাহারা আর বার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ইংলণ্ডে আসিয়া লুটপাট আরম্ভ করিল।

আল্ফ্রেড দিনমারদিগের এবস্থিৎ অত্যাচারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া সকল প্রজাগণকে জ্ঞানাইলেন, “যখন সন্ধি ও শপথের কিছুতেই শত্রুদিগের হস্তহইতে মুক্ত হওয়া গেল না, তখন আপনাদের সাহসের উপর নির্ভর ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। বরঞ্চ খড়্গ হস্তে ফিরিয়া মরণ ভাল, তথাচ বিনাবাধায় বৈরী কর্তৃক শীকারের ন্যায় লুপ্ত ও হত হওয়া উচিত নহে।” রাজার এই রূপ উক্তি-শ্রবণে ইংরাজদিগের বিলক্ষণ উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তখন তাহারা আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন। ক্রমে এক বৎসরের মধ্যে সাত বার যুদ্ধ হয়, তাহাতে সমরক্ষেত্রে রক্তের নদী বহিতে লাগিল। অবশেষে অনেক সৈন্যক্ষয় দেখিয়া দিনমারেরা পূর্বের ন্যায় শপথ করিল, এবং ইংলণ্ড রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে আর বার তাহারা দ্বিগুণ সৈন্য সংগৃহ করিয়া আল্ফ্রেডের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল। আল্ফ্রেড উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, যখন দিনমারদিগের সমুদ্র পথে গতায়াতের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তখন উহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনে কোন ফল দর্শিবেন না। বিশেষতঃ উহারা যে রূপ রণপ্রিয় ও জয়প্রত্যাশী, তাহাতে কখন স্থির হইয়া থাকিবার নহে। যদ্যপি জল-

পথ বন্ধ করা যায়, তবেই মঙ্গল, নতুবা সৰ্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হইবেক। এই বিবেচনায় তিনি প্রত্যেক বন্দরে রণতরী প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন, এবং স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। প্রধান ২ খাবরগণকে মাহিয়ানা করিয়া পোতবাহ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। যখন যুদ্ধজাহাজ সকল প্রস্তুত হইল, তখন সমুদায় নদীর মধ্যে তাহা নাজাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্যও এই সকল তরীর উপর অবস্থান করিতে লাগিল।

আল্ফ্রেড এই রূপে জল পথ বন্ধ করিয়া অবিলম্বে এক্সিটরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় দিনমারদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে শত্রু দিগের সৈন্যপরিপূর্ণ এক শত কুড়ি খানা রণতরী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরাজ নাবিকেরা তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং অবশেষে পরাস্ত করিয়া জাহাজ-সুদূর সমুদ্রে ডুবাইয়া দিল।

৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উপরোক্ত দিনমার সৈন্যেরা এক্সিটের পরিত্যাগ করিয়া চিপেনহেম নামক ইংরাজদিগের একটা প্রধান দুর্গ আক্রমণ করিল। তথাকার প্রজাগণকে ভয়-দ্বারা বশীভূত করিয়া ক্রমে ২ রাজ্যের সৰ্ব্বত্র অধিকার করিয়া লইল।

ইংরাজেরা বারম্বার পরাভূত হইয়া পুনর্বার স্বাধীন হইবার আশায় একেবারে নিরাশ হইলেন। অনেকে ওয়েল্‌সের বনमध्ये প্রবেশ করিলেন, এবং কেহ ২ বা অসভ্যদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়াও রহিলেন।

আল্ফ্রেড প্রজাগণকর্তৃক এই রূপে পরিত্যক্ত হইয়া যখন দেখিলেন যে, সৈন্যগণের রণপ্রবৃত্তি জন্মাইবার আর কোন উপায় নাই, ও আগনার প্রাণরক্ষা করাও অতি-শয় কঠিন, তখন তিনি রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া

অতি সামান্য লোকের বেশ ধারণ করিলেন । পাছ কেহ দেখিয়া চিনিতে পারে, এজন্য ফলরস দিয়া মুখত্রী মলিন করত বিজন বিপিন মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

ইংলণ্ডের পশ্চিম সীমায় এথেলুনি নামে একটা দ্বীপ আছে । তাহার চতুর্দিকে জলা ভূমি নৌকা ভিন্ন যাইবার অন্য পথ নাই । ঐ দ্বীপে হরিণ, ছাগল প্রভৃতি নানা জন্তু পরিপূর্ণ একটা বনে ছিল । আল্ফ্রেড এক দিবস ভ্রমণ করিতে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন । পরে কোন অপরিচিত ব্যক্তির একখানা কুড়িয়া ঘর দেখিতে পাইয়া তাহার সন্নিহিতে গমন করিলেন । গৃহস্থামী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে? কি নিমিত্ত এই নির্জন স্থানে আগমন করিলে?” আল্ফ্রেড উত্তর করিলেন, “আমি রাজার এক জন দাস ছিলাম, তাহার সহিত যুগে পরাজিত হইয়া শত্রুদিগের হস্তহইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছি।” সে তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ করিল না, এবং তৎক্ষণাৎ জীবন নির্যাহোগযুক্ত দ্রব্য সামগ্ৰী অতি যত্নে সংগ্ৰহ করিয়া আনিয়া দিল । আল্ফ্রেড উপকারকের এই রূপ সদ্ব্যবহারে পরম সন্তুষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

এক দিবস গোপালকের স্ত্রী খান কংক রুটী প্রস্তুত করিয়া সেকিবার নিমিত্ত উানে নিষ্কিপ্ত করিয়াছিল । আল্ফ্রেড সেই স্থানে বসিয়া ধনুর্বাণ নিৰ্ম্মাণ করিতেছিলেন । তীক্ষ্ণ পুড়িয়া যাইতেছিল, তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই । এমন সময় ঐ রমণী তাড়াতাড়ি আসিয়া আল্ফ্রেডকে ভৎসনা করিয়া কহিল, “ওহে বাপু রুটীলি পুড়িয়া যাইতেছে, দেখিতেছ ত উল্টাইয়া দিতে পারই না, সেকা হইলে ত খাইতে পারিবে?” আল্ফ্রেড

ফ্রেড্ গোপালক বনিতার এই কথাগুলি চিরকাল মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি এরূপ দূরবস্থায় পতিত হইয়া ক্রমে এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

আল্ফ্রেড্ ক্রমে ২ জন কএক রাখাল মজী একত্র করিয়া দিনমারদিগকে পুত্রিহীন দিবার একটা উত্তম সুযোগ পাইলেন। এথেল্‌নি দ্বীপে অতি নিভৃত স্থান, তথায় মনুষ্যের প্রায় গতায়াত ছিল না, বিশেষতঃ চারি দিগে জলা ভূমি ও অল্টার বৃক্ষের নন থাকায় এক প্রকার দুর্গ হইয়াছিল। তিনি তথাহঁতে অকস্মাৎ বহির্গত হইতেন, এবং শত্রুদিগের শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শত শত সৈন্যের প্রাণ সংহার করত পুনর্বার পলায়ন করিতেন, কেহই দেখিতে পাইত না। একাঠ এক দল সৈন্যের ফাঁদে করিতে লাগিলেন, বিপক্ষেরা বহুসংখ্যক হইয়াও কিছুই করিতে পারিল না। রাখালেরা তাঁহাকে উল্ফ বলিয়া ডাকিত। উল্ফের নাম ক্রমে ২ সর্বত্র প্রচার হইল।

আল্ফ্রেডের পারিষদগণেরাও তাঁহার ন্যায় ছদ্মবেশে বনে ২ ভ্রমণ করিতেছিল। তাহার মৎস্য ধারণ বা মৃগয়া-দ্বারা জীবন নির্বাহ করিত; শত্রুদিগের ভয়ে কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। উল্ফ কতক দিনমারদিগের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে শ্রবণ করিয়া, তাহার অবিলম্বে এথেল্‌নিদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। আল্ফ্রেড্ কৃত্রিম বর্ণদ্বারা আপনার উজ্জ্বল শ্রী এরূপ মলিন করিয়াছিলেন যে, তাহার এক বারও ভ্রমক্রমে তাঁহাকে রাজা বলিয়া অনুভব করিতে পারিল না। আল্ফ্রেড্ তাঁহাদিগকে আপনার দূরবস্থার পরিচয় না দিয়া, এক সমান সামান্য কুলোদ্ভব সাহসী বীর পুরুষের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন।

দিনমারেরা ইংরাজ প্রজাগণের গৃহহঁতে যে সপ

দুবাঁ সামগ্রী লুটপাট করিয়া আনিত, উল্ফ রাধিকাল
 ীয় দল বলের সহিত আগমন পূর্বক তাহা অপহরণ
 ্রিতে লাগিলেন । তাহাতে আপাততঃ জীবিকা নির্বাহের
 একটা বিলক্ষণ উপায় হইয়া উঠিল । বিপুলেরা বারম্বার
 এরূপ অকস্মাৎ আক্রান্ত ও আঘাত হইয়া, এক বার
 তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল । তখন তিনি পলাইবার কোন
 উপায় না দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করত
 অনেকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন । কিন্তু পরে বহু-
 সংখ্যক সৈন্যের সমাগম হওয়াতে তাঁহার অপ্রতিহত
 সাহসের কোন ফল দর্শিল না । এক জন প্রধান দিনমার
 ক্রমে তাঁহার সন্নিহিতে আগমন পূর্বক একটা বর্ষাধারা
 আঘাত করিল । ঐ বর্ষাঘাতে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ
 অবসন্ন হইতে লাগিল । পরে ক্ষতস্থান হইতে বিস্তর
 রুধির নির্গত হওয়াতে, তিনি একেবারে অচেতন
 হইয়া পড়িলেন । তাঁহার সঙ্গীরা, কিয়ৎ অন্তরে অবস্থান
 করিতেছিল, এক্রমে তাঁহাকে বিষম সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া
 তাহাদের আর ভয়ের ইয়ত্তা রহিল না । যদিও ঘোর
 অন্ধকার প্রযুক্ত শত্রুদিগের দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল
 না, তথাচ তাহারা ধীরে তাঁহার সন্নিহিতে আগমন
 পূর্বক, হাতাহাতি করিয়া ধারণ করত তাঁহাকে লইয়া
 পলায়ন করিল, এবং অবিলম্বে একটা নিকটবর্তী দুর্গের
 দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল । ঐ দুর্গে এথেল্রেড নাম
 এক জন ভদ্র স্যাক্সন আল, শত্রুদিগের ভয়ে যথেষ্ট খাদ্য
 সামগ্রী সংগ্ৰহ করিয়া, স্বপরিবারের সহিত লুপ্তায়িত হই-
 যাছিলেন । তাঁহার অসীম সাহস ও দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীর
 সন্দর্শনে বিপুলেরা বহু একটা নিকটে যাইত না । উল্ফের
 সঙ্গীরা বারম্বার দ্বারে করাঘাত করত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে
 আরম্ভ করিল, “ শত্রুদমন উল্ফ অত্যন্ত আঘাত হইয়া-

ছেন, তিনি হও সত্ত্বর আসিয়া দ্বার মোচন করিয়া দেও।”
উল্ফের নাম শ্রবণমাত্র আর্ল মহাশয় অমনি তাড়াতাড়ি
স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন, এবং যথোচিত সমাদর
ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে দুর্গমধ্যে গৃহণ করিলেন।

এ আর্ল মহাশয়ের পরম রূপলাবণ্যবতী সর্বাঙ্গ সন্মত্তা
পূর্ণযৌবনা এলস্‌উইদা নামী এক তনয়া ছিল। তিনিও
উল্ফকে দেখিবার নিমিত্ত পিতার সমভিব্যাহারে আগমন
করিলেন। উল্ফ অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিলেন, কথা কহি-
বার শক্তি ছিল না, মুখ প্রায় মৃতবৎ মলিন হইয়া গিয়া-
ছিল। এলস্‌উইদা তদীয় সুকোমল করকমলদ্বারা তাঁহার
ক্লান্তস্থান উত্তম রূপ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। অনন্তর
কিঞ্চিৎ বঁল বৃদ্ধিকারক ঔষধ সেবন করাইয়া তাঁহাকে
সতেজ করিলেন।

এলস্‌উইদা প্রতিদিন তাঁহার পিতার সহিত উল্ফকে
দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতেন, এবং স্বয়ং তাঁহার
ক্লান্তস্থান বন্ধন করিয়া দিতেন। উল্ফ তাঁহার সুকোমল
করকমল মध्ये ২ নরনোন্মীলন করত, তাঁহার অলোকসা-
মান্য রূপ ও যৌবনের প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া
থাকিতেন। মনে ২ চিন্তা করিতেন, “হার! এমন সরল
স্বভাব সন্মত্তা ও মূলক্ষণ সৌমন্ত্রিনী ত কখন দেখি নাই,
ইনি আমার নিমিত্ত যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, আমি
মরিলেও ইহার এরূপ সদয় সদ্যবহার কখন বিস্মৃত হইতে
পারিব না।” ফলতঃ তদীয় অমৃতায়মান মধুর বচন শ্রবণে,
এবং অনুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে তিনি এতাদৃশ চমৎকৃত
ও মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া
গেলে তিনি কখনই সুখী হইতে পারিবেন না, ইহাই সর্বদা
চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ প্রণয়ানুরাগ তাঁহার
হৃদয়াস্তরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

‘এথেলরেড্ মহাশয় তদীয় তনয়ার সদৃশ সন্মুখ্য বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন। যখন কার্য্য বশতঃ দুর্গ পরি-
ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে হইত, তখন এলম্-
উইদাকে নিঃশঙ্কায় উল্ফের নিকট একাকিনী রাখিয়া
যাইতেন। আল্ফ্রেড্ ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লা-
গিলেন। যদিও তিনি এলম্উইদাকে দেখিয়া সম্পূর্ণ মোহিত
হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গী পরিবার
অগ্রে, বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া লইতে অভিলাষ
করিলেন।

আল্ফ্রেড্ একাল পর্য্যন্তও আপনার কুল শীলের পরি-
চয় দেন নাই, এক জন সামান্য যোদ্ধা বলিয়া সকলের
বোধগম্য ছিল। এরূপ হীনাবস্থাতেই এলম্উইদার সন্তোষ
জন্মাইবার নিমিত্ত তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।
এলম্উইদা অতি শীঘ্র ঐ অপরিচিত ব্যক্তির প্রণয়ের
লক্ষণ সকল বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলেন। তাঁহার
দৈর্ঘ্যমুখ শূন্য শীলতা ও সমাদর কর্তৃক ভদ্র বংশীয়
সদ্যবহার সকল অগত্যা প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু
এলম্উইদা তাঁহার যৎসামান্য পরিচ্ছদ ও নিকট আ-
কৃতি সন্দর্শনে তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না।
তৎকালে আল্ফ্রেডের তুল্য উৎকৃষ্ট কবি কেহই ছিল না।
তিনি মধ্যে ২ ক্ষুদ্র ২ কবিতা রচনা করিয়া, এলম্উইদার
তৃষ্ণা জন্মাইতে লাগিলেন, এবং কখন ২ এরূপ মনোহর
‘উপাখ্যান সকল শ্রবণ করাইতেনু যৈ, এলম্উইদা একে-
বারে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহার নিকট অধিক কাল অবস্থান
করিতে রাখিত হইতেন।

আল্ফ্রেড্ এলম্উইদার নিকট আপনার জলপথ ভ্রম-
ণের ও সংগ্রাম সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিবরণ বর্ণন
করিতে লাগিলেন। তিনি রোম নগরের অনুপম ঐশ্বর্য্য,

ইতালি, দেশের সুখ সমৃদ্ধি ও তত্ত্ব ম্যাটিন্ নামক গুল্ম ও মনোহর মেদি বৃক্ষের কানন, এবং অতি সুন্দর ভূমধ্য সাগরস্থ দ্বীপসমূহের শোভা সকল বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি মধ্যে ২ তাঁহাদের বর্তমানাবস্থার উপযুক্ত এবং কেবল এলস্‌উইদার নিমিত্তই রচিত সামান্য গীত-দ্বারা আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতেন, যখন এলস্‌উইদা তদ্রূপে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, তখন তিনি অমনি অন্য বিষয়ের উত্থাপন করিতেন। কখন ২ বা তিনি এলস্‌উইদার সহিত বীণাবাদন পূর্যক সঙ্গীত করিতেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতিসুখাবহ স্বরের রমণীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইত।

এলস্‌উইদার এই ক্ষণ পূর্ণযৌবন। তৎকালোচিত প্রথানুসারে পিতৃদুর্গে প্রতিপালিত হওয়ায়, তিনি বহাবধ সাহসিক ও বলবান বীরপুরুষদিগকে দেখিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু আল্ফ্রেডের নহৎ চরিত্র ও মনোভব বাক্যলাপ তাঁহার নমন বোধ হইতে লাগিল। আল্ফ্রেডের রূপ লাবণ্য-কৃত্রিম বর্ণদ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হইয়া নাই, তাঁহার আন্তরিক মহত্ত্ব, তদীর উজ্জ্বল নয়ন যুগলদ্বারা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এলস্‌উইদা অতি শীঘ্র তাঁহার সহবাসে পরমপরিহাস লাভ করিলেন। কখন তাঁহার হৃদয়ে প্রণয়ানুরাগ সঞ্চারিত হইল, তিনি তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

এলস্‌উইদাকে দেখিয়া আল্ফ্রেড যেরূপ প্রণয়সক্ত হইয়াছিলেন, তাহা আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। পরিশেষে স্পষ্ট বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন। মধ্যে মধ্যে মনের ভাবানুকূল অবস্থিতি প্রকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, যেন এলস্‌উইদা-অবগ করিয়া অনারাম্বে অনুভব করিয়া লইতে পারেন। এলস্‌উইদাও

আপনি কি পর্য্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন জানিতে না পারিয়া, উল্ফকে নিরন্তর সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উল্ফের নিকট তিনি কোন বিষয় গোপন রাখিতেন না, এবং যখন উল্ফ কোন কল্পিত ব্যক্তির প্রণয়ানুরাগের সম্বন্ধ করিতেন, তিনিও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন।

আল্ফ্রেড ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু কি ছল করিয়া আর আলের দুর্গে অবস্থান করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এতদিন তিনি বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন যে, কেবল প্রণয় জন্য প্রজাগণের দুঃখ-মোচনের এবং স্বয়ং পুনর্বার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হই-
যত্নকে একেবারে জলাঞ্জলি দেওয়া, কোন মতেই উচিত নহে। কিন্তু এলস্‌উইদার প্রণয়রক্ষু তাঁহাকে একরূপ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছিল যে, তাহা ছেদন করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমার বিরূপে এলস্‌উইদা অতিশয় কাতরা হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যাহা হউক, আমা-
কর্তৃক তিনি যে কষ্ট সহ্য করিবেন, পরে তাহা দৃঢ় প্রণয়-
দ্বারা পূরিত করিব।”

এথেল্‌রেড মহাশয় এক দিবস কোন ভদ্র লোক কর্তৃক মল্লযুদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, স্থানান্তর গমন করিলেন। উল্ফ তাদৃশ বল প্রাপ্ত হন নাই, এজন্য তাঁহাকে দুর্গে রাখিয়া গেলেন। এই দুর্গ একটা পার্বত্যোপরি স্থিত। তাহার নিম্নদেশে একটা পাষাণময় রম্য গৃহ আছে। পার্শ্বে সুশীতল নিরন্তর বর্ষার শব্দে নিপতিত হওয়ায়, উহা প্রথম রমণীয় হইয়াছে। চতুর্দিকে নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা বেষ্টিত নিকুঞ্জানির অত্যাশ্চর্য্য শোভা সম্মাদন করিতেছে। গ্রীষ্মকালীন প্রাণের যৌবুতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, এলস্‌উইদা সর্বদা এই স্থানে অবস্থান করি-

তেন। “বোধ করি উল্ফ অদ্যাপি এই দুর্গের প্রধান অলঙ্কার অবলোকন করেন নাই,” ইহা বলিয়া এলস্-উইদা, তাঁহাকে সেই অপূৰ্ণ স্থানে লইয়া গেলেন। আল্ফ্রেড কখন তদীয় অন্তরঙ্গতা হেতু এলস্-উইদার ধৰ্ম্য নব্বের কোন অংশক্কা উৎপাদন করিতে সাহস করেন নাই। যদিও তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট মন্তব্য করিয়াছিলেন, এলস্-উইদা তাঁহাকে এক জন অতি সামান্য কুলোদ্ভব নবীন যোদ্ধা বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তাঁহার শত শত গুণ থাকিলেও, তিনি পরিণয়দ্বারা আপনাকে হীন করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

আল্ফ্রেড এই নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। তখন তিনি এলস্-উইদার প্রতি অবলোকন করিয়া অতি কোমল স্বরে বলিতে লাগিলেন, “এক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল, আমাদের মতুর এই দুর্গ-পরিভ্রমণ করিতে হইবেক, কিন্তু আমি যে সুন্দরী এলস্-উইদাকে সৰ্বদা সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহা আর গোপন করিয়া রাখিতে পারি না। তাঁহার মোহনরূপ ও মহৎ গুণ সমুচ্চয় স্মরণ করিয়া, আমার জীবনের অবশিষ্ট দিন সকল অতি কষ্টে অতিবাহিত হইবেক।” এলস্-উইদা শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃতা ও লজ্জিতা হইলেন। তাঁহার পুৰুষপুরুষদিগের কুলগৌরব জন্য উল্ফকে আপনার নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন, “উল্ফ জানেন যে, তিনি আশ্রয়ী হইয়া আমার পিতার দুর্গে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া কোন প্রকারেই অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয় নাই।” আল্ফ্রেড বলিলে, “উল্ফ এলস্-উইদার মর্যাদা বিলক্ষণ আগত আছেন, কিন্তু তাঁহার মনে যে

সকল ভাবোদয় হইতেছে, তাহা কোন যুক্তি দ্বারা গোপন করা যাইতেছে না। বোধ হয় আমি যে রূপ এলস্‌উইদার নিমিত্ত আন্তরিক বেদনা পাইতেছি, এমন কেহই কখন পায় নাই। আমি মরিতে পারি, এবং মৃত্যুর সহিতও যুক্ত করিয়াছি, কিন্তু এলস্‌উইদা যদ্যপি আমাকে ঘৃণা করেন, তবে যে আমি কষ্ট দূর পর্য্যন্ত অসুখী হইব, তাহা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারি না।” এলস্‌উইদা বলিলেন, “সত্য, আমি উল্ফের গুণ সকল বিলক্ষণ অবগত আছি। যিনি ইন্দ্রাজদিগের রক্ষার জন্য আপনার শোণিত পাত করিয়াছেন, আমার পিতা তাঁহাকে বীরপুরুষ বলিয়া সন্মান করিয়া থাকেন, মনের সঙ্কল্প প্রকাশক কথোপকথন পরিত্যাগ করিলে তাহাকে ঘৃণা কহে না। পরিণামদর্শী ব্যক্তির। তিন্ন তিন্ন শ্রেণীভুক্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে যে প্রভেদ সঙ্স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কি আমি রহিত করিতে পারি? উল্ফ তাঁহার সমপদের মধ্যে এক জন পরমা সুন্দরী রমণী পাইবেন, ঐ রমণী তাঁহার প্রণয় কথা অবশ্য শ্রবণ করিতে পারে।”

‘আলফেড’ অত্যন্ত ক্ষনোবেদনা প্রকাশক কাপট্যভাব প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন, “আমার সমচিত্ত দণ্ডাজ্ঞা ব্যক্ত হইল; আমি নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক এই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি; এলস্‌উইদার দুর্ভাগ্য প্রণয় আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল; শত শত, বিপদে পড়িলেও তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি আমার অন্তরহইতে কখনই এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তিরোহিত হইবেক না; কেবল তাঁহারই নাম উচ্চারণ করিয়া আমি অন্তিম কালে দেহ পরিত্যাগ করিব।”

নির্দোষিণী এলস্‌উইদা শ্রবণ করত আশ্রয় ভীতা হইয়া, মধু মধুর বচনে পুনরাবৃত্তি বলিতে আরম্ভ করিলেন,

“উল্ফ কেন তুমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এ বিষয়ে আমার সম্মতি প্রার্থনা করিতেছ, তুমি কখনই আমার যোগ্য নহ ; তুমি কি আশা কর, এপেলরেড্‌ এই প্রণয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন ? তোমার কি উচ্ছা আমি পরম-পূজ্য পিতাকে অমান্য করব ? আমি তোমার কুল শীলের বিষয় কিছুই অবগত নহি। তোমাকে আমাতে বিশেষ প্রভেদ আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।”

আল্ফ্রেড উত্তর করিলেন “উল্ফ মীচবংশে জন্ম পাই-
গুরু করেন নাই, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সর্বদা অপ্র-
সন্না আছেন। তিনি অতি দরিদ্র, এবং কোন অনিন্দ্য
ঘটনার জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মধ্যযুগ
রক্ষার নিমিত্তই একজন নি আপনার শোণিত পাণ্ড
করিয়াছেন।”

উল্ফের বংশ জন্ম কোন দক্ষিণ দিক উপস্থিত হই-
বেক না, জানিতে পারিয়া, এলস্‌উইদার গোপন কক্ষিৎ
হাস হইল। তিনি ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণা করেন। হাজার হাজার
কুণীন স্যাকসনেরা, দিনমারগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, যথা-
সমর্পিত হইয়াছেন ; কিন্তু আপনাদের বংশ মর্যাদা
প্রতিপালনের নিমিত্ত কখন হস্তক্ষেপে উদ্ভূত পরি-
য়াগ করেন নাই। এলস্‌উইদার অতঃকরণ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল,
কিন্তু সহসা একেবারে আন্তরিক ভাবে প্রকাশ করা উত্তম
বিবেচনা করিলেন না। “আমাদিগের কথোপকথন অতি
সুদীর্ঘ, এখানে ইহা আর বৃদ্ধি করবার আবশ্যক নাই,”
ইহা বলিয়া তিনি মৌন হইয়া রহিলেন।

আল্ফ্রেড একই সকল বচন এক প্রকার সম্মতির চিহ্ন
হিসেব করিয়া, আরও দিন কএক দুর্জী অসুস্থি করা উপ-
যুক্ত বিবেচনা করিলেন। এথলরেড্‌ মহাশয় অতিশয় বক
শীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন তাঁর উল্ফের

সহিত এই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন । আল্ফ্রেডের বাল্য-
কালাবধি শ্যেন পক্ষীদ্বারা শীকার করা বিলক্ষণ অভ্যাস
ছিল । তাঁহার পক্ষী অভ্যাশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে
লাগিল, তাহা দেখিয়া, এলস্‌উইদা পরম সন্তুষ্টা হই-
লেন ; এবং মনে মনে স্থির করিলেন, উল্ফ কখনই
সামান্য কুলোদ্ভাব নহে, কারণ এরূপ ক্রীড়া ভদ্রবংশীয়
ভিন্ন আর কেহই অভ্যাস করিয়া থাকেন না ।

আল্ফ্রেডের বাজ একটা দুর্লভ পক্ষী ধরিয়া আনিল ।
তিনি সেই পক্ষীটী লইয়া, এলস্‌উইদার নিকট গমন
করত বিদায়ের প্রার্থনা করিলেন । এলস্‌উইদা শ্রবণ
করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন, এবং বারম্বার
এ নবীন পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়মন্দিরে নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলেন । আল্ফ্রেড ক্ষণেক কাল বিদায়ের স্মৃতি-
মত ব্যবহারের পর, তাঁহাকে একাকিনী দেখিয়া, অতি
কোমল স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন । “হে দেবি !
এক্ষণে আমি যথেষ্ট স্থানে গমন করি, কিন্তু চিরকাল
মনোহারিণী এলস্‌উইদাকে মান্য করিব । বোধ করি
শ্রাবজীবন দুর্ভাগ্যের মিমিত্ত আমাকে আক্ৰেপ করিতে
হইবেক ; কারণ ইহারই জন্য আমার প্রণয়প্রকাশ হইবেক
না ।” এলস্‌উইদা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করি-
লেন, এবং উল্ফের বিরূপে যে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ
পাইবেন, তাহা আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন
না । বলিলেন, “হায় এমন গুণশালী পুরুষেরা কেন
অতি হীনাবস্থায় পতিত হন ; এলস্‌উইদা কেন এক জন
সামান্য ব্যক্তির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করে নাই ।”

আল্ফ্রেড অতি ব্যাগুভাবে উত্তর করিলেন, “যদ্যপি
উল্ফের ন্যায় মিলনে এলস্‌উইদার সুখসমৃদ্ধির সম্ভাবনা
না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই আপনার প্রণয়-

নুরাগ ব্যক্ত করিতেন না। তাঁহার পদ এক্ষণে রাজবংশীয় রমণীর উপাসনার যোগ্য হয় নাই বটে, কিন্তু যদ্যপি এলস্‌উইদা তাঁহাকে ভাল বাসেন, এই বাহ্যুগল আর বার তাঁহাকে এমন অবস্থায় উত্থাপন করিতে পারিবেক যে, তিনি আর কখনই তাঁহাকে অযোগ্য বিবেচনা করিতে পারিবেন না। হে দৈব! আমি কি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব যে, এলস্‌উইদা কেবল ভাগ্যের বিভিন্নতা জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? হে চিত্তহারিণি! আমি কি এই আশা করিব যে, এলস্‌উইদার তুল্য পদাভিষিক্ত হইলে তিনি উল্ফের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন?”

এলস্‌উইদা সঙ্গজভাবে ও অধোবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, “উল্ফ কেমন করিয়া আমার নিকট অসঙ্গত বিষয়ের উত্তর চাহেন। আমিই বা কেমন করিয়া তাঁহাকে প্রভারণীয় ভরসা প্রদান করিব। যুদ্ধের গোলামালা তিনি দৈবপরিচিত এক জন যুবতী রমণীকে অনায়াসে বিস্মৃত হইতে পারিবেন, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি যে, আমি লীলা পরিহাস রহিত নির্জন দুর্গ-মধ্যে অবস্থান করিয়া, যদ্যপি কেবল আনুমানিক প্রণয়-পাশে বদ্ধ হই, তবে কি পর্য্যন্ত অসুখী হইব। হে শ্রেষ্ঠ উল্ফ তবে বিদায় হও, তুমি যে রূপ ধার্মিক সেই রূপ মহৎ হও, আমার নিতান্ত কষ্টে পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।”

এরূপ সঙ্কল্প উত্তরে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হইয়া আল্ফ্রেড, এলস্‌উইদার বদনহইতে স্নক্ত বাক্যে তাঁহার প্রণয়ানুরাগ ব্যক্ত করিতে যত্ন করিলেন। বলিলেন, “হাঁ আমি বিদায় হইলাম, কিন্তু যে আমি আমাকে প্রতিদিন গ্রাস করিতেছে, তাহা অবশ্যই নির্দান করিব। যদ্যপি এলস্‌উ-

ইদী আমাকে ঘৃণা না করেন, তবে দেখিবেন, পদমর্যাদার প্রভেদ অতি শীঘ্র অনুভূত হইবেক। তিনি পরে জানিতে পারিবেন যে, অন্তঃকরণের দৃঢ়তা থাকা অতি গর্ভিতা সুন্দরীদিগের পক্ষেও মহৎ গুণ। উল্‌ফ এখানে এলস্-উইদার নিকট কেবল একটি দোষস্পর্শশূন্য বচন ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না।”

লজ্জিতা এলস্‌উইদা বলিলেন, “এ কথাটি উচ্চারণ করা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমি উত্তম রূপ জানিতে পারিয়াছি, উল্‌ফকে ভাল বাস না বলিলে, তিনি কখনই সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু ইহাও তাঁহার নিষেচনা করা উচিত, যে আমার পাণিগ্রহণ পিতার উপর সমপূর্ণ নির্ভর করে। আমি তাঁহার অমতে কিছুই করিতে পারি না। যিনি ধর্ম্মকে ঘান্য করেন, তিনি কখনই আমাকে অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দিবেন না। আমি ইচ্ছা করি, আমাদের উভয়ের অবস্থা সমান হউক, তখন আমি তাঁহার বাঞ্ছনীয় বাক্যটি উচ্চারণ করব।” এই বলিয়া এলস্‌উইদা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া উল্‌ফকে চুম্বন করিতে দিলেন, এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

“এলস্‌উইদা যেন অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর প্রণয় স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া, মনে কষ্টদায়ক চিন্তাকে স্থান দেন না। তিনি অতি সতরেই অবগত হইবেন, তিনি কখনই কুলমর্যাদার বিপরীত কার্য্য করেন না।” এই বলিয়া অল্‌ফ্রেড আর বার এলস্‌উইদার করচুম্বন করত এথেল্‌মি দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অল্‌ফ্রেড এখানে তাঁহার প্রপীড়িত প্রজাদগকে উদ্ধার করিবার জন্য উত্তম সুযোগ ধর্ম্মসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোপালক প্রভু অতি দরিদ্র বিশেষতঃ দিনমা-

রেয়া তাঁহার প্রায় সকল পশু অপহরণ করিয়া লইয়া
 গিয়াছে। যৎসামান্য খাদ্য, আল্ফ্রেডের সহিত বিভাগ
 করিয়া আহার করেন। হয় ত কোন দিন তাহাও মিলে না।
 এক দিবস গোপালক মৎস্য ধরিবার জন্য স্থানান্তর গমন
 করিলে, 'আল্ফ্রেড' একাকী বসিয়া 'ধর্ম্মপুস্তক' পড়িতে-
 ছিলেন। এমত সময় কেহ ঘেমদ্বারে করাঘাত করিতেছে
 শ্রবণ করিয়া, দ্বার স্ফোটন করিয়া দিলেন। দেখিলেন,
 এক জন ক্ষুধিত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ আহার প্রার্থনা করিতেছে।
 তাহার দুঃখ দেখিয়া, আল্ফ্রেডের হৃদয়ে করুণাদয়
 হইল, কিন্তু সে দিবস আহারের জন্য এক খান 'বই' কুটী
 ছিল না, কি করেন, তাহাই বিভাগ করিয়া, এক খান
 পুতুর নির্মিত রন্ধিয়া, তাপত ভাগ তাহাকে প্রদান করি-
 লেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, যিনি 'কোটপতঙ্গাদির
 আহার যোগান, তিনি কখনই আমাকে অনাহারী রাখি-
 বেন না।' ভিক্ষুক স্থানান্তর গমন করিলে, তাঁহার নিদ্রা-
 বেশ হইল। অমনি স্বপ্নে দেখিলেন, এক জন মহাপুরুষ
 তাঁহার মস্তকের নিকটে আসিয়া, বলিতেছেন, "হে পার্থক-
 বর আল্ফ্রেড, কংরাজদিগের দুঃখ দেখিয়া পরমেশ্বরের
 হৃদয় করুণাদু হইয়াছে। তিনি অদ্য এক জন দরিদ্র মনু-
 ষ্যের বেশ ধারণ করিয়া তোমার পৈর্য্য পরীক্ষা করিলেন।
 তুমি 'অতি শীঘ্র' ত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া, পুনর্য্যার
 সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে; তোমার ক্লেশ
 শেষ হইল, আর চিন্তা করিও না। আমার বচন মিথ্যা
 হইবার নহে। যদিও অত্যন্ত শীঘ্র প্রযুক্ত সকল জলাশয়
 'নীহার্য্য' হইয়াছে, তোমার আশ্রয়দাতা এখনি প্রচুর
 মৎস্য ধরিয়া 'আনিবেন।' আল্ফ্রেড জাগ্রৎ হইয়া,
 অতীব আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। ক্ষণকাল পরেই গোপা-
 লক যথেষ্ট মৎস্য ধারণ করিয়া গৃহে উপস্থিত হইল।

“এক দিবস কোন ব্যক্তি বলিল, “ডিবনের আল্‌ওদন্, বহুসংখ্যক পলায়িত ৩৭২রাজ প্রজা সংগৃহ করিয়া, কিন্ডু দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করত অবস্থান করিতেছেন। হবা ও হিংগোয়ার নামক দুই জন দিনমার সৈন্যস্বাক্ষ, তাহাকে বেস্তন করিয়াছে। ৩৭২রাজ্যের নিকট যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী নাই, বিশেষতঃ সমুদ্র জল পুণালীর মুখ রুদ্ধ হওয়ায়, আরও বিষম বিপদ উদ্গিস্ত হইয়াছে।” আল্‌ফ্রেড শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রজাগণের কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে চিন্তা করিলেন, বিপক্ষে যেরূপ অকস্মাৎ চিহ্নান-বৈশিষ্ট্য আক্রমণ কারয়াছিল, আমিও সেই রূপ করিব। কিন্তু তাহাদের গতিবিধি দিনের নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া, সহসা প্রবৃত্ত হওয়া হইবেক না। এমত অকৃতকায্য হইলে, আর উপায় নাই। যাহা হউক, সামান্য চরের চক্র কণ্ঠকে বিধ্বংস হইবে না, আমি স্বয়ং শত্রুদলের শিবরে গমন করিব। এই রূপ অভিসন্ধি করিয়া, এক জন স্যাক্সন গায়কের বেশ ধারণ করিলেন। এখন তাহার বাল্যবালীন বয়স শত্রু শির্কায় ফল দর্শিত হইয়াছিল। তিনি সাক্ষন করিতা সকল আশীষ সূচাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সোণাও তাহার হস্তে কখন স্থির হইয়া থাকিত না। দিনমারেরা অতিশয় সংগীতপ্রিয় ছিল। কোন গায়ক দৈবাৎ তাহাদিগের শিবরে পুবেশ করিলে, মহা সম্মাদর করিত। তাহারা অনেক বার কবির এই বচনের পোষকতা করিয়াছে।

“কিবা ক্ষতি মুখাবহ মধুর সংগীত ।

“অসভ্যগণের ঘন করয় মোহিত ॥”

আল্‌ফ্রেড ক্রমে ক্রমে শত্রুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার সংগীত নৈপুণ্য দেখিয়া, দিনমারেরা

পরম বন্ধুইট ইটল, এবং তাঁহাকে সেই স্থানে অবাস্থিতি করতে অনুমতি দিল। আল্ফ্রেড প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইবার বিলম্বন সুযোগ পাইলেন। দেখিলেন, তাহার। উপরাজদিগকে একেবারে নষ্ট করিয়াছে বিবেচনা করিয়া, সৈন্যদা আশ্রয় প্রমোদে মগ্ন, বিপদের আশঙ্কা কিছুই করে না। বোধ হয় “তিনি ক্রমে ক্রমে গথরামের নিকটেও গমন করিতে পারিতেন, কিন্তু দুই দিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয় সকল অবগত হওয়ায়, সম্রাট এথেল্‌নি দ্বীপে ফিরিয়া আইলেন আর বিলম্ব করিলেন না। এথেল্‌নি দ্বীপ দিনমারদিগের শিবিরস্থানে প্রায় বিংশতি কোশ অনুর ছিল।

আল্ফ্রেড একে রূপে তাবৎ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া, আর ছদ্মবেশে থাকা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তৎক্ষণাৎ রাজপরিষদ অঙ্গে ধারণ করিয়া, বিশ্বাসী চরগণ দ্বারা পলায়িত সৈন্যসমূহ অতি গোপনে মেলডিউ অরণ্যে একত্রিত করিলেন। তাহারা পুনর্দার নসপাঠকে দেখিয়া, তার পর নাই আশ্চর্য্য ও আশঙ্কাদিত ইটল। আল্ফ্রেড তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তবে বন্ধুগণ, তোমরা কি ধ্বংস হত্যা হইতে, ও পুত্র কলত্রাদিগকে অসভ্যদিগের হস্তে সমর্পণ করতে চাই, না এক দিনের শঙ্কট দ্বারা সকলের মঙ্গল প্রার্থনা কর?” সম্রাটদিগের রণনৈপুণ্য ও সাহসকে ভয় করিও না, আমি তাহাদিগকে বিলম্বন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তাহার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নহে। তাহারা কোন শত্রুর আশঙ্ক করিতেছে না। তাহাদের জাতিবার অধুনা তোমাদের শত্রু, তাহাদের হৃদয় মধ্যে ধ্রুব ক্রোধের বীজ।”

সুপতির দ্বারা শ্রবণ করিয়া, সম্রাট সৈন্য একেবারে তাহাদের দাল পাশে অগ্নি করত একটা আকাশভেদী

মহী জয়ধ্বনি করিল। আল্ফ্রেড তাহাদের এই মুহোৎসাহকে ছুস হইতে দিলেন না। অমনি রাতারাতি শত্রুদিগের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। রজনী শেষ হয়, বিপক্ষদিগের অগ্নি প্রায় নিৰ্ব্বাণ হইয়াছে, অনেকেই ঘোর নিদ্রায় কাতর, এমন সময়ে সমুদয় সৈন্য লইয়া দিনমারদিগের শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে ওদন্ একেবারে নিরাশ হইয়া, মৃত্যুকে ভুঙ্ক করত স্বীয় দল বলের সহিত কিন্ডন্ দুর্গ হইতে যুদ্ধার্থ বহির্ভূত হইলেন। যে যেখানে পাইল দিনমারদিগকে বধ করিতে লাগিল। তাহাদের একটা ঐন্দ্রজালিক পতাকা ছিল। পতাকা হিংগোয়ার ও হবার তিন ভগিনী কর্তৃক আশ্চর্য রূপে নিৰ্ম্মিত হয়। পতাকায় বুটাকম্বের একটা কাক ছিল, যুদ্ধ জয় হইবার হইলে, কাকটা পক্ষ নাড়িয়া উড়িবার উদ্যোগ করিত; কিন্তু হারিবার সময় ফুলিয়া পড়িত, আর নড়িত না। আল্ফ্রেড অনেক দুবোর সহিত ঐ পতাকাও লুট করিলেন। দুই এক জন দিনমার কেবল জাহাজে চড়িয়া পলায়ন করিল। যাহারা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, শীত, ভয়, ও অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া, কি করে আসিয়া আল্ফ্রেডের শরণাগত হইল। তাহাদের মধ্যে প্রধান সৈন্যাপক্ষ গথরামও ছিলেন। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া, আল্ফ্রেডের অন্তঃকরণে অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল। তিনি আর বড় একটা সন্ধির কটিন পণ প্রার্থনা করিলেন না। গথরামকে স্বীয় ধর্ম্মাশ্রিত করত, এথেলষ্টান আশ্রয় দিয়া, পূর্ব স্যাক্সন্ ও নর্থম্বলন্, বিশেষ নির্য্যক্রমে অধিকৃত করিয়া দিলেন। আল্ফ্রেডের সঙ্গীন সমুদয় এক মুখে বসখ্যা করা যায় না। তাহাদের জন্য তাহার এত কষ্টভোগ্য করিতে হইল, আর বার তাহাদিগকে সূহৃদের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, ইহা কি সামান্য মনুষ্যের কৰ্ম্ম!

এই মহা যুদ্ধ জয়ের মাস কএক পরে, আল্ফ্রেড তাঁহার প্রধান যোদ্ধাদিগকে একটা সাধারণ ভোজ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। ঐ যোদ্ধাদিগের মধ্যে এথেল্‌রেডও এক জন ছিলেন। জয়ের স্মরণার্থ একটা মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌতুক দেখিবার জন্য সকল ভদ্রবংশীয়া রমণীরা নিমন্ত্রিতা হইলেন। যোদ্ধাকুলীনেরা জয়লব্ধ পারিতোষিকের নিমিত্ত আশ্চর্যান্বিত করিতে লাগিল। রাজা একটা উচ্চ সিংহাসনের উপর আরুঢ় হইলেন। পার্শ্বে আর একটা নানাবিধ অলঙ্কারমণ্ডিত মনোহর আসন স্থাপিত হইল। ঐ আসনে বসিয়া ভোজরাগী পারিতোষিক বিতরণ করিবেন। এক জন কুলীন এলস্‌উইদা সুন্দরীকে সেই আসনে নিৰ্ব্বাহের নিমিত্ত আনয়ন করিল। তাঁহার পিতা নরপতির অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, পরম সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। আল্ফ্রেড সিংহাসনহইতে অবরোহণ পূর্ব্বক এলস্‌উইদার কর ধারণ করত পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, “অদ্যাবধি এলস্‌উইদা এই স্থানে উপবেশন করিবেন।” এলস্‌উইদা লজ্জিতা হইয়া নরপতির পুতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, ইনি সেই উল্ফ, এক্ষণে সে রূপ বর্ণ নাই, রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অপূর্ব্ব কান্তি হইয়াছে। আল্ফ্রেড, ভীতা এলস্‌উইদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে এলস্‌উইদে! উল্ফ যাহা সমাধা করিতে পারেন নাই, এখন আল্ফ্রেড কর্তৃক কি তাহা সম্বাদন হইবেক? তোমার প্রণয়ভাগী কি তিনি কখনই হইতে পারিবেন না?” এলস্‌উইদা শ্রবণ করিয়া অধোবদন করত উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিলেন, “যে ব্যক্তি উল্ফকে ভাল বাসিত, সে কখনই, মহাশয় আল্ফ্রেডকে অমান্য করিবেক না।” মল্লযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, এলস্‌উইদা উপযুক্ত যোদ্ধাদিগকে বহুমূল্যের পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

সেই দিন রজনীতেই আল্ফ্রেড মহা সমারোহ পূর্বক তাঁহার পাণিগৃহণ করিলেন ।

জাতি সকল ক্রমে সত্যজ্ঞান লাভ করে । অনেক কাল তাহারা অসভ্যাবস্থায় অবস্থান করত, সামান্য পশুর ন্যায় কেবল কতকগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে । কিন্তু পরে সদ্যবহার ও বিদ্যার আলোচনা হইলে, তৎবৎ অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া আলোকের প্রাকট্য হইয় । পুঙ্খমতঃ রাত্রি, পরে উষা, পরে প্রাতঃকাল, তদনন্তর মধ্যাহ্নকাল দেখা দেয় ।

আল্ফ্রেড দিনমারদিগকে বল পূর্বক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিয়া, মনে করিলেন, ইহারা ধর্ম্ম গ্রহণিতে বদ্ধ হইলে, আর কখন প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করিবেক না । কিন্তু জানিতে পারিলেন না যে কেবল মস্তকে বারি প্রোক্ষণ করিলে খ্রীষ্টীয়ান করা হয় না, জয়কর্ত্তার ঐর্ষ্য দর্শন করাইলে মনের প্রবোধ বা নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে না । যাহাদের খ্রীষ্টধর্ম্মে প্রত্যয় নাই তাহাদিগকে বল পূর্বক খ্রীষ্টীয়ান করিলে বরঞ্চ পাপ দর্শে । আল্ফ্রেডের প্রতিগণ্ডরাম ও তাঁহার যোদ্ধাদিগের কোন অনুরাগ চিহ্ন দেখা গেল না । যাহাদের হৃদয় সর্বদা লুণ্ঠন ও রুধির পাতনদ্বারা একেবারে কঠোর হইয়া গিয়াছে, তাহা কি সহজে নরম হয় ?

আল্ফ্রেড গুজাগণের সঙ্গল জন্য কখন অমনোযোগী ছিলেন না । পূর্ব স্যাক্সন ও নর্থমর্লগুহু দিনমারদিগের ভাবী শাসনের নিমিত্ত বিধিধ ব্যবস্থা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন । গণ্ডরাম তাঁহার নির্দারিত স্বার্থে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তাহারা জাহাজ করিয়া ফ্রান্স দেশে প্রস্থান করিল ; তথাকার দুর্জল প্রদেশ সকল অধিকৃত করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণের আর আশা রাখিল না ।

আল্ফ্রেড যুদ্ধ জাহাজসমূহ প্রস্তুত করিতেও বিঘ্নিত হইলেন না, কারণ, রণতরি ভিন্ন তখন বিদেশীয় দস্যু-দলের হস্তহইতে মুক্ত হইবার আর উপায় ছিল না। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, উত্তর দেশীয় প্রত্যেক বন্দর-হইতে অসংখ্য ডাকাইত পূর্ণ জাহাজ সকল বহির্গত হয়, তাহার। যে দেশে যান, বাধা না পাইলে, অমনি আপনাদের বিষয় বলিয়া অধিকার করে। তিনি পরবৎসর উত্তরবাসীদিগের যুদ্ধ জাহাজের এক বহর পরাস্ত করিলেন, এবং বড় ২ তরিগুলি ডুবাইয়া দিয়া অবশিষ্টদিগকে ভিন্ন দেশে তাড়াইয়া দিলেন। তথাপি আর এক দশ দিনমার সৈন্য টেমস্ নদীর নিকট আসিয়া রচেক্টার অবরোধ করিল। সতর্ক আল্ফ্রেড অমনি তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। দিনমারেরা যুদ্ধ করিতে সাহস না করিয়া, পলায়ন করিল। তাহাদের লুণ্ঠনীয় দ্রব্য সামগ্রী ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হইল। এফুর নদীর মুখে আর এক বহর আল্ফ্রেড কর্তৃক আক্রান্ত হইল। কতকগুলি জাহাজ দক্ষ করিয়া দেওয়াতে তাহার। একটা সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। রাজা যেমন স্থানান্তর গমন করিলেন, অমনি কুস্তঘেরা প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে ভ্রুটি করিল না।

৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আল্ফ্রেড প্রায় উচ্ছিন্ন লণ্ডন নগর পুন-নির্মিত ও দুর্গ পরিবেষ্টিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইনিই এই নগরের এতাদৃশ উন্নতি হইবার প্রধান মূল। উত্তর-বাসী দস্যুগণ কর্তৃক অনায়াসে প্রজাপীড়ন না হয়, এজন্য আরও অনেক নগরের চতুর্দিকে দুর্গ ও দীর্ঘ প্রাচীর প্রস্তুত করিলেন। ইত্যগ্রে প্রস্তর নির্মিত অটালিকা প্রায় পরিদৃষ্ট হইত না, অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি এই শ্রুথা অত্যন্ত সাধারণ করিয়া ফেলিলেন। ক্রমে ৯ তিনি মিডি-ল্টন, ক্রেণ্টস্ বারট্রেট, উইল্টস্ ডারবাইজেজ্ ও ডার-

বিদ্যায়ারহু আল্ফেটন নগর সকল নিৰ্মাণ করিলেন ।
মাল্মেসবারি ও নরউইচ্ মহরও পুনঃস্থাপিত হইল ।

৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশের নরপতি আরনল্ফ স্বীয়
রাজ্যের সমূহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, দিনমারদিগকে একে-
বারে দিন নদীহইতে তাড়াইয়া দিলেন । তিন শত জাহাজ
পরিপূর্ণ এই সকল ভয়ঙ্কর দস্যুরা ইংলণ্ডে আগমন
করত, অকস্মাৎ আশ্বেডর আক্রমণ করিয়া, বিমুক্তি
নামক স্থানে তাম্বু ফেলিল । দল কএক এক্টিরেও অব-
স্থান করিতে লাগিল । যে সকল স্কাণ্ডিনেভিয়ানেরা, আল্-
ফেডের শরণাগত হইয়াছিল, তাহারাও নূতনাগত দিন-
মারদিগের সহিত যোগ দিল । আল্ফেড আর ক্ষণকাল
বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ ইংরাজদিগের সহায়ার্থ যুদ্ধ-
যাত্রা করিলেন । লণ্ডনের সমুদ্রয় প্রজা তাঁহার সহিত
গমন করিল । আল্ফেড আপনার সৈন্যদিগকে দুই ভাগ
করিলেন, এক ভাগ বিমুক্তিতে পাঠাইয়া দিয়া, অপর
ভাগের সহিত স্বয়ং এক্টিরের অবরোধের নিমিত্ত প্রস্তুত
হইলেন । প্রথম ভাগ ক্রমে বিমুক্তিহু দিনমারদিগের
সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল । সে দিবস অসভ্য-
দিগের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হেষ্টিং স্থানান্তর লুট করিতে
গিয়াছিলেন, ইংরাজেরা হর্গ আক্রমণ করত তাহাদের
যাবদীয় অপহৃত দ্রব্য প্রহরণ করিলেন । হেষ্টিংয়ের স্ত্রী
পুত্রাদিও তাঁহাদিগের হস্তগত হইল । বড় ২ জাহাজগুলি
পুড়াইয়া দিয়া, তাঁহারা সমুদ্র জয়লাভ করত, লণ্ডন নগরে
ফিরিয়া আইলেন । হেষ্টিং এবং দ্বিধ ব্যাপারে অত্যন্ত
দুঃখিত হইয়া, ইংরাজদিগের সহিত একটা সন্ধি স্থাপন
করিলেন । ইংরাজেরা তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদিকে কেন
আশ্রয় না করিয়া, ফিরিয়া দিলেন ।

ইতিমধ্যে আল্ফেড এক্টিরে আশ্রিয়া উপস্থিত হই-

লেন। দিনমারেরা কেবল নগর অবরোধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় আল্ফ্রেড, স্বীয় সৈন্যের সহিত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, তাহারা অমনি শিবির উঠাইয়া, জাহাজে পলায়ন করিল। আল্ফ্রেড ডিবন-সায়ারে কিয়াদিবস অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অল্পকাল গৌণ মধ্যে দিনমারেরা আর বার তাহাদের ছিন্নভিন্ন সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিল। নর্থম্বিয়ান দিনমারেরাও তাহাদের পুনঃসহকারিতা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা ক্রমে ২ টেমস নদীদিয়া অপরায়ারস্থ বটিংডনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আল্ফ্রেড অবিলম্বে তাহাদিগকে সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত করত, খাদ্য দ্রব্য আয়োজনের পথ ~~ক~~ করিয়া দিলেন। দিনমারদিগের সঞ্চিত আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রমে ২ নিঃশেষিত হইল। অশ্রুভাবে প্রাণ যায়, কি করে, তাহারা আপনাদের অশ্বগুলি বধ করিয়া আহার করিতে লাগিল। কেহ ২ অনাহারেও পঞ্চস্থ পাইল। অবশিষ্টেরা নৈরদশ হইয়া, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। সংগ্রামটা অতি ভয়ানক হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল দিনমারদিগের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ সংহার হইল। অবশিষ্টেরা এসেক্স দুর্গে আসিয়া, আশ্রয় লইল। তথাহইতে তাহারা আর বার নর্থম্বিয়ানদিগের নিকট হইতে এত নূতন সৈন্যের সহায়তা পাইল যে, পুনর্বার পূর্বের ন্যায় লুট করিতে বিলম্বন সমর্থ হইল। ৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা এসেক্স পরিত্যাগ করিয়া চেষ্টারে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনমারেরা জাহাজে করিয়া টেমসনদীর উপর দিয়া মি নদীতে গিয়া পৌঁছিল। তথাহইতে ষষ্ঠ-মান হার্ডফোর্ড ও ওয়ার নগরের সন্নিহিতে গমন করত, চতুর্পাশে দুর্গ নিৰ্ম্মিত করিল। এই স্থান লন্ডন নগর হইতে

দশ কোশ অন্তর। লণ্ডনবাসীরা শত্রুদিগের বিনাশার্থ যুদ্ধযাত্রা করিলেন, কিন্তু, কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজা স্বয়ং সৈন্য সামন্ত লইয়া বহির্গত হইলেন। তাহাদের অজেয় দুর্গ দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিবস লিঙ্গদীর দ্বার দিয়া অগ্নপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, নদীর একটা স্থান এমন অপ্রশস্ত, অবরুদ্ধ করিলে শত্রুদিগের জাহাজ সকল আর গলায়াত করিতে পারে না। তৎক্ষণাৎ সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যগণ দ্বারা লিঙ্গদীর জল ছেঁচিয়া ফেলিলেন। দিনমারদিগের জাহাজ সকল চড়ায় লাগিয়া ভগ্ন হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দুর্গে অবস্থান করা আর উচিত বিবেচনা না করিয়া, পলায়ন স্থির করিল। অনেককেই ইংরাজেরা গুলিগুলা দ্বারা সংহার করিলেন। অবশিষ্টেরা পূর্ব স্যাক্সন হইতে কতকগুলি রণতরী সংগ্রহ করিয়া পুনর্বার সংগ্রাম করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। সমুদ্রেও আল্ফ্রেডের ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। তিনি শত্রুদিগের ক্ষুদ্র ২ পোত দেখিয়া আপনি বড় ২ জাহাজ সকল নির্মাণ করিলেন, এবং নাবিকের সংখ্যাও অধিকতর বৃদ্ধি করিলেন। দিনমারেরা পরাজিত হইয়া, স্বদেশে পলায়ন করিল, আর আল্ফ্রেড রাজা থাকিতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আইল না।

আল্ফ্রেড বারম্বার তাঁহার অনুগৃহের এই রূপ বিপরীত ব্যবহার দেখিয়া, পরে নীতিশয় বিরক্ত হইলেন। ইংলণ্ডবাসী দিনমারদিগের প্রভাব একেবারে হাস করিবার জন্য পূর্ব স্যাক্সন ও নর্থম্বলও প্রদেশে দুই জন শাসন কর্ত্তা নিয়োজিত করিলেন। ওয়েলসের রাজারা, যাহাদিগকে মহানুভব এগার্ট পরাভূত করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ক্রমে ২ তাঁহার একাধিপত্য সমুদায় ইংলণ্ড দেশে বিস্তৃত হইল।

— আল্ফ্রেডের সুখ্যাতি আরও সমুদুপারে গিয়া উডভীষ-
মান হইতে লাগিল। তিনি যুদ্ধে জয়ী, পরাস্ত ব্যক্তি-
দিগের পুত্রি তুপালু, এবং প্রজাবর্গের পিতা বলিয়া
সকল লোকের প্রশংসাজনক হইলেন। যে সকল ইংরা-
জেরা, শত্রুগণ কর্তৃক পুঞ্জীভূত হইয়া, স্বদেশ পরিত্যাগ
করত, ইউরোপের ভিন্ন ২ প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,
তাহারা এক্ষণে আর কৱ তাদিগের প্রিয় রাজার আশ্রয়ে
আগমন করিতে লাগিল। পৃথিবী, অনেক কাল অক্ষুণ্ণ ও
পতিতাবস্থায় থাকিয়াও অতি শীঘ্র শস্য ও ফলদ্রব্য
আচ্ছাদিত হইলেন। শান্তি ও অন্যান্য বিষয়ের প্রাচুর্য্য
ক্রমে ২ বিস্তার হইতে লাগিল।

কএক বৎসর ইতিপূর্বে দিনমারেরা গড্‌উইন্ নাম
এক জন পরম সুন্দর স্যাক্সন্ কুলীনকে স্কাণ্ডিনেভিয়ায়
লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তি প্রভুভক্তি ও সাহসদ্বারা দম্য-
দিগের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা
ইংলণ্ড আক্রমণে বিরত হইলে, সে সমপূর্ণ স্বৈচ্ছাধীনতা
লাভ করিল। এবং ক্রমশঃ বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া,
পরে উইনচেস্টার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথা-
হইতে রাজার নিকট অর্পিত হয়।

আল্ফ্রেড গড্‌উইনের প্রমুখ্যে তাহার যাবদীয় কষ্টের
কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিলেন। গড্‌উইন্ও রাজার
পরিণামদর্শিতার প্রমাণ প্রকাশক এই বক্তৃতা করিয়া
স্বীয় গল্প সমাপ্ত করিল। “হে ভূপতে! এক্ষণে স্বাধীনতা
আম্রার পক্ষে দ্বিগুণ প্রিয় হইয়াছে, কারণ এক্ষণে আমি
স্বীয় দেশকে শুভাদৃষ্টক্রমে পরিবর্তন হইতে দেখিতেছি।
যখন আমাকে দিগ্‌মারেরা কারাকুদ্ধ করিয়া লইয়া যায়,

তখন ইংলণ্ডের অধিকাংশ নগর অগ্নিসংহত হইতেছিল ; দুর্ভাগ্য প্রজারাও পক্ষতের কোন গোপনীয় স্থান অব্বে-
ষণ করিতেছিল ; কেহ ২ দুষ্টুর জন্য ভূমি পার হইয়া
সম্পূর্ণ পক্ষিল প্রদেশে অবস্থান করিতেছিল ; কেহ ২ বা
দুর্জয় দস্যুদিগের ক্রোধহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত
পশুবাসোপযোগী গৃহার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল ;
পরিত্যক্ত ময়দান সকল শিয়ালকাটা দ্বারা আবৃত হইয়া-
ছিল ; উদ্যান সুশাভন পুখা কেহই জানিত না ; শস্য
সংগৃহ কালীন আনন্দের স্থানি কদাচ শুনা যাইত ;
ভয় ও নিরাশা সর্বদা পলাতক ব্যক্তিদিগের বদনে বিরাজ-
মান ছিল ; যে বিদ্যালয়ে আমি বিদ্যাভ্যাস করি, তাহার
কোন চিহ্ন ছিল না ; জনোপদেশ সকল কুত্ৰাপি শ্রবণ-
গোচর হইত না ; অধিক কি, রক্ত পিপাসু নাস্তিকদিগের
ভয়ে কেহ প্রকাশ্য রূপে পরমেশ্বরের নামও গুহণ করিতে
পারিত না । কিন্তু হে প্রজাবৎসল নরপতে ! এক্ষণে তাহার
কি রূপ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বলিতে পারি না । নগর
সকল পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ঐশ্বর্যাশালী হইয়া, গাত্তোথান
করিতেছে ; বিদ্যালয় সমূহ বিজ্ঞ মনুষ্যাগণ কর্তৃক পরি-
পূর্ণ হইয়া, রাজ্যের যুবাদিগকে ধর্ম ও বিবেকশক্তির
উপদেশ দিতেছে ; ময়দান সকল বহুমূল্য বীচে পরিপূর্ণ ;
কৃষকেরা সমধিক শস্য লাভে পরম সন্তুষ্ট হইয়া, নিয়ত
পরিশ্রমে নিয়োজিত আছে । পরিত্যক্ত জলা ভূমি সকল
এক্ষণে মনোহর শস্যোদ্যান হইয়াছে । যাহারা ইত্যগ্রে
এই দেশ জয় করিয়াছিল, তাহারা এখন ভয় বাটী বা
পক্ষতগৃহায় বাস করিতেছে । তাহারা কৃষিকর্ম জানে
না, তাহাদের ময়দান সকল নিরর্থক পড়িয়া আছে ।
তাহাদের এক্ষণে যে রূপ কষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিয়া
আর কি জানাইব । তাহারা ও স্যাক্সনেরা, ইংলণ্ড ও

স্কাণ্ডিনেভিয়া, ইহাদের মধ্যে এতাদৃশ বিভিন্নতা হইবার কারণ কি? আল্ফ্রেডই ইহার একমাত্র হেতু। তিনিই একাকী এই দেশের সম্পূর্ণ উন্নতি হইবার মূল। তিনিই জঙ্গলহরক বৈকুণ্ঠ করিয়াছেন।”

আল্ফ্রেড -এই সকল সত্য বর্ণনে সাতিশয় সন্মোষ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অনঃকরণে দয়ার আবির্ভাব হইল, সেই অবধি তিনি প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধির নিমিত্ত আরও দৃঢ়তর উৎসুক হইলেন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আল্ফ্রেডের ব্যবস্থা বিধান।

আল্ফ্রেড ত্রিংশৎ বৎসর কাল পর্যান্ত অনবরত খড়্গ-হস্ত হইয়া, ক্রমেই ইংলণ্ডের সর্বত্র জয় করিলেন। বিদেশীদিগকে রত্ন প্রদান করা একেবারে রহিত করলেন। চতুস্পাক্ষ গনুদ্গু রাজ্য তাঁহার অধিকারস্থ হইল। তিন শত্ৰুদিগের সহিত দ্বিপঞ্চাশৎ বার সংগ্রাম করেন, কিন্তু কেবল স্বীয় সূক্ষ্ম সন্ধানদ্বারা উহার অধিকাংশ জয়ী হন। পরিশেষে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও রাজকুলজাত শোণিত পতনদ্বারা রাজ্য মধ্যে একটা শান্তি দার্ঢ্য রূপে স্থাপিত হইলে, তিনি প্রজাগণের অকস্থা উন্নতির নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাতিতে লাগিলেন। তাঁহার কীর্তি-অনুপম হইয়াছিল, কারণ বারম্বার জয় লাভদ্বারা তাঁহার মনে

কখনই রণপ্রণয় জন্মে নাই। এই দয়াশীল নরপতি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সংগ্রামদ্বারা কেবল লক্ষ ২ মনুষ্যের জীবন বিনষ্ট হয়, কত শত লোকের দুর্গতির শেষ থাকে না; দেশের ভাবী সুখসাধক নবীন পুরুষেরা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়; কেহ ২ যাবজ্জীবন রোগ-গুস্ত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে; সহস্র ২ লোক একে-বারে নিঃস্ব হইয়া যায়; পরিশেষে সাধারণ নির্ধনতা রাজ্য-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া, বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। আল্ফ্রেড কখন নিরপরাধকে আক্রমণ করেন নাই। এতাবৎ সংগ্রাম কেবল অন্যায় পীড়ন পরিহার জন্যই করিয়াছিলেন, এবং যেখানে নহিলে নয় শুদ্ধ সাধারণের উপকারার্থ তাঁহার দয়াদুর্ভিত্তি ভ্রাতৃবর্গের শো-ণিত পাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

আল্ফ্রেড শান্তি স্থাপন করিয়া দেখিলেন, রাজ্য অতি-শয় বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। তৎকালপ্রচলিত ব্যবস্থা-দ্বারা কাহারও রক্ষা নাই, ক্ষীণ নিরপরাধীরা যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া, এবং প্রজাগণের সমুদ্ভি, তা-হাদের জীবনের অপেক্ষা অধিক নিরাপদ নহে। এই কুনীতি নিরাকরণের নিমিত্ত তিনি তাবৎ পরিণামদর্শী জা-তিদিগের ব্যবস্থা অবগত হইতে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ হিব্রু, পরে গ্রীক, রোমান, দিন-মার ও স্যাক্সন্ ব্যবস্থাাদি জ্ঞাত হইলেন। তিনি এই সকল ভিন্ন ২ ব্যবস্থা যেন বিজ্ঞ মনুষ্যগণ কর্তৃক তাঁহারই নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, আপনার প্রজাদি-গের উপকারোপযোগী নিয়ম সকল বাঁচিয়া লইলেন।

আল্ফ্রেড অতিশয় অন্তকারময় অজ্ঞান কালে জন্ম গৃহীত করেন। তৎকালে রোমানদিগের ভাষা ও বিদ্যা পশ্চিম-বাসী জাতির কেহই জানিত না। সকলেই অল্পবয়স্ক

ছিল। ধর্মজ্ঞান কাহারও ছিল না, এবং পুরোহিতদিগের প্রভুত্ব সাধারণের উপর সম্পূর্ণরূপে চলিত। রাজাও ঐ সকল অবৈধ কর্মে শিক্ষা পান, এবং তাঁহার মথা ও শিক্ষকেরা অধিকাংশই পুরোহিত ছিল। তিনি ম্যাক্সমন্দিগের রীতি নীতি ও ব্যবহার সকল বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, এবং প্রায় তদুচ্চে কার্য্য করিতেন। আল্ফ্রেড এক জন জ্ঞানী ব্যবস্থাকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ের অপরিহার্য্য দোষ জন্য অনেক অসম্পূর্ণতা উৎপন্ন হইয়াছিল। যদিও তিনি রোমান ধর্ম্মাধ্যক্ষের অনুমত ছিলেন, তথাপি আপনাকে রাজা ভিন্ন কখন অন্য জ্ঞান করিতেন না, এবং জানিতেন, বিশ্বপতি সকল রাজ্যের প্রভুত্ব তাঁহার হস্তে বিশ্বাস পূর্ব্বক সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি প্রজাদিগের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, দোষী পুরোহিতদিগকেও তাহার অধীন করিলেন, এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের ব্যবস্থের পরাক্রম প্রায় একেবারেই উঠাইয়া দিলেন।

আল্ফ্রেডের ব্যবস্থা ইংরাজদিগের সুবিচারের প্রধান মূল। ইহাই হইতেই এই স্বাধীন বিজয়ী ব্যক্তির তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষমতা লাভ করেন। তিনিই প্রথমে প্রজাদিগের পরামর্শের উপর বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। ইহাতে প্রতিবাদী কখনই বিচারকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে অবিচার প্রত্যাশা করিতেন না, কারণ তিনিও এক বার তাহাদের বিচারকর্ত্তা হইতে পারিতেন; এবং তাহাদের রক্ষাও সাধারণের সুবিচারের উপর নির্ভর করিত। আল্ফ্রেড এই অনুজ্ঞা করেন যে, ভদ্রবংশীয়েরা অন্য দ্বাদশ জন ভদ্র ব্যক্তি কর্ত্তক বিচারিত হইবে, এবং সাধারণের পক্ষেও সেই রূপ একাদশ জন সাধারণ প্রজা ও এক জন ভদ্র ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেক। এই বিশেষ ক্ষমতা

অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ইত্যগ্রে প্রতিবাদী ও জুরিদিগের সমান মর্যাদা প্রাপ্তির রীতি প্রচলিত ছিল না। এক্ষণে প্রায় সকল জাতিই এই রূপ সুবিচারের অনুকরণ করিয়াছে।

আল্ফ্রেড অপরাধীদিগের দোষের জন্য অতিশয় কঠিন দণ্ড স্থাপিত করেন নাই। অতি অল্পকেই বন্দী ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইত। রাজবিদ্রোহ, রাজ্যের ক্ষতি, ও সাধারণের শান্তিভঞ্জন প্রভৃতি কএক দোষের নিমিত্ত কেবল কানী নিরুপিত ছিল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে সুবর্ণ প্রদান করিতে পারিলেও উহা রহিত হইত। পরজী হরণদ্বারা সংসারের পবিত্র বন্ধন ছেদ হয় বলিয়া, উহাও উপরোক্ত অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হইত। জ্ঞান পূর্বক বধকারী বা মিথ্যা শপথকারী পুরোহিতদিগকে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা দণ্ড করিতেন, কিন্তু আল্ফ্রেড তাহাদিগকে রাজবিচারকর্তাদিগের আদালতে উপস্থিত হইতে বাধিত করিলেন। তাহাদের, রাজাকেও বিচার নিষ্পন্ন কৃত জরিমানা প্রদান করিতে হইত।

দিনমার দস্যুরা বারম্বার এত অধিক প্রকাশ্য দৌরা-
স্রোর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল যে, অপহরণ ও পরদ্রব্য
আক্রমণ দোষ প্রায় ইংলণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল।
আল্ফ্রেড এই অস্বচ্ছন্দতা নিরাকরণ জন্য এমত সকল
উৎকৃষ্ট উপায় স্থাপিত করিলেন, যাহা পূর্বে অতি সভ্য
জাতিরাও অবগত ছিলেন না। তিনি প্রথমে সমুদায় রাজ্য,
সীমানানিরূপিত জিলা সমূহে বিভাগ করিলেন, পরে
প্রত্যেক জিলা পরগণায় পুনর্বিভাগ করিয়া, বিশেষ বিশেষ
নাম প্রদান করিলেন। ঐ পরগণায় দশ জন করিয়া
প্রধান গৃহী থাকিতেন। গৃহীরা সকলেই পরস্পরের জামিন,
দশে এক একে দশ, কেহ কাহার অমতে কার্য্য করিতে
পারিতেন না, সতরাং কাহারও ব্যবহার বিরুদ্ধ কার্য্য

করিবার ক্ষমতা ছিল না, এবং আদেশ হইলেই বিচার-কর্তার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইত। কোন গৃহীর নিকট লিখিত না হইলে কেহই ব্যবস্থার সাহায্য পাইতেন না। যাঁহারা এই নিয়মের বিপরীত করিতেন, তাঁহাদের যথাসম্বন্ধ যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপহৃত হইত, এবং হত করিলেও কোন দণ্ড ছিল না। যদ্যপি কোন গৃহী কোন কুক্রমের জন্য অপরাধী হইতেন, এবং অন্য গৃহীরা তাঁহার জামিন হইতেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ হইতে হইত। অপরাধী গৃহী, আজ্ঞাপত্র জারী হইবার অগ্রে পলায়ন করিলে, সমুদায় গৃহীরা, ও কখন কখন তাবৎ পরগণাও এই অসাবধানতার নিমিত্ত রাজাকে জরিমানা দিতে বাধ্য হইত। পলাতকের যথাসম্বন্ধ নরকাসে নীত হইত, এবং যদ্যপি এই সকল দ্রব্যের মূল্য জরিমানার তুল্য না হইত, তাহা হইলে সকল গৃহীরা এই ক্ষতি পূরণ করিতেন, এবং দোষী ব্যক্তিকে বিচার-কর্তার নিকট উপস্থিত করিবার ভার গ্রহণ করিতেন। যদ্যপি কোন বিদেশী পর্য্যটক, আল্ফ্রেডের প্রজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, দিবসদ্বয় অবস্থান করত কোন ক্ষতিজনক ব্যাপারে দোষী হইত, তাহা হইলে অন্তর্দাতা অভিযোগ ব্যক্তির অপরাধের অনবগততা জন্য শপথ করিলে, তিনি সে নিমিত্ত দায়ী হইতেন না। কিন্তু অতিথি দিবসদ্বয় অবস্থান করিলে, জমিদারকে তাঁহার পরিবারের লোক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইত, এবং তাঁহার জন্য সম্মান দায়ী হইতেন।

আল্ফ্রেড আল্দিগের পৈতৃক ক্ষমতার উপর হস্তার্পণ করিলেন না, কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিয়া, প্রধান ২ কুলোদিগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ হ্রাস করিতে লাগিলেন। শাসনকর্তারা সমুদায় দেশের

তত্ত্বাবধারণ করিত। শাসনকর্ত্তা ভিন্ন আর এক এক জন বিচারকর্ত্তাও নিযুক্ত হইল। তাহাদের নিকট যাবদীয় ব্যবস্থানুযায়ী মোকদ্দমার বিষয় সকল আনীত ও নির্দ্ধারিত হইত। এই সকল বিচারকর্ত্তারা শাসনকর্ত্তাদের ও আইনদের ক্ষমতা মধ্যস্থিত করিতে লাগিল।

পরে এই সকল ব্যবস্থার আশ্চর্য্য ফল দর্শিল। ইত্যংগে কেহ অস্থায়িত না হইয়া, রাজপথে পদার্পণ করিতে পারিত না। অগ্নির কোন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং আপনার রক্ষা আপনারই করিতে হইত। এক্ষণে একটা সাধারণ শাস্তি সমুদায় রাজ্যমধ্যে ব্যাপ্ত হইল। রাজনী সমাক্ষমে পশ্বিকের আর কোন ভয় রহিল না। রাজা বৃক্ষোপরে সুবর্ণের কঙ্কণ ঝুলাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিতেন, কেহই লোভপরতন্ত্র হইয়া, অগ্নির দণ্ডগ্ৰহণে সাহস করিত না। পরিশেষে রাজকর্ম্মচারীরা এই সকল কঙ্কণ পাড়িয়া আনিত। নির্দোষীদিগের রক্ষার জন্য এমন সুবিচার প্রচার হইল যে, অপরাধীদিগের মনে, তাহাদের দোষ নিতান্ত নির্বোধের কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

আল্ফ্রেড পুরে উইন্চেস্টারে অবস্থান করিয়া; তাহার সমুদায় অধিকারস্থ ভূমি, সম্ভূতি, ও রাজস্বের একটা বিবরণ-ফর্দ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহৎ বর্গাপার উপরোক্ত বিষয়ের সহিত তুলনা করিলে, অতি অল্পকাল মধ্যে নিষ্কান হইয়াছিল। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইল, তাহার পুত্রপৌত্রাদিরা এই ফর্দ দৃষ্টে কর নিরপণ ও কলহ মীমাংসা করিয়া আসিতেছেন।

ইংলণ্ডের এই উৎসাহত্ব প্রকরণ প্রস্তুত হওয়ায়, প্রত্যেক জিলাও পরাম্পরায় বিচারালয় স্থাপিত হইবার মূল হইল। তাবৎ নগরবাসীরা অনায়াসে সুবিচার প্রাপ্ত হইতে

লাগিল। এবং মূৰ্খ কুলীনদিগের হস্তে বিচারকার্য নির্বাহ করাও ক্রমে রহিত হইল। শাসনকর্তারা ও বিচারপতিরা উভয়েই এই বিচারালয়ের কর্তৃত্ব করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথমতঃ গৃহীর, পরে পরগণার তদনন্তর জিলার পঞ্চায়িক বিচার নিষ্পত্তির প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইল।

আল্ফ্রেড প্রথমে সুবিচারকম ব্যক্তি অতি অল্পই পাইলেন, কিন্তু পরে তাহার বুদ্ধির প্রাথর্য্যদ্বারা বিস্তর প্রস্তুত করিয়া লইতেও সক্ষম হইলেন। তিনি আপনার নিকট পুনর্বিচার প্রার্থনীয় মোকদ্দমার বিষয় সকল অনুপম উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেন। যদ্যপি কোন শাসনকর্তা বা বিচারপতির অব্যবস্থিত নিষ্পত্তি দৃষ্ট হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার সমুচিত দণ্ড করিতেন। বোধাতাব জন্য কেহই রক্ষা পাইতেন না, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপনার কর্মদক্ষতা অবগত হওয়া উচিত, এবং বিচারকর্তার আবশ্যকীয় কার্য নিষ্পাহের ক্ষমতা না থাকিলে, এমনত উচ্চপদাভিষিক্ত হইবার প্রয়োজন নাই। যদ্যপি সুবিচার পরিবর্তে লিপ্সা বা অশ্রদ্ধা নিয়মানধীনত্বের কারণ হইত, তাহা হইলে তাহার দণ্ড মৃত্যুই নির্দিষ্ট ছিল। আল্ফ্রেড বারম্বার রাজবিদ্রোহী ও দস্যুদিগের মিথ্যাশপথ ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক জন অন্যায়া বিচারপতিকে মার্জনা করেন নাই। এক বৎসর মধ্যে অব্যবস্থিত নিষ্পত্তির নিমিত্ত চত্বারিংশৎ বিচারপতির প্রাণদণ্ড হয়।

রাজা কোন অবিচার বা পঞ্চায়িত বিচার নিষ্পত্তির অক্ষমতা দর্শন করিয়া, অবশ্যই সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন জানিয়া, বিচারপতিরা বিগিষ্টরূপে ব্যবস্থা শিথিতে ও ন্যায় পূর্বক বিচার করিতে বাধ্য হইলেন। ফলতঃ রাজাই যেন সর্বদা তাহাদের বিচারালয়ে উপস্থিত আছেন, জ্ঞান করিতে হইত। কিয়ৎকাল পরে মূৰ্খ যোদ্ধা-

দিগের পরিবর্তে বিচারাসন সঙ্কল্প জ্ঞানবান পুরুষগণদ্বারা পরিপূর্ণ হইল।

আল্ফ্রেড তাঁহার প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট যত্ন পাইতে লাগিলেন। আপনার পুস্তকভঁজান ও কবিত্বশক্তির প্রভাব প্রকাশ করিয়া, সকলের চরিত্রোন্নতি করিতে মনোযোগী হইলেন। নীতি বিষয়ক উপদেশ সকল, বিবিধ গল্প ও উপন্যাসদ্বারা ব্যাখ্যা করিলে, ত্রুণকেই তাহাদের দৃষ্টান্তের তাৎপর্য গ্রহণ করিবেক জানিয়া সেই মত শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, কবিতার মোহিনীশক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই মনে ধর্মপ্রসঙ্গ প্রবিষ্ট করিতে পারে না। ইহার শ্রুতি মুখাবহ মধুরধ্বনিতে প্রায় সকলেরই চিত্তে জ্ঞানোন্মিৎ অঙ্কুরিত হয়। আল্ফ্রেড স্বয়ং এক জন মহাকবি, যোদ্ধা, ও ব্যবস্থাপক ছিলেন। সচ্চরিত্র বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তিদিগের প্রতি সান্ত্বনয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করায়, আপ্যায়ন সাধারণ ব্যক্তিমাতেই বিদ্যার সম্মান করত উহা উপার্জনার্থে যার পর নাই যত্ন করিতে লাগিল। আল্ফ্রেড যে সকল কবিতাদ্বারা কুলীনদিগকে সত্যজ্ঞান শিক্ষা ও চরিত্রসুখের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে। তাঁহার পুত্র নবীন এডওয়ার্ডের সৎপরামর্শ জন্য যে সকল কবিতা রচনা করেন, তাহাও সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিদ্যাতে সাধুতার যে সম্পূর্ণ আনুকূল্য হয়, ইহা আল্ফ্রেড আপনাকে দিয়াই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যত ধর্মের অন্তরঙ্গ চারিত্র্য আবিষ্কার করিতে পারে, তাহার ততই উহার প্রতি দৃঢ় ভক্তি জন্মে। কিন্তু যাহারা ঐ সঙ্কল চারিত্র্য অবগত নহে, তাহারা সর্বদা কেবল ইন্দ্রিয় সুখে রত হয়। পূর্বকালীন বিজ্ঞব্যক্তিদিগের পুস্তকে

ধর্মকে যথোচিত সম্মান, ও অধর্মকে তদনুযায়ী ঘৃণা করা হইয়াছে, পাঠকগণ উহা পাঠ করিয়া যৎপরো-
 ন্যাস্তি আনন্দলাভ করেন। এই সংসার একটা জঘন্য বি-
 দ্যালয়, ইহাতে অধর্মের জয়, ও ভীকৃষভাবসম্বল্ল ধর্ম,
 নরদাণ্ডার্থোপাঙ্গনোপযোগী পথ সকল পরিহার করেন
 বলিয়া, প্রপীড়িত হন। আট্টোনিনস্ কেবল ঋষিদিগের
 বচন পাঠ করিয়া যথার্থ ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।
 তৎকালে সমুদায় দানশৌণ্ডতা ও মনুষ্যত্ব বল ত একেবারে
 পৃথিবীহইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

উৎলগে বহুকাল পর্য্যন্ত সংগ্রাম হওয়ায়, প্রায় সকল
 প্রকার বিদ্যা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। ঐ
 দুর্ভাগ্য সময়ে সামান্য জীবিকা নির্বাহোপযোগী বিষয়
 ভিন্ন আর কেহই কিছুই জানিত না। সমুদায় রাজ্য মধ্যে
 একখানা লাতিন পুস্তক দ্বীয় ভাষায় অনুবাদ করে, এমত
 এক জন ব্যক্তি মিলিল না। আল্ফ্রেড তন্নিমিত্ত প্রজাগণের
 শিক্ষার জন্য সমুদুপারে উহার উপায় অনুেষণ করিতে
 বাধিত হইলেন। তিনি আট্টয়ারলগুইতে জন্ নামা এক
 জন মহা বিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্বদেশে আনয়ন করেন, ঐ মহা-
 শয় বহুকাল এথেন্সে ও ইতালি জনপদে অবস্থান করিয়া,
 পশ্চিম দেশীয় ভাষা সকল বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন।
 তিনি সরস ছুঁই কবিতা সকল রচনা করিয়া সাধারণের
 হর্ষোৎপাদন করিতে পারিতেন, কিন্তু কোন কাবণবশতঃ
 তাঁহার ছাত্রেরা ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট
 করিল। আল্ফ্রেড পুরাতন স্যাক্সনিহইতে আব এক জন
 পণ্ডিত মঠাধ্যক্ষকে এথেন্সে ধর্মশালায় আনয়ন করি-
 লেন। মন্যুউথের আসান্ এমত ধর্মকর্ম নিবন্ধ ছিলেন
 যে, উইলকেটারের ধর্ম্যাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়াও, তিনি রাজ-
 সভায় ক্রম আসের অধিক অবস্থান করলেন না।

আল্ফ্রেডের প্রবেশকরণ সুস্থ বুদ্ধি ও মনুষ্যের অবস্থা বিষয়ক বহুদর্শিতা জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। এক দিবস একটি বালককে শূকর চরাইতে দেখিয়া, তিনি অনায়াসে তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান অনুভব করিতে পারিলেন। তাহাকে উক্ত নীচ কর্ম্যইহাতে উদ্ধার করিয়া, বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ায় সে পরে ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইল।

করণ্ডওয়ালনিবাসী নিয়ৎ নামী এক জন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি নিষ্কলঙ্ক জীবন জন্য সাধারণের মহাসম্মাদরণীয় হন। আল্ফ্রেড তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিতেন। তাঁহার প্রতিবাদ ও সদুপদেশই রাজার অনেক সংকল্পের মূল হইয়াছিল।

আল্ফ্রেড এই সকল সুস্থতাবসম্মত গুরুমণ্ডিত ব্যক্তিব্যাহের সাহায্যে তাঁহার সাধারণ অজাগণের উত্তমতর বিদ্যা শিক্ষা দিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। তাঁহার সিংহাসনারাহণ কালে সমুদায় ইংলণ্ড মধ্যে এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত না, কিন্তু পরে তাঁহার শাসন সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ ধর্ম্মাধ্যক্ষ কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। তিনি অত্যন্ত উপকারী ল্যাটিন পুস্তক সকল স্বীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে অনুমতি দিয়া, পুরোহিতদিগের অধিক প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করিবার সহজ উপায় করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ংও একখানা পুস্তক অনুবাদ করিলেন। ঐ পুস্তকে পুরোহিতদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম সকল বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। এই সদর্শিপ্রায় সম্মত জন বিদ্যালয় সকল নিত্য আবশ্যক হওয়ায়, আল্ফ্রেড তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বার নিয়ত মুক্ত রাখিলেন। তিনি জানিতেন, খ্রীষ্টের পুরাতন বৃক্ষের ন্যায় সহজে রমনীয় নহে, কিন্তু শিশুদিগকে সংশিক্ষা দিলে অনায়াসে মনঃকামনা সিদ্ধ হয়। তাহাদের

যেমন শিক্ষাভাবে কুক্ষ্যে ব্ৰহ্ম জন্মে, তদধিক শাস্ত্রালোচনা দ্বারা তাহাদের নিম্নলিখিত অন্তঃকরণে সোজন্য ও মত্তোর অনুরাগ উৎপন্ন হয়।

আল্ফ্রেডের সমুচ্চয় মহৎ ব্যাপারের মধ্যে অক্লফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের অধিকতর মঙ্গল সাধন। সহস্র সহস্র বিজ্ঞ ব্যক্তির, ও সহস্র সহস্র শতাব্দীর শিক্ষকের। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাঠিয়াছেন। আল্ফ্রেডের দানশৌ-
ণ্ডতা ও দয়াই তাহাদের যাবদীয় সংকলনের মূলাধার। এই নূতন বিদ্যালয়ের নির্মাণ বিষয়ে আল্ফ্রেড তৎকালীন মঠের অনুকরণ করলেন, কারণ তখন মঠে কেবল যৎ-
কিঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষা হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্পিত ধনের উৎসাহিত্ব হইতে নিযত আশী জন যুবা ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা পাইতেন। তাহাদ্বয়কে কএক ধর্ম ও শাস্ত্র বিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিতে হইত। অনেক দয়াশীল মনুষ্যেরা ও জার্মান নরপতিরা, অপর বিদ্যালয় সকল এটি বিদ্যা-
লয়ের সহিত যোগ করিয়া, ইহার বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এবং এক্ষণেও ইহা বিবিধ ভাষা ও পরমার্থ বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিতেছে।

আল্ফ্রেড তাহার রাজ্য যেকোন সুশৃঙ্খল পূর্বক নিয়মা-
ধীন করিয়াছিলেন, তৎকালীন অন্য কোন রাজা সে রূপ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যেক জিলায় সমুদায় পু-
জার সংখ্যা নিরূপণ করিয়া, তাহাদের নাম বিশেষ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুজার এক অংশ নগর ও দুর্গ মধ্যে নিযুক্ত সৈন্যের ন্যায় অবস্থান করিত, অবশিষ্টেরা দিনমারদিগের দৌরাহ্মজনক বাকস্মাৎ আক্র-
মণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। প্রথম অংশেরা আবশ্যিক মতে স্থানান্তর গমন করিলে অপ-
রাংশেরা পূর্বাংশের নির্দিষ্ট কাব্য নির্বাহ করিত। এইরূপ

প্রকারে ইংরাজেরা ক্রমশঃ সৎগ্রাম শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। আল্ফ্রেডের মনে আর রণনিপুণ উত্তরবাসী যোদ্ধাদিগের সাহিত অপটু সৈন্যদ্বারা সৎগ্রাম করিবার আশঙ্কা বিন্দু মাত্রও রহিল না। তিনি প্রত্যেক জিলায় এক এক জন সৈন্যাপ্যাক্ষ নিযুক্ত করিলেন। সেই ব্যক্তিরাই যাবদীয় যুদ্ধ কার্যের তত্ত্বাবধান করিত। ইংরাজেরা অতি অল্পকাল মধ্যে পুনর্বার পূর্বের ন্যায় সাহসী হইলেন। তাঁহাদের মনে দৃঢ়তর বিশ্বাসও জন্মিতে লাগিল। এই মহৎ পরিবর্তনে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে; জামী নরপতিদিগের অসাম্য কিছুই নাই। প্রজাদিগের অসংকরণ, তাঁহাদের হস্তে আটাল মৃতিকার ন্যায়, যে রূপ ইচ্ছা সেই রূপ আকৃতি গঠন করিতে পারেন।

আল্ফ্রেডের জাহাজ সকল দুর্য্যাকার ছিল, এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যেক তার চতুর্বার্ষিক ফ্রিগেটদ্বারা চালিত হইত। দিনমারদিগের জাহাজপেছা এই সকল জাহাজ দ্বিগুণতর উচ্চ হওয়ায়, ইংরাজেরা অল্প নিক্ষেপ বিষয়ে বিলক্ষণ প্রধান্য লাভ করিয়াছিলেন। আল্ফ্রেড অবশেষে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন। দিনমার দমুদিগের দৌরাভ্যুতীকৃতে তাঁহার রাজ্য এক প্রকার নিরাপদ হইল। চতুর্দিকার্শ্বঃ বৃহদাকাররণতরী সমাকর্ষণ দেখিয়া, তাহার ইংলণ্ডে আদর্শ করিতে সূহস করিল না। আল্ফ্রেড পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার আশাতীত অধিক লাভ করিলেন। প্রথমে সমুদায় জমিচ্যুত হইয়া, তদনন্তর সমুদ্রোপরেও রাজ্য বিস্তার করিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততিরা একত্রে এই রাজ্য প্রায় পৃথিবীর চতুর্দিকার্শ্ব সাগরোপরি স্থাপিত করিয়াছেন।

আল্ফ্রেড তাঁহার প্রজার্বাণের মনে ফলবতী পরিশ্রমের প্রবৃত্তি জন্মাটবার জন্য নূতন নতন উপায় ও পথ অব্ধে-

যশ করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম ক্ষণিকদাতৃত্বাপেক্ষা শত-
গুণ উত্তম ও উপকারী। দাতৃত্বদ্বারা প্রজার কেবল অল্প
জ্ঞানস্থায়ী সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু পরিশ্রম কর্তৃক স্বয়ং ত
প্রতিপালিত হওয়া যায়ই, মন্থান সমুত্তিরাও অনায়াসে
চিরকাল জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে।

ইংলণ্ডে শিল্প বিদ্যা বল-ত একেবারে উঠিয়া গিয়া-
ছিল। ত্রিংশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত নিয়ত যুদ্ধ বিষয়ে
নিযুক্ত থাকায়, সকলেই কেবল আপনার রক্ষার নিমিত্ত
মচেষ্ঠিত ছিল, বিদ্যা বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র মনোযোগ
ছিল না। আল্ফ্রেড পুনর্বার তাঁহার দেশে বিবিধ শিল্প-
বিদ্যা প্রচার করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।
তাঁহার দাতৃত্বে শিল্পকরের যথেষ্ট অর্থ লাভ হওয়ায়, ইউ-
রোপীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশহইতে বিবিধ ব্যবসায়দক্ষ শিল্প-
জ্ঞানীরা অনবরতই ইংলণ্ডে আগমন করিতে আরম্ভ
করিল। তাহারা এই গুণগ্রাহী নরপতির নিকট যথোচিত
পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিল, কখন অম্যায় বহিস্করণ
আশঙ্ক্য করিল না। ক্রমে ক্রমে অতি অল্পকাল মধ্যে,
ইংলণ্ড দেশ বহুবিধ শিল্পতৎপর মনুষ্যদ্বারা পরিপূর্ণ
হইল, এবং নবীন পুরুষেরাও বিলক্ষণ কার্যনিপুণ হইয়া,
রাজকীয় শিল্পকর্ম সকল সুচারু রূপে নিষ্পাদন করিতে
লাগিল।

আল্ফ্রেড জানিতেন, এক জন রাজা মনুষ্য ভিন্ন আর
কিছুই নহে। তিনি স্বয়ং সমুদায় কার্যের তত্ত্বাবধারণ
করিতে পারেন না, ও সকল বিষয়ের উত্তম শৃঙ্খলা বা
সহজোপায় মনোনীত করাও নিভান্ত অসম্ভব। তিনি তন্নি-
মিত্ত বহুদর্শী কর্মদক্ষ মনুষ্যদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিডেন,
এবং ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অভ্যুত্থান তুলনা
করিয়া, উৎকৃষ্ট মন্ত্রণাটাই বাছিয়া লইতেন। আল্ফ্রেডের

সময়ে ইংলণ্ডে তিনটি রীত্যানুযায়ী মহা সভা ছিল। উহাদের প্রধান সভায়, সমুদায় রাজসম্মুখীয় গুরুতর ব্যাপার সকল, ও ব্যবস্থা সম্বাদন হইত। এই সভায় ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা, অর্থ-লেক্সার, শাসনকর্তারা, ও বিচারপতিরা অবস্থান করিতেন। দ্বিতীয় সভায় আল্ফ্রেডের পার্শ্বস্থ পুণ্ডীন প্রধান বিদ্বান-মঠাধ্যক্ষেরা ও পুরোহিতেরা কার্য্য নির্য্যাহ করিতেন। এই সভাস্থ ব্যক্তিরা, প্রথম সভার নিষ্পাদ্য বিষয় সকল অব-ধারণ করিতেন। যে দুর্ভাগ্য সময়ে আল্ফ্রেড রাজত্ব করি-তেন, তখন কুলীন ও রাজপুত্রেরা নিতান্ত অজ্ঞানতা প্রযুক্ত শাস্ত্রালোচন সুখে বিমুগ্ধ ছিল, অধিক কি, অনেকে পাড়-শেও স্মারিত না। সুতরাং রাজকার্য্য নির্য্যাহ করা তাহা-দের পক্ষে অতিশয় কঠিন ব্যাপার হইয়াছিল। তাহারা মহা সাহস পূর্ব্বক সংগ্রাম বা প্রজ্ঞাত্যাগ করিতে পারিলেই দেশের উপকার সাধন হইল বিবেচনা করিত।

আল্ফ্রেড কখন এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না, যাহাতে রাজ্যের বিলক্ষণ মঙ্গল সাধন হয়; কিম্বা এমন বিষয়েও অমনোযোগী হইতেন না, যাহাতে সাধারণের সম্পূর্ণ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। তিনি একটা দৃঢ় নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রত্যেক বৎসরে দুই বার করিয়া প্রধান রাজ-কার্য্য সম্বাদক সভার সভ্যেরা, ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা, ও শ্রেষ্ঠ কুলো-নেরা, রাজার নিকট একত্রিত হইবেন; রাজা যে ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, তাহারা তাহা বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাহারা ভদ্রবংশীয় ব্যক্তিদিগের কলহ মী-মাংসা করিতেন। তাহাদের উপর রাজ্যের সাধারণ মঙ্গল বিষয়ের চিন্তা করিবার ও ভার ছিল।

আল্ফ্রেড আল্ফ্রেডের প্রাদুর্ভাব সাতিশয় বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য বিবিধ উপায় অব্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং ইত্যং

প্রভৃতি মহৎ দোষ সকল বিচার করিতেন। রাজপথে আক্রমণাদি অন্যান্য বিষয়ের নিষ্ফলতা, বিচারপতিদিগের উপর ভারপূর্ণ ছিল। সামান্য বিষয় সকল প্রথমতঃ গৃহী-
দিগের নিকট, পরে পরগণায়, তদনন্তর জিলায় মীমাংসা
হইত। শেষোক্ত বিচারালয়ের নিষ্ফলতা বিষয়ে সন্দেহ-
উপস্থিত হইলে, রাজসভায় পুনর্বিচার প্রার্থিত হইত।
আল্ফ্রেডের কেবল রাজধানীর অধ্যক্ষতা ছিল। তাহার
সৈন্যগণের কর্তৃত্ব ও প্রজাদিগকে রাজাজ্ঞা অবগত করান
প্রভৃতি কএক বিষয় মাত্র সম্বাদিত করিত।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

আল্ফ্রেডের দূরদর্শিতা ।

রাজ্যমধ্যে আর বার শান্তি স্থাপিত হইল। যুদ্ধসম্বন্ধীয়
বিষয় সকল, শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও শাসনরীতি প্রভৃ-
তির বিলক্ষণ উন্নতি হইলে, আল্ফ্রেড তাঁহার রাজ্য সুশো-
ভিত করিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তিনি প্রথমে
যে সকল নগর অধিদ্বারা ভস্মীভূত হয়, তাহা পুনর্নির্মাণে
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই লণ্ডন নগরের পুনঃশ্রীকৃষ্টি হইবার
মূল। এই নগর দিনমারদিগের সময়ে অতি সামান্য বন্দর
ছিল, এক্ষণে ইহা ক্রমে ক্রমে অসীম বাণিজ্যের স্থল ও
সমুদায় রাজ্যের রাজধানী হইয়াছে। এইথল্রেড রাজার
সময়ে উইন্চেস্টার নগর একেবারে সমভূমি হয়, আল্ফ্রেড
উহার পূর্বাংশে দ্বিগুণতর শোভা দৃষ্টি করিয়া, পুনর্নি-
র্মাণ করিলেন। ইহারাজ রাজারা মচরাচর কুঁড়িয়া ঘরে বাস
করিতেন, দিনমারেরা অনায়াসে এক দিনেই অধিদ্বারা নগর-

প্রকৃত ভিক্ষাকৃত করিতে পারিত, আল্‌ফ্রেড তজ্জন্য সুকলকে পামাগময় গৃহ নির্মাণ করিতে অগুমতি দিলেন।

আল্‌ফ্রেড বড় বড় নদীর মুখে ও সমুদ্রতীরে নূতন নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। এই সকল দুর্গ মপো সতত প্রচুর সৈন্য নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের ভয়ে দুস্মরী জাহাজ হইতে ভূমিতে পদার্পণ করিতে পারিত না।

আল্‌ফ্রেডের সময়ে উদাদোনেরাই কেবল ধর্ম ও ত্রুদ্যা বিষয়ের চর্চা করিতেন। তাহাদিগকে সকলে জ্ঞানী ও সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিত। আল্‌ফ্রেডও এই কুমণ্ড-স্কারহইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনি পুরোহিতদিগকে কৃতিত্ব অনুগ্রহ করিতেন। পুরোহিতেরাই তাহার গোপনীয় ও বিশ্বাস্য মন্ত্রী ছিল। তিনি বিকিঙ্গ মঠ ও সন্ন্যাসরাশয় প্রতিষ্ঠাগী মনুষ্যদিগের নিমিত্ত ধর্মশালা প্রস্তুত করিলেন, তন্মধ্যে আপনার সৈন্যবাহিনী ও মন্যাদাত্ত্বশ স্মরণার্থের নিমিত্ত এথেলিন্‌গেতে প্রথম মঠ নিৰ্মাণ করেন। যে জলা ভূম তাহাকে দিনমহারদিগহইতে লুণ্ঠায়িত রাখিয়াছিল, তথায়ও খুট পুতয়া তাহার উপর ধর্মশালায় কুটীর নির্মাণ করিলেন।

তিনি ডারহামের ধর্মাপ্যঙ্কে ও অন্যান্য মঠাধ্যক্ষদিগকে চিরকালের নিমিত্ত বিন্দুর ভূমির উপস্থিত ভোগ করিতে দিলেন, কিন্তু জ্ঞানিতে পারিলেন না যে, এই সকল বহুমূল্য দান পুরোহিতদিগের পক্ষে বিষতুল্য হইবেক। তাহারা ধনমদে মত্ত হইয়া একেবারে অহঙ্কার ও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইল।

আল্‌ফ্রেড যদিও ধর্ম বিষয়ে অতিশয় রত ছিলেন, তথাচ নাকি ঐশ্বর্য্যের নিতান্ত আবশ্যক, তাহা কখন বিস্মরণ হন নাই। সম্মান্য প্রজারা রাজাদিগের সরলাভ্যুৎকরণকে তাদৃশ মূল্যবান জ্ঞান করে না, কিন্তু বহিঃস্থ পুতাপ

শ্রী থাকিলেই যথেষ্ট সম্মান করে। আল্ফ্রেড তন্নিমিত্ত ভগ্ন প্রাসাদ সকল প্রস্তরদ্বারা পুনর্নির্মাণ করিতে লাগিলেন। পল্লীগ্ৰামস্থ বিরামাটালিকা সকলও বহুবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত করিলেন।

তিনি সুশৃঙ্খলতা অতিশয় ভাল বাসিতেন। আপনার গহাভ্যন্তরস্থ কার্য্য সকল অতি সুনিয়মে নিষ্পন্ন করিতেন। তাঁহার দাসেরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগ বৎসরে চারি মাস করিয়া কৰ্ম্ম করিত, অপর কএক মাস যথা ইচ্ছা তথা গমন করিতে পারিত।

আল্ফ্রেড কখন মৌনী হইয়া থাকিতেন না। তাঁহার চিত্ত সর্বদা প্রফুল্ল থাকিত। তিনি সংগীত বিদ্যার অতিশয় প্রশংসা করিতেন। রোম নগরে অবস্থান কালীন, তাঁহার গীত বাদ্য বিষয়ে বিলক্ষণ রুচি জন্মিয়াছিল, তজ্জন্য আপন সভায়, সাতিশয় খ্যাতি্যাপন্ন বাদ্যকর ও মনোহর গায়কদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিলেন। তিনি জানিতেন, নিয়ত পরিশ্রমদ্বারা মনের বৈরক্তি ক্রমে, অতএব কিয়ৎকাল আমোদ প্রমোদ করা নিতান্ত আবশ্যক।

আল্ফ্রেড অন্যান্য স্যাক্সনদিগের ন্যায় যুবকালে অতিশয় মৃগয়ারত ছিলেন। প্রাতঃকালীন শীতল সমীরণ সেবনে ও শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা এই আমোদ অতিশয় স্বাস্থ্যদায়ক হইত। তিনি মৃগয়াদ্বারা অনেক বন্য পশু হনন করিয়া, প্রজাদিগের বিস্তর মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় অস্ত্র নিক্ষেপ বিষয়ে কেহ তাদৃশ পারদর্শী ছিল না।

আল্ফ্রেড নানাধিষ ভূষণদ্বারা রাজসভার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। স্যাক্সন রাজাদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে প্রসিদ্ধ শিল্পকরদিগকে বেতনভুক্ত করিয়া, কলধর্ম ও বহুমল্য প্রস্তরভরণ সকল প্রস্তুত করান।

তিনি স্বয়ং ও এ বিদ্যায় এমন পারদর্শী ছিলেন যে, অন্য লোকদিগকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে পারিতেন। মহা সম্মারোহজনক উৎসব দিনের জাঁক জমক বৃদ্ধির জন্য, তাঁহার আদেশানুসারে একখানা অপূর্ব চাকচক্যশালী রাজমুকুট নির্মিত হইয়াছিল।

ম্যাক্সমন্ বংশীয় নরপতিদিগের মধ্যে আল্ফ্রেডই প্রথমে যোদ্ধকুলোনোপাধি প্রদান করি প্রথা প্রচলিত করেন। এই উৎকৃষ্ট উপায়দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছিল। রাজাদিগেরই কেবল এই যুদ্ধনৈপুণ্যের পুরস্কার প্রদান করিবার ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ছিল। ইহাতে রাজ-ভাণ্ডার হ্রাস হইত না, এবং ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে পীড়ন করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিবারও কোন আবশ্যক ছিল না। যুদ্ধজয়ী ব্যক্তিরা এই উপাধি লাভে স্বর্ণ ও রজতাপেক্ষা অধিক সম্ভাষণ জ্ঞান করিত। আল্ফ্রেড তাঁহার পৌত্র এথেল্‌সটানকে একটা বেগুনিয়া বর্ণের পরিচ্ছদ ও একখানা কাঞ্চন নির্মিত কোষযুক্ত কিরীচ দিয়া, এই যোদ্ধকুলোনোপাধি প্রদান করিলেন। এথেল্‌সটান তাঁহার পিতামহের আশা সকল সিফল করিয়া, পরে এক জন প্রবল প্রতাপ ও মহামানী নরপতি হইয়াছিলেন।

আল্ফ্রেড তাঁহার ঘৃদ্ধি ও জ্ঞান বিবিধ বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াও, কোন কার্যে স্খিণ্ণ হন নাই। পৃথিবীতে মহানুজ রাজা হইয়াছেন, কিন্তু কেহ তাঁহার ন্যায় অনায়াসে ও সতর্কতাপূর্বক এত ভিন্ন ২ কর্মের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এমন কোন কার্য ছিল না, যাহাতে সাধারণ অজ্ঞার কোন না কোন উপকার দর্শে।

আল্ফ্রেডের সকল চেষ্টার মধ্যে পরম পিতা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি উদাসীনদিগের ন্যায় বিশ্বপতির আরাধনা করিতেন বলিয়া,

কেহ তাঁহাকে এক্ষণে দোষার্পণ করিতে পারেন না, কারণ তৎকালে সেই রূপ প্রথাই প্রচলিত ছিল। এই দোষ পরমেশ্বরের নিকট বা মনুষ্যের চক্ষে দোষ বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না।

আল্ফ্রেডের সময়ে অন্যান্য নরপতিরা আন্তরিক স্বচ্ছন্দতা লাভের জন্য, রাজকাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত মঠমন্দিরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু আল্ফ্রেড তাঁহাদিগের অনুকরণ করেন নাই। তিনি সৰ্ব্বদাই প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধির নিমিত্ত রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতেন।

আল্ফ্রেড তাঁহার রাজস্ব সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এক ভাগ দরিদ্র মনুষ্যগণের এক্ষণে ধর্মশালা ও বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি মৎকার্য্যের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ছিল। অপর ভাগ স্বয়ং রাণিয়া সভানন্দ, শিল্পকর, ব্যবসায়ী ও যে সকল বিদেশীরা তাঁহার রাজ্যে অবস্থান করিত, তাঁহাদিগকে তুল্য অংশ করিয়া বিতরণ করিতেন। কৃষিগণ কর্তৃক জমাবৃত্ত রাজবৃত্তি ভূমির উপস্থিত হইতে রাজার ও রাজসভার ব্যয় নির্বাহ হইত।

সময় যে অমূল্য নিধি, ইহা আল্ফ্রেড বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। তিনি দিন রাত্রির মধ্যে অষ্ট ঘণ্টা লেখাপড়া ও দৈনন্দিন কার্য্যের ব্যয় করিতেন। অষ্ট ঘণ্টা আহাৰাদি বিশ্রাম জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অপর অষ্ট ঘণ্টা রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতেন। তৎকালে ঘটিকা যন্ত্র প্রচলিত না থাকায়, সময় নিরূপণ করা প্রথমে তাঁহার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু পরে তিস্তর চিন্তা করত একটি নূতন উপায় সৃষ্টি করিয়া, এই অসুবিধা নিরাকরণ করিলেন। তিনি যাজকগণদ্বারা রাজ্যহইতে প্রচুর মৌম সংগ্ৰহ করিয়া, তদ্বারা এমনতর পরিমাণে বাতী প্রস্তুত করিলেন যে, এদিবরাতিতে ঠিক ছয়টা করিয়া পুড়িত। এ সকল

বাস্তীর গায় অংশ অক্ষিত থাকিত, তদ্বারা অতি অল্প-
কালও বিলম্ব লক্ষিত হইত। কিন্তু কখনও বা তাহা সের
প্রবলতা প্রযুক্ত নিরূপিত সময়ের আগেও বাতী সকল
পুড়িয়া যাইত দেখিয়া, তিনি আর একটা ফলদায়ক
উপায় উৎপাদন করিলেন। শ্বেত বৃক্ষের কাটিয়া নমান
করত, এমনত পাচল্য করিলেন যে, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ
হইল, তদ্বারা আবৃত করিয়া ল্যানটান নিৰ্ম্মাণ করিলেন।
তাহাতে বিলম্ব নাহো নির্গত হইতে লাগিল, অথচ কোন
অসুবিধা ঘটিল না। তৎকালে কাচ এটালি ছিল না।

আলফ্রেড বাল্যকালে একটা ভয়ানক রোগাক্রান্ত হই-
য়াছিল। কিন্তু সৰ্ব্বদা পান্ন স্থানে উপস্থিত হইয়া,
এই রোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট
প্রার্থনা করিতেন। এক দিবস কর্ণওয়াল্ প্রদেশে মৃগসার্থ
গমন করিয়া, কোন ধর্মশালায় প্রবেশ করিলেন। তথায়
অন্টাঙ্গে প্রণাম পূরক পরমেশ্বরের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা
করিতে লাগিলেন, “হে জগৎপিতা পরমেশ্বর, আমার
এই ভয়ানক রোগের পরিবর্তে একটা অন্তরঙ্গ স্বামীর
পীড়া প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি মনুষ্যের অধিক
উপকার সাধন করিতে পারিব, এবং কেহ আমাকে
দেখিয়াও অবজ্ঞা করিতে পারিবেক না।” তিনি কুষ্ঠরোগ
ও অদৃষ্টত্বকে অতিক্রম ভর্য করতেন, কারণ এসকল
পীড়াক্রান্ত হইলে, আর কোন কার্য করিবার ক্ষমতা
থাকে না, এবং মনুষ্যেরাও যৎপরে নিমিত্ত ঘৃণা করে।
তাহার ভজনা সমাপ্ত হইলে, পুনর্বার ভ্রমণার্থে গমন
করিলেন। পথিমধ্যে ক্রমে পীড়ার বিলম্ব উপশম বোধ
হইতে লাগিল। কিন্তু কাল পরে বাহামার পরমেশ্বরের
নিকট দৃঢ়ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করায়, সম্পূর্ণ আরোগ্য
হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার বিরূহোৎ-

সর্বোপলক্ষে আমোদ প্রমোদ জন্য বিস্তর রাত্রি জাগরণ ও অনিয়মিত ভোজনদ্বারা পুনর্বার সেই রোগ প্রকাশ হইল। এই পীড়া তাঁহাকে কুড়ি বৎসর বয়সহইতে, চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিয়তই যন্ত্রণা দিয়াছিল। আল্ফ্রেড কখন সুস্থপূর্ণ আরোগ্যলাভ বাঞ্ছা করেন নাই। তিনি পরমেশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন বিষয়ে সান্তিশয় শঙ্কা করিতেন। পাছে যৌবনমদে মত্ত হইয়া কুকর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, এজন্য রোগগ্ৰস্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়মূখে বিরত হইতে প্রচুর যত্ন পাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, কোন সহনীয় সামান্য পীড়া হয়, লোকেও অবজ্ঞা না করে, অথচ দ্বিপুণ্ণের বিলক্ষণ শাসন করিতে পারেন।

আল্ফ্রেড পরম দয়ালু ছিলেন। এত অনিষ্টকর সংগ্রামেও তাঁহার অনুকম্পার কিঞ্চিৎমাত্র হাস হইয়া নাই। যদিও মিথ্যাশপথ ও বিশ্বাসঘাতকতা, তাঁহার উপকারের পুরস্কার স্বরূপ সর্বদা দৃষ্ট হইত, তথাচ অপরাধ মার্জনে তিনি কখনই ত্রুটি করেন নাই। অতি কষ্টলব্ধ জয়ের পরেও তিনি স্বাক্ষরদিগকে স্বেচ্ছাধীন দশ বার ক্ষমা করিয়াছেন, এবং আপনিও কখন কোন প্রতিহিংসাজনক কার্য্য করেন নাই। তিনি পরিবারদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। এক জন বিশ্বাসী ও সুখদায়ক স্বামী, দয়ালু পিতা, ও অনুগাহক প্রভু বালিয়া, তাঁহার বিশেষ খ্যাতি জন্মিয়াছিল।

যদিও আল্ফ্রেড তাঁহার জীবনের অধিকাংশই প্রজা-গণের রক্ষণার্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তথাচ বাল্যকালাবধি বিদ্যার প্রতি সান্তিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিতে কোন প্রকারেই অমনোযোগী হন নাই। তিনি ককেশাস্যাফসন্ ভাষাকে সুশ্রাব্য করেন। পুরাতন ব্যবস্থা, ইতিবৃত্ত ও স্বর্ণপুস্তক সকল এমন ভাব রাখিয়া অবিকল অনুবাদ

কল্পিয়াছিলেন যে, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরও তাঁহার তুল্য হইতে পারেন নাই। তিনি আপনার দৈব ঘটনাপূর্ণ জীবন-বৃত্তান্তও লিখিয়াছিলেন। তিনি যে বিষয়ের শেষ করিলে পারিবেন না জানিতেন, তাহাতে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন।

আল্ফ্রেড নিয়ত যন্ত্রণাভোগ ও বিষম বিপত্তিজনক জীবনযাপন করিয়াও, সৰ্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিতেন। কোন উদ্বেগ বা অবসাদ, তাঁহার স্থির অন্তঃকরণের বিরক্তি জন্মাইতে পারে নাই। এমত গুণ অতি অল্প ব্যক্তিরই দৃষ্ট হয়। সামান্য মনুষ্যেরা কোন স্বল্প কারণেই তু একেবারে মাতিশয় উদ্বেগ প্রকাশ করে। উৎপাত সময়ে মনের স্থিরতা রক্ষা করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা তাহারা কখনই জানিতে পারে না। আল্ফ্রেড দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াও কখন দুঃখিত বা সৌভাগ্য জন্য কৃতকার্যতায় উল্লসিত হন নাই। তিনি অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়া, মহা সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু সৰ্বদা আপনার গুণ বর্ণন বিষয়ে নিতান্ত নিস্তক থাকিতেন। তিনি অনেক বার আপনার জীবন শত্রুদিগের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া, প্রজাগণকে পলায়নহইতে নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমত শিষম সাহসিক কার্যকে দৈবায়ত্ত বা অপুংসনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার চিত্ত নিয়ত পরমেশ্বরেই অর্পিত থাকিত, এবং তাঁহারই উপরে সকল কার্যসিদ্ধির ভরসার্পণ করিতেন।

আল্ফ্রেডের বংশ অতি অল্পকাল মধ্যে ইউরোপের সীমা উত্তীর্ণ করিয়া, অন্যান্য দেশে গিয়াও উদ্ভীরমান হইতে লাগিল। সকল লোকে তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক মহামহিম আল্ফ্রেড বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে মহামহিম উপাধি নরপতির। কেবল চাটুকার সভাসদগণের নিকটহইতে প্রাপ্ত হইতেন। রোম নগরেও আল্ফ্রেডের গুণের বিলক্ষণ আদর হইতে লাগিল, যিরূশাল-

মের মহা ধর্ম্মাধ্যক্ষ, অনেক সাগরোপরে ইংলণ্ডবাসী
প্রজাদিগের রাজভক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেন। বিবিধ
দেহহইতে শিল্পকর ও বিজ্ঞ মনুষ্যেরা নিয়তই এই পরম
ধার্ম্মিক, পরম প্রাজ্ঞ ও পরম যোদ্ধা নরপতির নিকট
আগমন করিতে লাগিলেন।

এল্‌সউইদার গর্ভে আল্‌ফ্রেডর এডওয়ার্ড ও এথেল-
ওয়ার্ড নামা দুই পুত্র, এবং এথেল্‌ক্লেদা, এথেল্‌গিবা ও
এথেল্‌সউইদা নামী তিন কন্যা জন্মে। এডওয়ার্ড এক জন
পরম বিজ্ঞ রাজা ও ব্যৱস্থাপক হইয়াছিলেন, কিন্তু এথেল-
ওয়ার্ড কৃতবিদ্য হইয়াও যৌবন কালে অক্সফোর্ড নগরে
মানবলীলা মত্তরন করিলেন। মার্সিয়ার আর্নের সহিত
এথেল্‌ক্লেদার পরিণয় হয়। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর
তিনি বিদ্রোহী উত্তরবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া, স্বয়ং সমস্ত
বিস্তীর্ণ রাজ্যের আশ্রিত্য করিতে লাগিলেন। তিনিই
চেস্টার, স্টার্কোর্ড ও ওয়ারিক নামক নগর সকল স্থাপন,
ও ওয়েল্‌সের কিয়ৎ অংশ জয় করেন।

ক্লাম্বার্নের মহাক্রমতাপন্ন কাউন্ট বুলদিনের সহিত এ-
থেল্‌সউইদার বিবাহ হয়। বিখ্যাত জয়ী উইলিয়ম্ তাঁহার
এক জন পৌত্রী মাটিল্ডার পাণিগ্রহণ করেন। আর এক
দ্বিতীয় মাটিল্ডা দ্বারা তাঁহাহইতে প্লাণ্টিজেনেট বংশের
আদি হইল। এই বংশহইতে তিন শত বৎসর ইংলণ্ড শাস-
নের পর, টিউডর ও স্টুয়ার্টেরা জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রথম
প্লাণ্টিজেনেটের কন্যা তৃতীয় মাটিল্ডার সহিত হেনরি
সিংশের বিবাহ হওয়ায় উত্তর স্টুয়ার্ট ও প্লাণ্টিজেনেট
বংশের শোণিত মূল্য হইল। এই দুই পুরুষহইতে,
আল্‌ফ্রেডের মহাকুল ইংলণ্ডের প্রবলপ্রাধিপ্য অধীশ্বর
হইয়াছেন। পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে এক্ষণে নূতন আবি-
ষ্কৃত ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশও অনীম রনজ্য প্রদান করিয়া-

ছিলেন। তাঁহাদের রাজাধিরাজত্বের মধ্যে নাইজার ও ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে। সমুদায় ভারত রাজ্য আল্ফ্রেডের বংশকে মান্য করিতেছে। কিন্তু এ সকল দেশ অধিকারাপেক্ষা, তাঁহারা যে আল্ফ্রেডের ন্যায় শিল্প-বিদ্যা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা অধিকতর গৌরবভাজন হইয়াছেন। “যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে মস্তৃষ্ট করে, তাহার কৃপা পঞ্চাশৎ সংখ্যা অবশিষ্ট প্রাপ্ত হয়,” আল্ফ্রেড কর্তৃক এই বচনের বিলক্ষণ পোষকতা হইয়াছে।

ইতি তৃতীয় অধ্যায় ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

আল্ফ্রেড ও তাঁহার মন্ত্রী ।

আল্ফ্রেডের মন্ত্রী আমন্ড, ডেল্ নদীর তীরে, মস্ত পক্ষ-তৈর উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আরউইড যোদ্ধা ছিল। তিনি যৌবনকালে উদ্যোগী বীর পুরুষদিগের ন্যায় মল্লযুদ্ধে অদিশয় প্রিয় ছিলেন। তৎকালে তাঁহার কৃত্য সাহসীতা, ধান্ধ্যতা ও মৃগয়া নিপুণতাহই ছিল না। তিনি একাকী মহাত্ম্রোদ্রাস্তিও বনবরাহের গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতীত সাহস প্রদর্শন পূর্বক ছুরিকা দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদৌর্য করিতেন। তিনি সর্বদা সংগ্রামে সংগীত করিতেন, এবং পুরাতন বীরদিগের নাম শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের অনুকরণ উল্লাসিত হইত। তিনি আপনাদের কণ্ঠদ্বারা পিতৃমন্দির সমধিক লক্ষ্যশঃ করিবার জন্য বিলক্ষণ মচেষ্টা হিলেন।

উত্তরবাসীদিগের রাজপুত্র হেষ্টিংস্, বাইজেন্সিয়ম্ প্রদেশে যাত্রা করিয়া, ওয়ার্জান্ মৈন্যদলের অধ্যক্ষ হইলেন। ওয়ার্জান্ মৈন্যরাই কেবল তৎকালে অপগামী গ্রীকদিগের অবশিষ্ট ছিল। ইহারাই এই স্বা-
'মশীল' মহারাজ্যকে অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়া, এক প্রকার রক্ষা করিতেছিল। যুবী আমন্দ ও হেষ্টিংসের সহিত গমন করিয়া, ওয়ার্জান্ মৈন্যমধ্যে পরিগণিত হইলেন। তিনি বিবিধ বিশ্বাসি কার্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া, বাইজেন্সিয়ন্ জাতির বিস্তর উপকার সাধন করিলেন। তাঁহার বিদ্যার প্রতি অতিশয় অনুরাগ ছিল। তিনি প্রচুর যত্ন সহকারে গ্রীকদিগের পুরাবৃত্ত, রাস্তাভার ও রাজ্যের শাসনপ্রণালী ও পুরাতন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা অভ্যাস করিলেন।

হেষ্টিংস্, বাইজেন্সিয়মে ইউডক্লিয়া নামী এক নবীন যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার সখী সুন্দরী থিওফেনের সহিত নবীন আমন্দের অতিশয় প্রণয় জন্মিল। তিনি এই পরম রূপ লাবণ্যবতী গ্রীক রমণীর মনোহর প্রকৃতি ও মৃদু মন্দগতি সন্দর্শন করিয়া, একেবারে মোহিত হইয়া-
ছিলেন। এক দিবস নীল ও সবুজদিগের মধ্যে কোন বি-
দ্রোহ উপস্থিত হওয়ার, বিপ্লবের থিওফেনের পিতাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমন্দ অবগত করিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ভগহস্থ হইয়া, অসীম সাহস প্রকাশ পূর্বক শত্রুদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভীক-
সভাব সম্মুখ বাইজেন্সিয়নের তদীয় প্রবল প্রতাপ নিরী-
ক্ষণ করিয়া, প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। আমন্দ জয়ী হইয়া উদ্ধারিত পিতাকে সুন্দরী থিওফেনের হস্তে আনিয়া অর্পণ করিলেন। থিওফেন তাঁহার এই মহৎ গুণ অপরিশোধ-
নীয় বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে তাঁহার পাণিগ্রহণ করি-

লেন। আমন্দও এই যুবতীর প্রণয়ভাজন হইয়া, পরম সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কোন কারণবশতঃ বাইজেন্সিয়ন্ রাজবংশ অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইল। হের্টিংস্ তরবারি ধারণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি যত্ন পাঠিয়াও রক্ষা করিতে পারিলেন না। আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও স্বপ্নশয় হইল। তখন পলায়ন ভিন্ন আর কোন উপায় না দেখিয়া, তত্রস্থ বন্দরে আসিয়া দেখিলেন, একজন বই তরী নাই; তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্ত্রী, আমন্দ, ও সুন্দরী থিওফেনের সহিত সেই অর্গবপোতো-পরি আশ্রয় করিলেন। ভাগ্যক্রমে নিষ্কট নদীর মুখে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, স্বীয় দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন, পশ্চিমধ্যে কোন বিপদ ঘটিল না।

উক্ত দেশের নিত্য অসমান ও অনুর পক্ষ সমূহের দৃশ্য গ্রীক সুন্দরীর পক্ষে অত্যন্ত অসুখকর হইল। তিনি এখানে বাইজেন্সিয়মের তুল্য মনোহর ভাল বীণা কুত্ৰাপি সন্দর্শন করিতে পারিলেন না। বাণ্যকালে ঐশ্বর্যশালী অটালিকায় অবস্থান করিয়া, এক্ষণে পুকাণ্ড প্রস্তুত নির্মিত কুঁড়ায় ঘরে দিনযাপন করিতে হইল। হেথায় শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত পৃথিবীর শোভা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফসলের সময় সুস্বাদু দুগ্ধ উৎপন্ন হয় না, এবং গ্রীস দেশীয় নির্বিধি বর্ণযুক্ত ফলসমূহও বৃক্ষে পরি-
রাক্ষ্য করে না। কোমলস্বভাব সন্মুখা ইউডক্লিয়ার চক্ষে পৃথিবী যেন শোকসচক পরিচ্ছদাচ্ছাদিতা বোধ হইতে লাগিল।

হের্টিংস্ ইউডক্লিয়ার অত্যন্ত প্রণয়মত্ত প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন, গ্রীক দেশ কোমলতর দেশ সকল জয় করিয়া তাঁহাকে শাসন করিতে দিবেন। তিনি তজ্জন্য তাঁহাকে ও থিওফেনকে লইয়া ক্রলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিম্ফিট্ দুর্গে হেফিংসের স্বপরিবার যে প্রকারে আল্ফ্রেডের হস্তগত হয়, তাহা একবার অগ্নে কথিত হইয়াছে, ~~কিন্তু~~ আর তাহার বিশেষ উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। 'হেফিংস্ এই অমঙ্গলবাহী শ্রবণ করিয়া যৎপরো-
ক্ষাস্তি ক্রোধান্বিত হইলেন। এবং সাহসী আমন্দ্রও সুন্দরী থিওফেনের বিরহে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহানুভব আল্ফ্রেড তাঁহাদের অশ্রমার্জন করিলেন। তিনি গ্রীক রমণীদিগের নিকট উপাস্ত হইয়া কহিলেন, “তোমরা গভীর স্বামীদিগের নিকটে গমন কর, এবং দিনমারদিগকে অবগত করাও, আমি স্ত্রীলোকদিগের সহিত সংগাম করি না। আমার প্রজাদিগকে যাহারা পীড়ন করে, তাহারাই আমার শত্রু, তাহাদের সহিত বন্ধুতা করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।” আল্ফ্রেড গ্রীক সুন্দরীদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ বিদেশীয় রূপে মুগ্ধ হইল না।

হেফিংস্ আল্ফ্রেডের এই সদ্যবহারে আরও দ্বিগুণতর বিরুদ্ধতাচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমন্দের মনঃ তাদৃশ নীচ নহে, তিনি থিওফেনকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। প্রিয়াকে যে আর আলিঙ্গন করিতে পারিবেন, তাহার এমন আশা ছিল না; কিন্তু আল্ফ্রেড কর্তৃক এই অটিন্তিত পূর্ব বিময়ের সফলতা হওয়াতে, তিনি তাঁহার সহিত মৌছদ্যতা করিতে নিতান্ত অভিলাষ করিলেন। থিওফেনও তাঁহার নিকট, আল্ফ্রেড যেরূপ সত্য প্রকাশ পূরক ইংরাজ সৈন্যগণের অসভ্যতাচরণ হইতে মুক্ত করিয়া, কারাগার ক্লেশ লাঘব করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দিনমারের যখন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে

প্রত্যাগমন করিতে বাধিত হইল, তখন আমন্দ নিঃশঙ্কায় আল্ফ্রেডের রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, “হে পরম ধার্মিকবর ইংলণ্ডাধীশ্বর, আপনকার গুণকে আমি শত বার ধন্যবাদ করি, আপনি এক্ষণে অনিচ্ছায় এক জন যোদ্ধা পাইলেন, আমি হেষ্টিংসের বন্ধু আমন্দ, কিন্তু যদ্যপি আমাকে গ্রহণ করেন, তবে আপনারও হইব।” আল্ফ্রেড আমন্দের নাম শ্রুত ছিলেন; তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, “আমি তোমার মৌহন্য গ্রহণ করিলাম, তুমি অদ্যাবধি আমার মৌভাগ্যের ভাগী হইলা।” রাণীও অমনি গাত্রোত্থান করিয়া থিওফেন্কে আলিঙ্গন করিলেন। আল্ফ্রেডের সভা দম্ভতীদিগের চিরসুখের আধার হইল। আমন্দ রাজার সহিত যুদ্ধ মাঝেই গমন করিতেন, এবং সর্বদা নরপতির প্রতি লক্ষিত অস্ত্র নিষ্কারণার্থ সর্বদা বদ্ধ পাতিয়া দিতেন।

আল্ফ্রেড যাবদীর শত্রুগণের হস্তহইতে মুক্ত হইয়া, নিয়ত প্রজাবর্গের মঙ্গলোন্নতির নিমিত্ত যত্নবান হইলেন। আমন্দও সতর্ক হইয়া, ঐ ব্যবস্থাপকের প্রত্যেক উদ্যোগের অনুবর্তী হইলেন। তিনি বাইজেন্সিয়ম, রোমান, ও গ্রীক সাম্রাজ্যের ব্যবস্থার সহিত ইংলণ্ড দেশের শাসনপ্রণালীর ভারতম্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি এই সকল দেশের ইতিবৃত্ত বিলক্ষণ অঙ্গগত ছিলেন। তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া ইংলণ্ডের শাসনরীতির দোষ সকল বাহির করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কুলীনদিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। তাহাদের নিকটে সমুদ্রায় জাতি ঘণ্যরূপে অবস্থান করিতেছে।

আমন্দ বহুকাল পর্য্যন্ত আল্ফ্রেডকে এই দোষ অবগুত করাইবার নিমিত্ত যত্নশীল ছিলেন। রাজাও শ্রবণ করিতে ভাল শাসিতেন। অবশেষে জন কএক কুলোনের বিশ্বাস-

স্বাতন্ত্র্য জন্য তাঁহার ক্রোধানল প্রবল হইয়া উঠিল। আল্ফ্রেড তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া মার্জনা করিলেন। তিনি আমন্দের সহিত প্রাসাদ সন্নিগত কোন নির্জন স্থানে গমন করিয়া, বিদ্রোহী কুলীনদিগের দমন বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, “অম্মি প্রজাগণকে পৃথিবীস্থ যাবদীয় বস্তুর অপেক্ষা ভাল বাসি ও যে কোন প্রকারে ইংলণ্ডকে সুখী করিতে পারি, তাহার অণুমাত্রও ত্রুটি করি না, তবে যে তাহারা আমার প্রতি তাদৃশ ভক্তি প্রদর্শন করে না, ইহার কারণ কি?” আমন্দ নতশির হইয়া কহিলেন, “আল্ফ্রেড কি তাঁহার প্রিয় দণ্ডের বচন শ্রবণ করিবেন? তিনি কি মনের ভাব সকল প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন? ইংরাজেরা অন্য জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। অসমতুল্য শাসনরীতিই তাহাদের কৃতঘ্নতার প্রধান মূল। যে স্থলে তুল্য ভার নাই, সেখানে লঘু পক্ষীয়েরাই মাতিশয় অসন্তুষ্টিতা প্রকাশ করে। আপনার কুলীনেরা অতিব ক্ষমতাপন্ন তাহারা ব্যবহার অধীন নহে, ও সাধারণ প্রজারা অতি সামান্য; তাহাদের ও কুলীনদিগের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ নির্দিষ্ট আছে। কুলীনেরা আর এক সোপান আরোহণ করিতে পারিলেই রাজা হয়, এবং ঐ সোপান যদবধি প্রস্তুত না হইবেক, তাহারা কখনই স্থির হইতেক না। যদিপি সাধারণ প্রজারা তাহাদের প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে কুলীনদিগের দৃষ্টি প্রাধান্য থাকিত না, ও তাহারা এত অকুতোভয়ে উর্দ্ধে পক্ষোদ্ধোষন করিতে পারিত না। আমন্দ বহুকাল সংসারাবলোকন করিয়াছেন, তিনি স্বাধীন উত্তরবাসীদিগের শাসনরীতি বিলুপ্ত অধগত আছেন; ম্যাক্সনেরাও পূর্বে স্বাধীন ছিল; কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষেরা ইংলণ্ড জয় করিয়া, রাজত্বের বাগডোর

কুলীনদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা সাধারণ প্রজাদিগকে কৃতদাসের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, অক-
তাপরাধে দণ্ড করে।”

আল্‌ফ্রেড প্রিয় বন্ধুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সান্তি-
শয় সন্তোষ প্রকাশ পূর্বক উত্তর করিলেন, “হে সখে,
তুমি পূর্ব দেশ সকল বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াছ, যাহাতে
ইংলণ্ডের শাসনপুণালীর উন্নতি সাধন হয়, তাহার কি-
ঞ্চিৎ বর্ণনা কর।”

আমন্দ বলিলেন, “আমাদিগের নিকটস্থইতে বিস্তর
অন্তর পূর্ব দেশে মহাক্রমতাপন্ন চীন নামে এক রাজ্য
আছে। তথাহইতে পট্ট অর্থাৎ রেশম ভারতবর্ষের নীহা-
রারূপ পর্বতসমূহের উপর দিয়া, ভাগীরথীর মূলদেশ অতীত
করত, পারস্য দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়; তথাহইতে
বাইজেন্সিয়ম ও কন্‌ পুভতি ইজিয়ান্‌ সাগরস্থ দ্বীপট্যের
বণিকেরা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এই রেশম এক প্রকার
গুটিপোকাহইতে উৎপন্ন হয়, তদ্বারা বহু মূল্য বস্ত্রাদি
নির্মিত হইয়া থাকে। থিওফেন্‌ এই রেশম কর্তৃক বৃদ্ধি
কর্য্যযুক্ত এক থানা অবগুষ্ঠিকা প্রস্তুত করিতেছেন, সম্পূর্ণ
হইলে সুন্দরী এলিস্‌ উইদাকে অর্পণ করিবেন। চীনরাজ্য
বিবিধ শিল্পবিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম ও অসংখ্য মনুষ্যের জন্মস্থান।
সুখসম্পন্ন কাথের সহিত তুলনা করিলে, পৃথিবীর অন্যান্য
দেশ সকল কেবল থান একক কুড়িয়াঘর যুক্ত অরণ্য বোধ
হয়। আমি এই সকল বিষয় এমত লিখিকৃৎগণের নিকটস্থইতে
অবগত হইয়াছি, যাহারা সর্বদা ভারতবর্ষস্থ চীনব্যব-
সায়দিগের সহিত ব্যাপার করিয়া থাকে; এবং তথাহইতে
এ লিঙ্গ জাতি উৎপাদিত সামগ্রী সকল বাইজেন্সিয়ম
নগরে আনয়ন করে।

“চীনেবা নিঃসন্দেহ সর্বাঙ্গে সভ্য হয়। যখন বনবাসী

গ্রীকেরা অপহরণ ও বৃক্ষচ্যুত ওক্ নামক ফল সংগ্রহকারী জীবিকা নির্বাহ করিত, তখন তাহাদের পরিণামদর্শী ব্যবস্থাপক ও উপযোগী শিল্পবিদ্যা সকল দৃষ্ট হইত। কাথে তাহাদের সুপ্রণালীর আদিস্থান। বাদশাহ তাহার প্রজা সকলের পিতা। এক জন পিতা যেমন পরিবারস্থ সমুচ্চয় সম্বানদিগকে শাসন করেন, তিনিও তদনুরূপ। লক্ষ্য প্রজারাও তাঁহাকে জনকের ন্যায় মান্য করে। তিনি সকল মর্যাদার মূল। তাঁহার চক্ষে সকল প্রজাই সমান।

“চীনদিগের মর্যাদা কুলীনপ্রথা প্রচলিত নাই। সকল আজ্ঞা বাদশাহ কর্তৃক উদ্ভব হইয়া ক্রমশঃ উচ্চ, পরে নিম্নপদাভিষিক্ত ব্যক্তিরা বিদিত হইলে, সামান্য কৃষকের নিকট গমন করে। এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে এই সকল অনুজ্ঞার আপত্তি বা দীর্ঘনূরতা প্রদর্শন করিতে সাহস পায়। কেহই জন্মানধি সাধারণ প্রজাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা লাভ করিতে পারে না। এই দেশে এক জন ঋষির বংশীয় লোকেরাই কেবল কুলীন বলিয়া জানিত আছে। এই ঋষি, প্রায় ষোড়শ শত বৎসর অতীত হইল, যৎকালে পিথেগোরস্ অসভ্য গ্রীকদিগকে ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ইন্দ্রবজ্র বিষয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও তখন চীনদিগকে ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করিতেন।”

আল্ফ্রেড অগ্রে এমন কেশন জাতির বিষয় শ্রবণ করেন নাই, যাহাদিগের মধ্যে কুলীনপ্রথা অতি বিরল। তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, “হে প্রিয় মুহুদ আমন্দ, বোধ হয় তবে চীনের অত্যন্ত ভীকৃষ্যভাব সম্বন্ধ ইহাবেক, কারণ মানবোধই কেবল জীকৃষ্যশাকে অন্যথা করিতে পারে, এবং এই বোধ যেমন কুলীনদিগের মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান আছে এমনি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহাদিগের নিকট অতি সামান্য অপমান অসহ্য ও দর্য্যা-

দাহীন জীবন ভারজ্ঞান বোধ হয়। এতদ্বির তাহারা সামান্য চিন্তাহইতে মুক্ত। তাহাদের শরীর যেমন অস্বা-
রোহণে সুদৃঢ় হয়, তেমনি তাহাদের হস্তও খড়্গ ধারণে
কঠিন হইয়া থাকে। মৃগয়াদ্বারা তাহাদের রণপ্রবৃত্তি
জন্মে, এবং জয়ই তাহাদের এক মাত্র শ্রম ও জীবনের
প্রধান তাৎপর্য। নিঃস্ব. কৃষক স্বীয় ভরণপোষণ জন্য
আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া
যায়। সে নিরন্তর নম্রভারে অবস্থান করিতে অভ্যাস করায়,
কখন বীরপুরুষদিগের মহাভীলাষ অনুভব করিতে পারে
না। সে লীচ কর্মের শিক্ষা পায়, শত্রুদিগের মধ্যে মহা-
তেজস্বী হয় তাড়নপূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করা কি তাহার
সাধ্য? আমি অনেক বার অবলোকন করিয়াছি, আমার
কুলীনেরাই সকল মৈন্যের শক্তি।”

আমন্দ উত্তর করিলেন, “হে স্বরম বিজ্ঞবর ইংল-
ণ্ডাধিপ, আপনি তো গ্রীকদিগের ইতিবৃত্ত অবগত আছেন।
তাহাদিগের মধ্যে কুলীন প্রথা প্রচলিত ছিল না, তথাচ
এক জন স্পার্টান প্রজার অপেক্ষা কেহ কখন অধিক
সাহসী হইতে পারে নাই। তাহারা কুলীনপুত্র বলিয়া
পরিচয় দিত না, স্বীয় দেশের নাম উচ্চারণ করিয়াই যথেষ্ট
গৌরব করিত। মানবোধ এক শ্রেণীমধ্যে নিরূপিত হইলে
কোন ফল দর্শন না, এবং ঐ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা কখন
অনেক হইতে পারে না; কারণ তাহারা নিম্নপদস্থ লোক-
দিগের যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমে প্যাজিত ধনের অংশ
লইয়া, আলস্য রূপে বৃথা কালক্ষেপ করে। সেই শাসন-
প্রণালীই অতি উৎকৃষ্ট ও সেই সকল জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা
অধিক ক্রয়, যথানে সমুদায় প্রজার মানবোধ আছে।
তথাকার প্রত্যেক নগরবাসী সৈন্যাদ্যক্ষের ন্যায় জয় জন্য
ব্যগ্গাভিশয় প্রকাশ করে। কুলীনপ্রথা প্রচলনাতার চীন

দিগের ভীত হইবার মূলীভূত নহে; অন্যান্য কারণও আছে। তাহারা অধিকাংশই দোকানী ও শিল্পকর। অনেকের অবয়ব সকল অচরিত্বকন্মে নিযুক্ত থাকায় প্রায় অবশ হইয়া গিয়াছে। তাহারা সর্বদা প্রথর বাতাস বা প্রহরী বদলি হইবার নিরুপিত সময় সহ্য করিতে পারে না। তাহাদিগের ভীত হইবার আর একটীও কারণ আছে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তাহাদিগকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করে। তাহাদের প্রকাণ্ড রাজ্য কশাঘারা শাসিত হয়। অত্যন্ত বিখ্যাত চীনেও সামান্য দণ্ডের অধীন; সুতরাং তাহাদের সাহস ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাহারা কেবল জীবনোপায় ও সামান্য ইন্দ্রিয়মুখ অনুসন্ধান করে, মান সমুদয়ের অপেক্ষা রাখে না। চীনদিগের রাজ্য সংগ্ৰাম-পেক্ষা শান্তির অধিক উপযুক্ত। ইহার সম্রাট আর বিস্তর জয় প্রত্যাশা করেন না; তাহার পূর্বপুরুষদিগের যে অসীম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। অন্যান্য জাতিরাও চীনদিগের ন্যায় মুখ সমৃদ্ধি সন্ধান হইবার আশয়ে, ইচ্ছা পূর্বক তাহার বশীভূত হইতে চায়, কিন্তু তিনি তাহাতে বরঞ্চ অসম্মতি প্রকাশ করেন।

“যাহা হউক এই বৃহৎ রাজ্য অত্যন্ত মুখ সম্ভোগ করিতেছে। কোন মহৎ ব্যক্তি রাজপ্রতিকূলাচরণ করিতে সাহস করেন না, করিলেও কোন ক্ষমতাপন্ন কুলীন নাই যে তাহার পক্ষ হয়। তিনি যেমন সম্রাটের মর্যাদাহ্রাসের সূত্রপাত করেন, অমনি আপনারও প্রাণহিন্যের পথ প্রদর্শন করিয়া দেন। এক জন ইংরাজ রাজা সমুদায় কুলীনদিগকে বিরক্ত মা করিয়া, কখন তাহাদের মধ্যে এক জনের দণ্ড প্রদান করিতে পারেন না। তাহারা এক জনের অপমান হইলে, সকলের অধিমান সম্ভাবনা জ্ঞান করে।

“চীনদিগের যুদ্ধোপযুক্ত সাহস নিতান্ত আবশ্যক নহে।

তাহাদের প্রতিবাসী অন্যান্য জাতিরা ছিন্নভিন্ন হইয়া বাস করে; বোধ হয় তাহারা নিরুপিত সীমার প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু রাজ্যের কোন সামরিক অনিষ্ট করিতে পারে না। ইতিবৃত্তের আদি অবধি এই চীনরাজ্য অজেয় হইয়া আসিতেছে। কত রাজবংশ, লোপ হইল, কত শত রাজপুত্রেরা সিংহাসনারোহণ করিলেন, কিন্তু কখন কোন বিদেশীয় ভূপতি এই রাজ্যে আসিয়া আধিপত্যস্থাপন করিতে পারিলেন না।

“চীনদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা দেওয়া উচিত। যদ্যপি আমরা প্রাচীনকালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখনও তাহাদিগকে সুস্বভাবসম্বল, পরিশ্রমী ও অসংখ্য লোক যুক্ত জাতি বোধ হয়। শিল্পবিদ্যা ও ব্যবস্থা কখন তাহাদের মধ্যে অপ্রচলিত ছিল না। বিবিধ শস্য ও প্রবল-পুতাপ রাজপুত্রেরা জন্মগুহণ করিয়া, প্রজাবর্গের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

“কিন্তু হে সরলহৃদয় ইংলণ্ডাধিপতে, আমি সন্দেহে অপরিমিত ক্ষমতাপ্রিয় নহি। আমি জন্মাবধি এক জন অনধীন গৃহ। আমি আপনাকে শাসনক্রম বিবেচনা করিয়া, সম্মানহেতু আপনাকে বশীভূত হইয়া আছি; নতুবা কখন এক জন রাজপুত্রের অধীন হইতাম না। আমি অপরিমিত ক্ষমতার হয় সকল দোষ-প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, তাহা আপনার নিকট বিদিত করিব।”

কিয়ৎকাল পরে থিওফেন, অ্যাম্দের সহিত রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এক খানা মনোহর উজ্জ্বল বুটা কুম্বের পুষ্প ও বিবিধ জন্তুর প্রতিমূর্তিযুক্ত রেশমের অবলম্বিকা সুন্দরী এলস্ উইদাকে অর্পণ করিলেন। ঐ অবলম্বিকার বর্ণ একরূপ পুরিপাটী হইয়াছিল, যে প্রকৃত ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিকট হইবার সম্ভাবনা নাই। রাণী ঐ

সুন্দর বস্ত্রের ও শিল্পবিদ্যার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তিনিও মনোহারিণী গ্রীক রমণীকে পারিতোষিক দিবার জন্য ফ্লাগার্মহইতে এক থানা উৎকৃষ্ট মসিনার সূত্র নির্মিত বস্ত্র আনিয়ন করিলেন। উহার তত্ত্ব সকল একরূপ সূক্ষ্ম কাটা হইয়াছিল যে, মনুষ্য হস্ত নির্মিত কলিয়া নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। আল্ফ্রেড বলিলেন, “আমাদের নিহারী দেশে উৎকৃষ্ট প্রকৃত বস্ত্র পাওয়া অতি দুর্লভ; মনুষ্যের বস্ত্রের উপর সকল বিষয় নির্ভর করে। কিন্তু পরি-শ্রম এখানে সকলের মুখবৃদ্ধিও পৃথিবীর উর্বরতা উৎপাদন করিয়া, যথেষ্ট ধনোপার্জন করিতে পারে।” বৃথিওফেন্স রাণীদত্ত বস্ত্রের বিস্তর গুণ বর্ণনা করিয়া, কহিলেন, “আমি শিল্পবিদ্যার, আদি স্থান বাইজেন্সিয়মেও একরূপ উৎকৃষ্ট পদার্থ অবলোকন করি নাই।”

আল্ফ্রেড আমদের সহিত পুনর্বার কথোপকথন করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। আমন্ড বলিলেন, “হে প্রজাবৎসল ইংলণ্ডেশ্বর, স্বেচ্ছাচারী নরপতিদিগের কৈশিক প্রজাই সুখী নহে। আমাদের রাজসভানুগৃহীত হওয়াই বৃথা। যে স্থানে অপরাধ ব্যতীত, নরপতির ইষৎ, আভ্যুদয়ার্থি যথেষ্ট অপমান সম্ভাবনা, সেখানে কে স্বচ্ছন্দতাপূর্বক ঐ অনিশ্চিত সুখ সম্ভোগ করিতে পারে?”

“এক জন উত্তম রাজা অবশ্যই তাঁহার প্রজাদিগের মঙ্গল জন্য সকল ক্ষমতা নিয়োজিত করেন। তিনি সকল দাস-দিগের প্রতি মনোযোগ দেন, এবং কখন অতি সামান্য প্রজার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেন না। স্যাক্সন্ বংশের প্রথমাবস্থায় এই রূপ নরপতির জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরা সিংহাসনা-রোহণোপযুক্ত কোন সৎকার্য সম্বাদন করা নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ক্ষমতাকে আত্মনাদিগের

মনোভিলাষ সিদ্ধের উপায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার। মনোহারিণী যুবতী রমণীগণদ্বারা প্রাসাদ সকল পরিপূর্ণ করিলেন। প্রজাবর্গের কল্যাণানুসন্ধান জনসময় নিয়োজিত করা উচিত, তাহা কৌতুকাদি দর্শনে অনর্থক যাপিত হইতে লাগিল। লীলা পরিহাসই তাঁহার। দিগের এক মাত্র কর্ম ছিল। তাঁহার। দূর্ভাগ্য ছিন্নমূল্যদিগের বা উপপত্তীদিগের পরামর্শানুসারে কার্য্যকারকগণকে মনোনীত করিতেন। এই সকল কার্য্যকারকেরাও কেবল আপনাদের সুখসমৃদ্ধি ও মহিমা বর্দ্ধনার্থ বিশেষ যত্ন পাতিত, এবং অধীনস্থ লোকদিগকে আপনাদের অভিষ্ট সিদ্ধির প্রয়োজক বোধ করিত। অতি সামান্য অথচ অত্যন্ত কর্মণ্য নগরবাসীরা যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াও, অনাহারে দিনপাত করিত। এমতে রাজসভাসদেবী, বিচারপতিরা ও রাজকার্য্যকারকেরা অত্যন্ত দর্প ও জাঁক জমকের সহিত কালহরণ করিতে পারিতেন। প্রজারা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পরমেশ্বরের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিতে লাগিল; এবং অবশেষে, হৃদয়ই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। বর্দ্ধনেচ্ছুক মনুষ্যেরা ক্রমে তাহাদের অধ্যক্ষ হইলেন, এবং অসীম সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সুখে রত, জঘন্য কাপুরুষদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, প্রজাদিগকে অসহ্য ভারহইতে মুক্ত করিলেন।

“অপরিমিত ক্ষমতাপেক্ষা কিছুই বিপদজনক নহে। যিনি এক বার বক্রমুখ পুদর্শনদ্বারা দাসের প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং সর্দ্ধকিনাশক শব্দগুণে জাগ্রত করিয়া দেন। যিনি ব্যবস্থার সাহায্য না লইয়া দণ্ডবিধান ও ইচ্ছানুসারে নির্বাসন করেন, এবং দৃষ্টান্ত কার্য্যকারকদিগের কর্ম সকল স্কণ্ডিত রাখেন, তিনি কেবল আপনাদের

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সমুদায় ক্ষমতা নিয়োজিত করেন। যখন তাঁহার রিপুগণ প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহারিগণকে সাম্বনা করিবার নিমিত্ত তিনি সম্ভ্রান্তা রমণীদিগের পাতিব্রত্য, দরিদ্রদিগের ধন, দেবালয়ের সঞ্চিত অর্থ, বিচারপতিদিগের সন্মান, ও প্রজাবর্গের যথাসম্বল অপহরণ করিতে যত্ন পান। তিনি অনাবশ্যক যুদ্ধদ্বারা প্রজাদিগের রুধির পাতন করেন; বিবিধ ঐশ্বর্যশালী অটালিকায় নগরবাসীদিগের সংস্থান হ্রাস করেন, এবং সকল লোকের অন্নের প্রতিহতা হইয়া, সামান্য উৎসব, আমোদ প্রমোদ, ও ভোজাদি উপলক্ষে বিস্তর ধন অপব্যয় করেন। আল্ফ্রেড তো অবগত আছেন, যাহারা বাল্যকালে উত্তম হইবার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহারাও অপরিমিত ক্ষমতাশালী হইয়া, রোমরাজ্যের অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে। পরমেশ্বরই কেবল সর্বাঙ্গ, অপরিমিত ক্ষমতা তাঁহাতেই সমুবে; কিন্তু দোষী মনুষ্যেরা কখন তাহাদের অভিলাষমতে কার্য্য করিবেন না।

যেমন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী নরপতিদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করণে প্রতিবন্ধকতা প্রদর্শন করিতে সাহস করেনা, তেমনি তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রী, সৈন্যাপেক্ষ, বিচারপতি ও কর্মসম্পাদকেরাও স্বেচ্ছামতে রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করে। ক্রমে হু. সমুদায় জাতি ক্ষমতাপন্ন মনুষ্যদিগের অসহ্য গুরুতর ভারের অধীন হয়, এবং অতি সামান্য ব্যক্তিই প্রায় ঐ ভারকর্তৃক মর্দিত হয়, কারণ সে কাহাকেও পীড়ন করিতে পারে না।

“এমত নরপতিকে কেহই ভাল বাসে না। তিনি বিবেচনা করেন, পরমেশ্বর, তাঁহার আজ্ঞা সম্বাদনার্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৃজন করিয়াছেন। প্রজারা ভয় ও অশঙ্কার সহিত প্রাসাদ পুতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এবং কখন তাহাদের

ভূপতির রক্ষার্থ যতুবান হয় না। অবশেষে এক জন সা-
হসিক রাজদ্রোহী জন কএক ডাক্তারিত সৈন্য লইয়া, পরি-
ত্যক্ত রাজবাটী আক্রমণ করে। তখন কোন প্রজারী,
তাহাদের দুঃখের মূলভূত নরপতির সাহায্যার্থ অগ্নিসর
হয় না। আমি স্বয়ং দুর্ভাগ্য মাইকেলকে সিংহাসনচ্যুত
হইতে দেখিয়াছি। তিনি রাজ্যের মঙ্গল সাধনে দৃষ্টি রাখি-
তেন না; সর্বদা ধন অপব্যয় করিতেন; এবং মুরাপানে
মত্ত হইয়া, প্রজাদিগের, প্রতি কর্তব্য কর্ম বিস্মৃত হইয়া
যাইতেন। অবশেষে এক জন অতি সামান্য প্রজা, তদীয়
উৎকৃষ্ট গুণদ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রাপ্ত হইল। এক দল
হুসৈন্য তাহার পক্ষ হইল। তাহার ওয়্যার্মজার্মদিগের
অস্ত্র পরিবার অগ্নেই মাইকেলকে বিনষ্ট করিল। আমরা
যৎপরোনাস্তি যত্ন পাইয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারি-
লাম না। এই রূপ প্রকারে কন্টাক্টাইন্ও সিজারদিগের
উত্তরাধিকারী জন কএক দম্ভার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ
করিলেন। প্রজারা তাহার মরণে এত অল্প হৃদয়াক্ষিত
হইল যে, কেহই অশ্রুপাত বা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
করিল না। কোন বিপণি রুদ্ধ বা কার্যের প্রতিবন্ধক হইল
না। ঘণ্টা কএক পরেই সকল বাইজেন্সিয়ম বাসীরা সম্মুখ
বেজিলিয়মের দীর্ঘায়ুর নিমিত্ত জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।
যদ্যপি মাইকেল স্বীয় প্রজাপ্রণের কল্যাণ সাধনে যতুবান
হইয়া ব্যবস্থাপীত হইতেন, তাহা হইলে বেজিলিয়ম কখন
ই তাহার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিত না।
কিন্তু এক জন স্বেচ্ছাচাৰী নরপতি একটা উল্টাভাবে স্থিত
শুণ্যকৃতি স্তম্ভের ন্যায়, তাহার সমুদায় গুরুতর ভার অধঃস্থ
হলের উপর পতিত হয়, একটা সামান্য বাতাস ঐ অন-
র্থক ইম্বরাতকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেক তাহার আ-
শ্চর্য কি?

“প্রপীড়িত প্রজা প্রায় কখন খড়্গ ধারণ করে না। সে মনের দুঃখ মনেই প্রকাশ করিয়া, দাসত্বাধীন হইয়া থাকে। হয় তো ধম্ম চিন্তাচারা তাহার কিঞ্চিৎ কষ্টোপশম বোধ হয়, কিম্বা এক দল বেকনভোগী সৈন্য তাহাকে ধৈর্য্যামলম্বন করিতে বাধ্য করে।” ব্যবস্থাপন নরপতি, স্বেচ্ছাচারী ভূপতি অপেক্ষা শতগুণ সুখী। তাঁহার কর্ম-করুরকেরা, তাঁহার নিকট রাজ্যের সত্য সম্বাদ বর্ণনা করে। তাঁহার ভদ্র প্রজারা কখন অন্যায় অনুজ্ঞা মান্য করে না। তিনি স্বয়ং ব্যবস্থার অন্যথা করিয়া, বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা আশঙ্কা করেন। একে সকল ক্ষমতা তাহাকে শাসিত করে বটে, কিন্তু তাঁহার রক্ষারও মূলভূত হয়। তিনি আবিচার, গুণানুগেব যথাসর্বস্ব হরণ, বা দাসগণের প্রাণদণ্ড বিধান করেন না; কারণ মনে জানেন, এরূপ করিতে গেলে, আপনীর সম্মুখ নষ্ট ও অনিবার্য্য প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইবেক। তিনি দূরদর্শিতা দ্বারা বিলক্ষণ অবগত হন যে, যে সকল প্রকার শাসনাদেব প্রভব প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে, তাহারাই কেবল আজ্ঞার অধীন হয়; এবং ঐ স্নেহ উপাধ্বর্জন্য ও আদর্শকে সুখী করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আপনি কপাল, নায়পরতন্ত্র ও পরিশ্রমী না হইলে, কখনই সে রূপ সম্ভবে না।”

অল্ফ্রেড উত্তর করিলেন; “আমি দেখিতেছি আমন্দ কুলীনদিগের ক্ষমতার পক্ষ নহেন, এবং স্বেচ্ছাচারী নরপতিদিগকেও ভাল বাসেন না; কিন্তু তিনি কি এমন কোন শাসনপ্রণালী অবগত হইছেন, যাহা দ্বারা সকলই সমান মর্য্যাদা সম্বোগ করিতে পারে, কেহ রাজ্যজ্ঞা লঙ্ঘন প্রভৃতি কর্তৃত্বাতিক্রম করিতে পারে না, ও প্রজারা প্রপীড়নহইতে রক্ষা পায়? আমি ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছি, যে দেশে এক জন ধার্ম্মিক মনুষ্য শাসন করেন, সেই রাজ্যই

নর্কোৎকৃষ্ট; কিন্তু যথায় অনায়াস ও অপহারক, দণ্ড-
ধর আধিপত্য করেন, তথাকার প্রজারা নিতান্ত অসুখী
রাজকীয় ব্যাপারের প্রধান কর্তারা কুপথগামী হইলে,
শাসনপ্রণালীদ্বারা কোন ফল দর্শে না।”

আমন্দ, নতশির হইয়া প্রত্যন্তর করিলেন, “আল্ফ্রেড
সত্য ভাল বাসেন, এবং উহা তাঁহার মতের বিপরীত
হইলেও শ্রবণ করিতে যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া
থাকেন। যিনি প্রকৃততা অব্বেষণ করেন, তাঁহার যত্ন কখনই
বিফল হয় না। মনুষ্য কর্তৃক যে সকল ব্যাপার সম্ভব
হয়, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ; তথাচ প্রজাদিগের চরিত্র ও
নরপতিদিগের প্রভুত্বের উপর শাসনপ্রণালীর বিলক্ষণ
কর্তৃত্ব আছে।

“আমি অপরিসীম ক্ষমতার দোষ পরীক্ষা ও দর্শন
করিয়াছি। আল্ফ্রেডের হস্তে উহা পরমেশ্বরদত্ত গুণস্বরূপ
বোধ হইতেছে; কিন্তু সংসারে আল্ফ্রেডের তুল্য ব্যক্তি
পাওয়া সর্বদা দুর্লভ। এক জন ব্যবস্থাপকের পরিণাম-
দর্শিতাদ্বারা, পিতার চতুরতা ও পরিশ্রমোপার্জিত বিষয়
সকল উচ্ছেদক সন্তানহইতে রক্ষা পায়। ইহাতে রাজ্যের
অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজপুত্রের ইচ্ছার উপর প্রজাদিগের ভাগ্য
নির্ভর করে না। অনেক পরম জ্ঞানী ও পরম ধার্মিক
নরপতিরা অকালে কালগুণে পতিত হইয়া, নাবালক
সন্তান রাখিয়া যান; সেই সকল সন্তানেরা এমত স্ত্রীলোক
বা সভাসদগণ কর্তৃক শিক্ষিত হয়, যে তাহারা কেবল
সর্বদা কুপথ অব্বেষণ করে। অযোগ্য ব্যক্তির স্বাধীন
হইলে, কখনই মঙ্গল হয় না। আমি দেখিয়াছি, কোন
জাতি অত্যন্ত লম্ব ও ভদ্র ছিল; তাহাদের মধ্যে প্রধান
ব্যক্তিরা, তাবৎ প্রভুত্ব হস্তগত করিয়া, রাজ্যকে এমত
গোলমালে ফেলিয়াছিল যে, এক দল বেতনভোগী সৈন্য

অনায়াসে রাজকার্য্য অবরোধ করিল; এক লক্ষ কুলীনেরা অনর্থক বসিয়া রহিলেন, কিছুই করিতে পারিলেন না। অকস্মেৎ ব্যবস্থা সকল দোষাপেক্ষা দ্বিগুণতর নিকৃষ্ট হইল, এবং রাজবিদ্ৰোহই এই সকল নিয়মের বিপরীত ফল দর্শিতে লাগিল।

“ক্রমে ২ ঐতিহাসিক নরপতিরা এই রাজ্যের অশোধনীয় দুর্বলতা অবগত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা যেমন পিতার দিময় সম্ভানেরা বর্জন করিয়া লয়, সেই রূপ সেই রাজ্য আপনাদিগের মধ্যে নির্বিবাদে অংশ বন্টিয়া লইলেন। কল্লভু কুলীনদিগের পাঞ্চে প্রথমে ব্যবস্থানুসারে কন্যা করা অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে বিদেশীয় ক্ষমতার অশ্রম হইল, থাকিতে হইল। নর চারত্রয়ী নিম্নরূপ নরপতিরা এক পদাশ্রয় জাতির দুভাগ্যব কারণ নহে, উহা কেবল নিকটঃ শাসনপদ্ধতীহইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই।

“এক জন জ্ঞানী ব্যবস্থাপকের উচিত কল্পনা এই যে, তিনি রাজ্যের যাবদংশ অংশ সকল রূপে বিবেচনা করিয়া, কোন পাঞ্চে লয় না কোন পাঞ্চে ক্ষমতর ভার্য্যপণ না করেন। সাধারণের মধ্যে এক মূলহইতে উৎপন্ন হয়। যে দেশে এই রূপ শাসনরীতি প্রচলিত আছে, তথায় প্রধানতঃ পরমভক্তি কর রাজশাসনের পরিবর্তনদ্বারা প্রজারা বিনষ্ট হয় না; এবং নগরবাসীদিগের ধন সম্বন্ধিও অধিকতর ক্ষমতাপন্ন জাতিদিগের আক্রমণহইতে রক্ষা পায়।”

আলফ্রেড বলিলেন, “আমন্দ এক জন চিকিৎসকের ন্যায় আশ্রিত উন্নত শীতল, ও শীতলকে উত্তপ্ত, শীতলকে দদ, ও দৃঢ়কে কোমল করিবার উপযুক্ত ঔষধ আবেষণার্থ সপ্রমাণ করিতেছেন। তিনি অনায়াসে আ-

মাকে এই ঔষধের পরম উপকারিতা অবগত করাইতে পারিবেন, কিন্তু ঐ ঔষধ প্রকাশ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ।”

আমন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “প্রকৃতি আমাদিগের ঝাবদীয় রোগের উপযুক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সন্নিহিতে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন; মনুষ্যের কর্তব্য কর্ম ঐ সকল ঔষধ অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হইয়া ব্যবহার করে। যেন শাসনপ্রণালীদ্বারা সাধারণ দুঃখহইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা প্রথমে জার্মান ও অন্যান্য উত্তর-বাসী জাতিহইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে রোমানদিগের পূর্বে চরক্ষিয়ার্ণরাও ইহা অবগত ছিলেন, এবং অদ্যাপি ক্বাণ্ডিনেডিয়া রাজ্যে প্রচলিত আছে। ম্যাক্সনেরা ঐ শাসনপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আল্ফ্রেডের উচিত উহা পুনরায় স্থাপিত করিয়া পূর্বপুরুষদিগের ন্যায় স্বাধীন, যুদ্ধক্ষম, ও শত্রু দমন হউন।

“এক সামান্য রাজ্যে রাজার আবশ্যকতা নীহি, প্রজারাই সমুদায় শাসনকার্য নিৰ্বাহ করিতে পারে; কিন্তু প্রকাণ্ড রাজ্যের বিস্তর কার্য থাকায়, বহুবিধ শাসনকর্ত্তা ভিন্ন কখনই সেই সকল কার্য নিষ্পন্ন হয় না। ঐ রাজ্যে আরও নানাবিধ পদ থাকে, তদ্বারা নগরবাসীরা বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিয়া, ব্যবহার বিলক্ষণ আদর্ভাব প্রদর্শন করান। বহুসংখ্যক সৈন্য রক্ষা করণেও ক্রমে আবশ্যক হয়, এবং ইহাব্যাহি অতি শীঘ্র নগরবাসীদিগের উপর সাধারণ ভাষণিক্য বৃদ্ধিকরে।

“একটা মহৎ জাতি তজ্জন্য এক জন নরপতি কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। তিনি স্বয়ং সৈন্যগণ প্রতি অনুজ্ঞা, অন্যান্য জাতির সহিত কার্য নিষ্পন্ন, এবং যুদ্ধ ও শক্তি স্থাপন প্রভৃতি কর্ম সকল নিৰ্বাহ করিবেন। তাঁহারই কেবল

বিচারপতিদিগকে নিযুক্ত করিবার ও সকল প্রকার মর্যাদা প্রদানের ভার থাকিবেক। তাঁহার সম্মতি ভিন্ন কখনই কোন ব্যবস্থার পরিবর্তন হইবেক না। তাঁহাকে প্রজারা রাজসভার শ্রী রক্ষার্থ ও গুণযুক্ত ব্যক্তির উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদানার্থ ধন যোগাইবেক। তিনি যেন নির্বিবাদে স্থায় রাজ্য উত্তরাধিকারীকে অর্পণ করিয়া যাইতে পারেন, কারণ যে দেশে ইচ্ছা দ্বারা নরপতি মনোনীত হয়, তথাকার রাজপুত্রদিগের শাসন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়, এবং সিংহাসনের বাহ্য উজ্জ্বলতা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

“নরপতির কলেবর অবশ্য পবিত্র হইবেক। কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারিবেক না, কারণ তদীয় মঙ্গলেই রাজ্যের কুশল। যে ব্যক্তি রাজাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, সে সমুদায় জাতির গৌরব বিনষ্ট করে; যেহেতু রাজাই সকল সামাজিক সম্মুখের প্রতিনিধি।

“কিন্তু কেবল ব্যবস্থাই অবশ্য রাজাকে রক্ষা করিবেক। তিনি আপনার বিচার আপনি করিতে পারেন না, তাঁহার ক্ষমতা প্রত্যেক নগরবাসীর অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, যদিও তিনি কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিরক্ত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহার যথাসম্বন্ধ হরণ বা তাহার প্রাণ বধ করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি অতি শীঘ্র এক জন দৌরাভ্যাকারী ও স্বৈচ্ছাচারী নরপতি হইয়া উঠিবেন। ব্যবস্থা দ্বারা কুৎসাকারীদিগের আক্রমণ হইতে নরপতিকে রক্ষা করা মঙ্গলভাবে কর্তব্য, কারণ উহারা প্রজাদিগের মনে নরপতির প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া রাজ্যকে বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলে। নিম্নফেরা প্রথমে অল্পে অল্পে উদ্ধারিত হইয়া দেয়, এবং যখন অনেকের মনঃ কুসংস্কারাবৃত হয়, তখন ঐ অধি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া

উষ্ট। রাজ্য দুর্বল ও সহস্র ব্যক্তির দূর্দশাগুস্ত না হইলে কখনই এক জন ভূপতি সিংহাসনচ্যুত হন না।

“ইতিবৃত্তে বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায় বটে যে, মন্দ ভূপতির উত্তম নরপতিদিগের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা লাভ করেন, এবং ততোধিক পরিমাণে সাহায্যও পাওয়া থাকেন। ধার্মিক রাজাকে অনায়াসে অকুরণ কলঙ্কিত ও প্রজাদিগের নিকট সৎকারী করা যায়। তিনি প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি সহ্য করেন, পরে আর ঐর্ষ্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, অতি বিলম্বে ব্যতীত সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। যখন অধিকাংশ নগরবাসীদিগের মনঃ কুসংস্কারাবৃত হয়, তখন তাহারা তুর্দীয় প্রাদুর্ভাব লাঘব করিতে বিশেষ যত্ন পায়। মন্দ নরপতি, বিচারপতিগণদ্বারা ব্যবস্থাকে জয় করিবার বিবিধ উপায় প্রাপ্ত হন। তিনি ভীকৃদিগকে প্রতিহিংসার দৃষ্টান্ত দর্শন করাইয়া, ক্রয় করিয়া রাখেন; এবং লোভীদিগকে ধনদান ও বর্দ্ধনেচ্ছুকদিগকে সম্মানদ্বারা বশীভূত করেন। ধার্মিকেরা যে সকল উপায় অবজ্ঞা করেন, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে কেবল মনুষ্যাগণের মিত্র একেবারে ভুক্ত হইয়া যায়। ইহা তন্নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক যে, উত্তম নরপতি ব্যবস্থাকর্তৃক রক্ষিত ও প্রজাদিগের চক্ষে সম্মানিত হইবেন, এবং দণ্ডভয়ে কখনই কুৎসা অগুস্ত হইতে পারিবেক না। প্রজারা যত স্বাধীন হইবে ততোধিক পরিমাণে ঐ রক্ষা আবশ্যক, কারণ ইহা ভিন্ন রাজ্যের সূক্ষ্মাল রূপে রাজ্যশাসন করা নিতান্ত অসম্ভব।”

আল্ফ্রেড কিপ্লিং হাস্য করিয়া কহিলেন, “বোধ হয় আমন্দ আমার মৃত্যুর পর যশের নিমিত্ত অগ্রে সাবধান করিয়া দিতেছেন; কিন্তু তিনি কি তখন মন্তের দণ্ডদায়ক

সিংহাসনাধিকার বিষয়ে চ্যুত হন? এবং সেই সীমাই বা কোথায়, যাহা অতিক্রম করিতে গেলে, প্রজারা তাঁহাকে সিংহাসনহইতে নিপতিত করে? এক জন ভূপতির দোষ সকল, বৃহত্ত্ব বিষয়ে বিলক্ষণ বিভিন্ন, তাহা আমন্দ বিম্বরণ হইয়া গিয়াছেন, এবং প্রজারাও এমন ক্ষমতাবান বিচারপতি নহে যে, তাহারা ঐ সকল দোষ সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিতে পারে। যদ্যপি প্রজারা নরপতির সামান্য দোষে ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোন রাজাই সুদৃঢ় হইবেক না, কারণ প্রত্যেক ভূপতিই দোষ করিয়া থাকেন। অনেকই স্বীয় অভিল্যাব পূরণার্থ, বা কুসংস্কার বশতঃ রাজার বাস্তুবিক গুণ সকলকে দোষ বলিয়া জ্ঞান করে। যদ্যপি আমরা রাজা ও প্রজার মধ্যে একরূপ বন্দোবস্ত নিরূপিত করি যে, রাজারা নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে ইচ্ছাধীন কালাবধি রাজত্ব করিতে পারিবেন, ও উহার বিপরীত কাব্য করিলেই, প্রজারা তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিবেক, এবং ঐ রূপ বন্দোবস্তই যদি সকল রাজ্যের মূল্যের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে এমন ভূপতিদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কেহই নাই। যে সকল প্রজারা নিয়তই অত্যাচার ও কুখিরপাতনদ্বারা এক জন নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অন্য আর এক জন ভূপতিকে মনোনীত করে, তাহারাও পরম অসুখী তাহার সন্দেহ নাই।

“কিন্তু যদ্যপি কোন দণ্ড আশঙ্ক্য না করিয়া, নরপতিরা তাঁহাদের প্রজাদিগকে অনায়াসে প্রপীড়ন করিতে পারেন; যদ্যপি কোন ব্যক্তি সাধারণের শান্তিভঞ্জন ভয়ে, তাঁহাদের অত্যাচার অবরোধ করিতে চেষ্টা না পায়; যদ্যপি তাঁহারা দারুণ কর নিরূপিত করিয়া, নিঃস্বদিগের অত্যন্ত আবশ্যকীয় জীবনোপায় সকল গ্রহণ করেন; যদ্যপি তাঁহারা স্বৈচ্ছাক্রমে প্রজাদিগের জীবন নাশ, বা নিরপ-

রাধীদিগের দণ্ডবিধান করেন ; যদ্যপি তাঁহারা, মানী নগরবাসীদিগের সমুদয় ও মর্যাদা নষ্ট করিতে উদ্যত হন ; যদ্যপি তাঁহারা সত্যপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে তপ্তলৌহ-দ্বারা দণ্ড করিয়া, অপমানিত করেন ; তাহা হইলে কি এক জন অন্যায়ী মনুষ্যের জন্য লক্ষ মনুষ্যেরা কষ্ট ভোগ করিবেন ? গরমেশ্বর কি এক জনের নিমিত্ত এই অসংখ্য মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ? স্বাধীন নগরবাসীরা কি মেঘের ন্যায় তাহাদের হত্যাকারীর পদানত হইবেন ? এমন স্থলে একটা মধ্যমাবস্থা তন্নিমিত্ত অন্বেষণ করা নিতান্ত আবশ্যিক, যাহা দ্বারা প্রজারা রাজার প্রতি প্রতিকূলচরণ করিতে না পারে, ও নরপতিরাও প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে সক্ষম না হন ; কিন্তু এমন মধ্যমাবস্থা কি আমন্দ অবগত আছেন ?”

আমন্দ উত্তর করিলেন, “হে বিজয়র আল্ফ্রেড, যখনও এই সীমা সূক্ষ্মরূপে নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত সুকঠিন, তথাচ এক প্রকার করা যাইতে পারে । চীন প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র জাতিদিগের মধ্যেও একরূপ সীমা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । রাজস্ব ও মূল্যের ব্যবস্থা সকল সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত ভিন্ন এই সীমা অবগত হইবার আর উপায় নাই । যদ্যপি নরপতির কর সংগ্রহের ক্ষমতা না থাকে, অথচ তিনি কর ধার্য্য করেন ; যদ্যপি তাঁহায় সীমার অধিকার নাই অথচ ইচ্ছানুক্রমে প্রজাদিগকে কারাবদ্ধ বা তাহাদের প্রাণদণ্ড করেন ; যদ্যপি তিনি এমন সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে সচেষ্ট হন, যাহা ভুল ব্যক্তির বা প্রজাদিগের অতি-নিষিদ্ধা কখনই গ্রাহ্য করেন না ; যদ্যপি তিনি কোন দণ্ড রহিত করিবার জন্য ইচ্ছামতে ব্যবস্থাপক সমাজ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মের ক্ষমতা লাগব করেন ; যদ্যপি তিনি রাজ্যে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের দৃঢ়তা ও স্বেচ্ছা মত প্রকাশের

প্রতিরোধ করেন; যদ্যপি তিনি দেশের মূলীয় ব্যবস্থার অন্যথা কারতে প্রবৃত্ত হন; তথা হইলে তিনি সমুদায় প্রজার স্ত্র হইয়া উঠেন। তাহাদের প্রতিনিধিরা তাঁহাকে পুনর্বার ব্যবস্থাপন কারিতে অবশ্যই সচেষ্টিত হয়।

“যত দিন তিনি মূলীয় ব্যবস্থাক্রমণ না করিয়া কেবল মাত্র দোষী হন; যত দিন তিনি কুমত্ৰীদিগের পুরামশানুসারে শুদ্ধ রাজ্যের অপকার করেন; যত দিন তাহার রাজকায় নিষ্কণ্ঠের উৎকৃষ্ট উপায় সকল বর্জিতে ভ্রম হয়; যত দিন তিনি নিষ্ঠুর না হইয়া কেবল দুর্বলতা প্রকাশ করেন, তত দিন তিনি শুদ্রব্যক্তি ও প্রজাদিগের নিকট হইতে আপত্তি প্রাপ্ত হন, এবং রাজ্যের অন্যান্য ক্ষমতাশীল মনুষ্যেরাও তাহার আবেদন নিষ্পত্তি সমাধা কারিতে দেয় না। কিন্তু এক জন রাজাকে স্বেচ্ছাসন্মত করিয়া মৃত্যু দৌষ। যখন দেশপরিভ্রাণার্থ আর কোন উপায় দৃষ্ট না হয়, তখনই কেবল এই কুকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যিক।

“তহা মনুষ্যের পক্ষে কৃতব্য” বোধ করিতে হইবেক যে, কেহ একেবারে অসূয়ার শেষ সীমা প্রাপ্ত হয় না। নীতি শাস্ত্রের অনুরোধে ও কুকর্মের ফলভাগ ভয়ে, মহা সম্মত হইতে পাপের অগাধতাতে পতিত হইতে বাধ্য হয় না, এবং মহৎ অপকার সকল ক্রমশঃ চেষ্টিত হয়। এজন্য মধ্যবিৎশাসনপ্রণালীতে, এক জন নরপতির কুক্তিয়া সকল, বিশেষঃ আপত্তি, ক্ষমতা প্রকাশের বিধিবৎ ব্যাঘাত, সাধারণের অবজ্ঞাচিহ্ন ও কুমত্ৰীদিগের প্রতিরোধ প্রদর্শন প্রভৃতি দ্বারা সর্বদা প্রতিরুদ্ধকতা প্রাপ্ত হইতে পারে। সুশাসনপ্রণালীযুক্ত রাজ্যের প্রজাদের কদাচ রাজার বিপক্ষে ভ্রান্তধরন করিব্যর আবশ্যিক হয় না; তাহার জন্য তাহারা সময়বিশেষে প্রণয় দিতে ও কর্তব্য জ্ঞান করে। কিন্তু যে দেশে মূলীয় ব্যবস্থা নাই, সকলের সমান ভার

নাই, ও সমুদায় জাতিই পতনোন্মুখ, তথাকার প্রজারাই কেবল ঐ নিষ্ঠুর নরপতির কৃধির পাতনদ্বারা আপনাদিগের নিষ্কিন্তুতা অব্বেষণ করিতে বাধিত হয়।

“বাইজানসিয়ম রাজ্যে এই রূপ ঘটিয়াছিল। তথায় রাজার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিবার কোন সীমা ছিল না। ব্যবস্থার, সাহায্য ব্যতীত তাঁহার অভিলাষ সকল সম্মাদন হইত। তাঁহার দৌরাভ্যাকে কিছুতেই বাধা দিতে পারিত না। কিন্তু তদনুরূপ প্রপীড়িতের মনোবেদনা হইতেও তিনি কখন রক্ষা পাইতেন না। তাঁহার সভাসদগণেরা, অপমানের সহিত তাড়িত, ও সৈন্যাদ্যক্রেরা, সকল মর্যাদাচ্যুত হইয়া জানিতে পারিল যে, রাজবিদ্রোহ ও বশীভূততা উভয়েই সমান বিপদ সম্ভাবনা; ব্যবস্থা বা প্রজাদিগকে ভয় করিবার কোন আবশ্যক নাই; রাজাই কেবল তাহাদের একমাত্র শত্রু। তাহারা স্বজন্য আপনাদিগের মনকে কঠোর পড়িবার অগ্রে দৌরাভ্যাকারী ভূপতির হৃদয়ে শূল বিদ্ধ করিতে সাহস করিল।

“এক মধ্যবিৎ শাসনপ্রণালীতে কুলীনত্বই দ্বিতীয় কর্তৃত্ব। বোধ হয় আল্ফ্রেড আমার প্রতি সন্দেহ করিতে পারেন যে, আমি কুলীনদিগের পক্ষ নহি, কিন্তু তাহা হইলে আমি আপনার যিপক্ষতাচরণ আপনিই করিতেছি; কারণ আমি স্বয়ং ঐ কুলীন বংশে জন্মগ্ৰহণ করিয়াছি। কুলীন প্রথা গ্রীকদিগের বা সভ্য মিসরবাসীদিগের বা জ্ঞানী চীনদিগের সৃষ্ট নহে; উহা অতি অল্প পরিমাণে রোমরাজ্যে প্রচলিত ছিল। কুলীনের পরাক্রম কেবল উত্তর প্রদেশেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় এক জন বিক্রান্ত বীর প্রথমে কুলীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র, পৌত্রাদিরা তদীয় পথানুবর্তী হইয়া, পরে পুরুষানুক্রমে সংগ্রামই কেবল তাহাদের একমাত্র ব্যবসায় করিয়াছিল। যখন রণসংক্রান্ত সাহসের

আবশ্যকতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন সাধারণ ব্যক্তিরা, এই সকল বোরপুরুষদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতে আরম্ভ করিল। সামান্য প্রজারা পশুপালন বা ক্ষেত্রখনন-দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত, অস্ত্র শস্ত্রাদির ব্যবহার জানিত না, সুতরাং বৈরীগণ অতি অল্পই শঙ্কিত করিত, এজন্য যাহারা দেশরক্ষার নিমিত্ত সাতিশত সাইন প্রকাশ্য করিতে লাগিল, তাহারাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মর্যাদা প্রাপ্ত হইল।

“কুলীনদিগের ক্রমশঃ অধিকতর দৃঢ় ও সীমাবদ্ধ হইয়া উঠিল, যখন প্রথমে শেষ রোমান ও বাইজ্যানসিয়ম সম্রাটেরা, তাহাদের বোদ্ধাদিগকে ১৩২ ভূমির উপস্থিত ভোগ করিতে দিলেন। তখন তাহারা সর্বদা সংগ্রামদ্বারা দেশ রক্ষা করিবেক, এই প্রতিজ্ঞার অন্তর্য জাতিদিগের সীমানার নিকট অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদের সন্তানসন্ততিরা অন্যান্য নগরবাসীদিগের উপর বিশেষ ক্রমতা প্রকাশ্য করিবার জন্য এক ২ অনুকরণীয় সম্মতিও প্রাপ্ত হইল।

“কুলীন ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের মর্যাদা আরও ক্রমশঃ বিভিন্ন হইয়া উঠিল, যখন যুদ্ধসম্মুখী ব্যক্তিরা অন্যান্য রণবিমূঢ় জাতিদিগকে জয় করিয়া, তাহাদের ভূমি সকল আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইল। তাহারা কেবল এমন সকল পরাজিত ব্যক্তিদিগের, শ্রাণদানে সম্মত হইল, যাহারা যাবজ্জীবন তাহাদের নিমিত্ত কৃষিকর্ম করিবেক বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। সুতরাং জয়ীরা অনায়াসে মৃগয়া ও সুখসম্ভোগ করিতে বিশ্রাম স্বমর্থ হইল। এইরূপে সারমেসিয়ানরা কুলীন হইয়াছিল। তাহাদের দাসেরা ইউরোপ ও আসিয়ার উত্তর সীমানা বাস করে। এই সকল দেশ আমি বহুকাল ভ্রমণ করিয়াছি।

“সকল প্রকার নীচ বৃত্তি অবলম্বনে অনিচ্ছা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি

রোধ, শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্তির উৎসাহ, ও পূর্বপুরুষদিগের বি-
বিধ গুণ থাকায় মনোমধ্যে গৌরব জন্মান প্রভৃতি কএক
বিষয়ে কুলীনত্ব রাজ্যমধ্যে অবশ্য ব্যবহার্য্যমীয় হইতে
পারে। কুলিনেরা ধনহইতে যেক্ষিপ স্বাধীনতা ও আব-
শ্যকতা সন্নিবেশ করে, তাহা এক জন শিল্পী বা ব্যবসায়ী
কখনই করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের এই সকল
ক্ষমতা এক জন বিজ্ঞ ব্যবস্থাকর্তা কর্তৃক এমন রূপে নি-
য়োজিত হওয়া উচিত যে, তাহারা সর্ব প্রকারে রাজ্য-
রক্ষা ও রাজার সহায়তা করিতে পারে, অথচ সামান্য
ব্যক্তির কোন মতেই প্রপীড়িত না হয়।

“আল্ফ্রেড তাহার দাসকে সত্য কখনে অবশ্যই স্বাধী-
নতা প্রদান করিবেন। তাহার স্যাক্সন্ কুলীনদিগের বিস্তর
ক্ষমতা আছে। তাহারা ক্রমে রাজ্যের মহাবিপদজনক
হইয়া উঠিয়াছে। শাসনপুণালিহইতে সম্ভবনীয় যে
সুখেৎপন্ন হইতে পারে, তাহা কেবল উহঁরাই সন্নিবেশ
করে; সামান্য প্রজারা তাহার কিছুই জানে না। তাহারা
সম্মানিযুক্ত পদ প্রাপ্ত হয় না, ও ইচ্ছাপূর্বক আপন বি-
ষয়দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল সাধনেও নিহন্ত অক্ষম, কারণ
কুলীনদিগের উপর সকল করদার্যের ভার আছে; তাহারা
আপনাপর্মে ইচ্ছামতে সামান্য প্রজাদিগের নিকটহইতে
অধিকতর রাজস্ব আদায় করিতে যত্ন পায়। সমুদায় ভূমি
কুলীনদিগের বিষয়, ও সকল গ্রাম্যপ্রজা তাহাদের কৃষক।
অধিক কি, সামান্য ব্যক্তিদিগের জীবন ও তাহাদের বিবা-
হাদি এই সকল কুলীনদিগের অনর্থক অভিলাষের উপর
নির্ভর করে।

“কুলিনেরা রাজার পক্ষে ও তুল্যরূপে বিপদজনক। সকল
অস্ত্র শস্ত্র কেবল তাহাদেরই হস্তে থাকে। তাহারা প্রথমে
সৈন্যবর্গকে আদেশ দিয়া, তদনন্তর রাজাকে অবগত

করায়। তাহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সকল মৈত্র্য
আহার বিহীন হইয়া পড়ে; রাজা তাহার কোন উপায়
হিঁর কারতে পারেন না। যদ্যপি নরপতি কোন সুদীর্ঘ
কার্য্য করেন অমনি সমুদায় কুলীনরা অপমান বোধ কারয়া
তৎক্ষণাৎ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। সম্মান্য
প্রজারা কুলীনদিগের নিকটস্থিত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়, সুত-
রাং তাহারা উহাদের সহায়তা করিয়া, রাজার প্রতি
বিরুদ্ধাচরণ করিতে অবশ্যই যত্নবান হয়।

“কুলীনদিগের বিচার করিবাবও তাঁর আছে। তাহারা
যুদ্ধ ও মর্গাদি ভিন্ন অন্য কোন কাৰ্য্য অবগত নহে, সুতরাং
ব্যবস্থার অঁপান না হইয়া, আপনাপন চক্ষুামতে কৰ্ম্ম
সমাপন করেন। এক বিশেষ প্রকার জন্য সামান্য প্রজারা
আরও কুল নদিগের দশা ভূত হয়। তাহারা কুলীনদিগকে
অসম্মত করলে যথোচিত দণ্ড, ও পৈরিতুষ্ট্য কারলে ইষ্ট-
সাধন সাধন বিবেচনা করে।

“এক জন উর্দা ব্যবস্থাপক কর্তৃক কুলীনদিগকে এমন
পাদ স্থাপিত করা আবশ্যক যে, তথাস্থা কিংবা তাহারা
রাজ্যে, বাহ্যিক ও প্রজাগণের ব্যবস্থায়নীয় হইতে
পারে। রাজাদিগের উপর প্রভুতার ভাবাপণ করা কোন
মতেই বিধে নহে। তাহারা জমিদার, কনক, ও রাজার
সহিত বিনিময় বিষয় চুক্তি করে, তদ্বারা তাহাদের বিচারের
প্রতিপাদিত আরো বৃদ্ধি পায়। তাহারা লেখা পড়া জানে,
ব্যবস্থা বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ, ও যথেষ্ট মোকদ্দমার
সম্মানস্বত্বান্নে বিশেষ তৎপর, তাহাদিগকেই বিচারপতি
করা সম্বতোভাবে কর্তব্য। যে জিলায় বিচারপতির কোন
সম্মতি বা উপস্থিতি থাকে, তথায় তাহাকেই নিযুক্ত করা,
কোন মতেই উচিত নহে, কারণ রাজার তাহার সুবিচারের
অনেক শিল্প তা জানিতে পারে।

• “বাল্দিগের প্রতি যে রূপ যুদ্ধ বিষয়ক ক্ষমতা নির্দিষ্ট আছে, তাহাও বিশেষ পারমাণে লাঘব করা নিতান্ত আবশ্যক। যোদ্ধারা রাজার ও দেশের উপকারার্থ, কিন্তু কখনই আল্দিগের জন্য নহে। সহস্র সৈন্যশাসনের ক্ষমতা কুলীনদিগের উপর অর্পিত হইলে, বিশেষ ফল দর্শে বটে, কিন্তু সৈন্যাদ্যক্ষ ও সেনাপতিরা অবশ্য নরপতি কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত, এবং পিতার সংগ্রাম মর্যাদা কখনই পুত্র প্রাপ্ত হইবেক না, কারণ কেহ ২ জন্মাবধি ভীত ও দুর্বল হইয়া থাকে, ও কেহ ২ অস্থিরতা প্রযুক্ত অন্যায় ও দুর্য়তি হইয়া যায়।

“সামান্য সৈন্য ও সেনাপতিরা অবশ্য রাজা, ভিন্ন আর কাহারও অধীন হইবেক না। রাজাই কেবল যুদ্ধের অনুশীলনে আজ্ঞা ও সৈন্যদলের স্থানান্তর গমনে অনুমতি প্রদান করিবেন, এবং এই সকল সৈন্যদিগকে ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা প্রতিপালন করিয়া, অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সজ্জিত রাখিবেন। যাহাতে এক প্রবৃত্তি দ্বারা দেশীয় সমুচ্চয় সৈন্যের মানসিক তেজ বৃদ্ধি হয়, ও তাহার এক অভিপ্রায়ে আবদ্ধ থাকে, তাহাই করা সর্ব্বোচ্চভাবে কর্তব্য।”

আল্ফ্রেড মনোযোগপূর্ব্বক আমন্দের মন্তব্য কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার প্রকৃতি বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি পারে এই উক্তি করিলেন যে, ক্ষমতার একরূপ পরিবর্তনে কুলীনেরা রাজবিদ্রোহী হইলে, তাহা-দিগকে দমন করা বড় সহজ ব্যাপার হইবেক না। তিনি তাহাদের এতাদৃশ বর্জিত ক্ষমতা লাঘব করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু মনে ২ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, সহস্রা এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া হইবেক না; অমঙ্গল চেষ্টা করিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারিবেক। তিনি বাস্তবিক কুলীন-দিগের ব্যবস্থা বিষয়ক প্রভুত্ব একেবারে অপহরণ করিয়া-

ছিলেন; কিন্তু অকালে কালের করাল কবলে পতিত হওয়ায়, তাহাদের সাংগামিক ক্ষমতা লাঘব করিতে পারেন নাই।

আল্ফ্রেড তথাচ তাঁহার বন্ধুর বাক্যে একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়া কহিলেন, “আমন্দ কুলীনদিগের সাংগামিক ও বিচারামনে উপবেশনের ক্ষমতা হরণ করিতে সচেষ্ট আছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের নিমিত্ত এমন কি সুবিচার অবস্থাপন করেন, যদ্বারা তাহারা দেশের বিশেষ ব্যবহার্য্যনীয় হইতে পারে?”

আমন্দ বলিলেন, “আল্ফ্রেড বৎসর ২ সমুদায় রাজ্যের কুলীনদিগকে একত্র করিয়া, তাহাদের সহিত দেশের মঙ্গল বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। এই সভা তাঁহার ইচ্ছামতে স্থাপিত হয়, কিন্তু উহা চিরস্থায়ী ও রাজ্যের শরমুনপ্রণালী ভুক্ত হওয়া, সর্বতোভাবে কর্তব্য। রাজাই কেবল এই মহা-সভা আরম্ভের দিন স্থির ও ভঙ্গ হইবার আদেশ করিবেন।

“সভা আরম্ভ হইলে, কুলীনদিগের বসিবার স্থানে, রাজ্যের কর ও ব্যবস্থাবিষয়ের প্রশ্ন হইবেক, এবং তাহাদের সম্মতি ভিন্ন কোন নিষ্পত্তিই বিধিমেতে সুদৃঢ় হইবেক না। এই সভায় শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মাধ্যক্ষেরাও যোগ দিবেন, তাহী হইলে কুলীনেরা জিগীষার পরবশ হইয়া, প্রতিষ্ঠাভিলাষী হইবেক, এবং প্রতিযোগীদিগের অগ্রে গাম্ভীর্য্য ও অতি নৈশ্চরণের সহিত সকল বিষয়ের তর্ক করিতে বিশেষ সচেষ্ট হইয়া, মনের সংস্কার সকলকেও উত্তেজিত করিতে পারিবেক। কুলীনদিগকে মগয়া ও সাংগাম বিষয়ে বিরত করিবার, এবং স্বাধীন শিক্ষাপ্রদানের এই একমাত্র উপায়। বিজ্ঞ ও পরিণামদর্শী ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা উপস্থিত থাকিলে, তাহারা ব্যাঘ্রাতিশয় ব্যক্ত করিয়া, নীচ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপদেশ গৃহিণেও লজ্জা বোধ করিবেক। যে সভায় দোষ সাব্যস্তদ্বারা মনের সংস্কার

জন্মে, তথায় পৈতৃক সমুদ্র জন্ম সময়হিমায়ুক্ত মনের প্রাধান্য দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। যিনি অন্যের মতাবলম্বী নহেন, তিনি অবশ্য শ্রেষ্ঠজ্ঞান ও বাক্পটুতা দ্বারা স্বীয় কল্প রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন। এইরূপ প্রতিযোগিতাই কেবল রেন্ডম রাজ্যের বিবিধ 'সদজ্ঞতা ও রাজনীতি-জ্ঞানদিগকে জাগ্রত করিয়াছিল। ইহাতেই সিংহাসনের সূক্ষ্ম বিচার, টলিয়নের মূশাব্য বাক্পটুতা, ও কেটোর সাহসিক গাম্ভীর্য উৎপন্ন হয়।”

আমন্দ বলিনেন, “আমি আরও বলিতেছি, আমি ধর্ম্য-প্রার্থক বা বিচারপতিদিগের উপর, শেষ বিচারের ভারাপণ করিব না, কুলীনদিগের সভাই প্রধান বিচারালয় হইয়া, সকল বিবাদের চূড়ান্ত করিবেন। আমার বিলম্বিত বোধ হইতেছে, তাহারা যেরূপ সম্মানাকাঙ্ক্ষী ও আন্তরিক ক্ষমতা বিশিষ্ট, তাহাতে অবশ্যই ব্যবস্থাজ্ঞান, স্বাভাবিক পরিমিতাচার, ও সদজ্ঞতা দ্বারা এই কর্মের উপযুক্ত হইতে যথেষ্ট যত্ন পাইবেন। এমতে যে সকল মূর্খ কুলীনেরা, এক্ষণে ‘বিচার কার্যের অগম্যত্ব ও অবগত নহে, তাহারাও ক্রিয়াকাল গণের রাজ্যের সমুদায় প্রধান ২ কর্ম সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।”

“তখন রাজা, পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনু-সন্ধান না করিয়া, কুলীনদিগকেই প্রধান আদালতের বিচারকর্তা, রাজউকোল, রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান কর্মকারক করিতে পারিবেন।” যে সকল কুলীনেরা এক্ষণে নির্জন প্রাসাদ মধ্যে অবস্থান করিতেছে, তাহারা আদালতে উপস্থিত হইয়া, রাজার সহিত আরও অপিকতররূপে সংশ্লিষ্ট হইতে পারিবেন। প্রজারা তাহীদের শ্রেষ্ঠপদস্থ ব্যক্তিদিগের উপর ক্ষমতাপর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিবেন, এবং সামান্য ব্যক্তিকে উচ্চপ-

দাৰ্ভিষিক্ত করিলে, যে রূপ হিংসা করিত, আর সেরূপ করিবেক না।

“রাজ্যমধ্যে এমত পরিবর্তন অনায়াসেই সঙ্গ্গত করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রধান নগরাধ্যক্ষের কার্যবিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মে না। কিন্তু আমি এতদ্বারা যে বিষয়ের উত্থাপন করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া, মহারাজ অবশ্যই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন। উহা অতীত পুরাতন স্কাণ্ডিনেভিয়ান্ প্রভৃতি উত্তরবাসীদিগের শাসনপ্রণালীহইতে কিছুই ভিন্ন নহে।

“আমাদের পূৰ্বপুরুষেরা সকলেই সমান ছিলেন। যাহারা অশ্বশৃঙ্গাদি বহন করিত, তাহাদেরও পুজাশাসনে তুল্য ক্ষমতা ছিল। কোন প্রধান নিষ্কান্তি, নগর বা সন্ধি স্থাপন করিবার আবশ্যক হইলে, সমুদয় জাতি একত্রিত হইত। স্বাধীন সেল্ট সৈন্যেরা ঢাল ঘর্ষণশব্দদ্বারা পুজাদিগের যে অভিলাষ ব্যক্ত করিত, তাহাই বন্দনা হইত। তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজাকেও মনোনীত করিত। রাজা প্রথমে এক জন যোদ্ধা থাকিয়া ক্রমে ২ সাহসদ্বারা সকল লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতেন। তিনি যাবদীয় লোকের অধ্যক্ষ হইতেন বটে, কিন্তু কখন কাহারও উপর বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। যুদ্ধ জয়ের পর, তিনিও এক জন সামান্য পুজার ন্যায় লুটের সম্মান অংশ গ্রহণ করিতেন।

“সকল লোকেরই মুখসম্মুখে সমান অধিকার আছে। একন্য যাহাতে অপেক্ষাশীল পুজা স্থাপিত হয়, রাজ্যমধ্যে এমত চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কৰ্ত্তব্য। স্বৈচ্ছাচারী ভূপতির রাজত্ব কখনই এক্ষণে নহে। তিনি সকল লোকের সন্তোষ হাস করিরা, একাকী সমুদায় ক্ষমতা ও মুখ সম্মুখ করেন, এবং বিবেচনা করেন, যাবদীয় পুজা কেবল তাঁ-

হারই অভিনাষ সম্বাদনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা কখনই লক্ষ্য মনুষ্যের মধ্যে কেবল এক জনকেই সম্পূর্ণ সুখসম্ভোগ করিতে দেন না। ইহা অবশ্যই অবজ্ঞেয় বোধ হয় যে, এক জন বীরত্ববিহীন কুলীন, শুদ্ধ পৈতৃকপ্রভাবদ্বারা এমন সকল লোকদিগের উপর প্রভুত্ব প্রকাশ করেন, যাহাদের উপদেশ ভিন্ন তিনি কখনই আপনার কর্তৃত্ব আপনি করিতে পারেন না।”

আল্‌ফ্রেড বলিলেন, “আমাদের পূর্বপুরুষেরা, শাসন-প্রণালীর ঐ অংশ পরিবর্তন করিয়া, উত্তম কার্যই করিয়াছেন। মনুষ্যেরা সকলেই সমান নহে। উহা কেবল ভণ্ড তর্কিকদিগের কল্পিত রচনামাত্র। বল বিক্রমদ্বারা এক জন নগরবাসী অমের অপেক্ষা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইন, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা তিনি সকলেরই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। সহস্র ব্যক্তির মধ্যে, যাহার সুপ্রামাণ্যদ্বারা সমুদায় জাতির সুখসমৃদ্ধির উন্নতি হয়, তিনিই সকলের অপেক্ষা প্রজাগণের মহা উপকারী। যিনি যে পরিমাণে সাধারণের মঙ্গলার্থ যতুবান হুন, তাহাকেই তত আদর করা উচিত।

“যদ্যপি মনুষ্যেরা সকলেই সমান নহে, তাহাদের বচনও কখন তুল্য মাধ্যজনক হইতে পারে না। সহস্র নিকোষ ব্যক্তিদিগের শিক্ষিত মতি কি তাহাদের চালন-কর্তার বুদ্ধির সদৃশ হইতে পারে? সামান্য ব্যক্তির সচরাচর মনোরঞ্জন বাকপটুতাবিভূষিত ও সংস্কারের পূর্বপ্রবৃত্তি অনুযায়িক দুরাকাঙ্ক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া, কুপথে পদার্পণ করিয়া থাকে। দেখুন, এক জন কৃষ্ণ রোমীয় বিচারকর্তার, দুরাণয় ক্রিয়বীর, ও মুঞ্চকারী ডিম-স্বিনিজের বক্তৃতা কর্তৃক কি অনর্থক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল; তাহা ফ্রান্সিয়নের প্রগাঢ় ধীশক্তি ও কনিষ্ঠ

কেটোর অকপটশীলতাদ্বারা কোন প্রকারেই নিবারণ হয় নাই ।

“বেশম সমুদ্রের ঢেউ সকল প্রবল বায়ু কর্তৃক উত্তীর্ণ হয়, নির্বোধ মনুষ্যদিগের মনও তদনুরূপ এক জন চিত্ত-হারী সঙ্কতার বাক্যদ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে । সকল প্রকার রাজত্বের মধ্যে প্রজাপ্রভুত্বাধীন রাজত্ব আমার নিকট অতি জঘন্য বোধ হয় । প্রজারা বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা রাজনীতি বিষয়ের অগম্যত্বও অবগত নহে, এবং কার্যদ্বারা কখন বহুদর্শিতাজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তবে কেমন করিয়া মূঢ় ব্যক্তির অতিসামান্য ব্যবসায়হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজ্যের গুরুতর ব্যাপার সকল নিষ্পাদন করিবেক ! হে প্রিয় সুহৃদবর আমন্দ ! আমি বিবিধ জাতি-দিগকে অবলোকন করিয়াছি, এবং ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়া, বর্তমান কালের উপযুক্ত পরামর্শ প্রদানেও বিলক্ষণ সক্ষম আছি, তোমার এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবস্থা কখনই সম্ভবে না ।”

আমন্দ বলিলেন, “প্রজাদিগের উপর সকল বিষয়ের বিচার ও প্রধান ক্ষমতা অর্পণ করা, আমার অভিলষিত নহে । তাহারা যেরূপ বিচারক্ষম, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি । আমি বাইজ্যান্সিয়ম সভাহইতে, রাজ-উকোল পদে নিযুক্ত হইয়া, পাজিনেকুদিগের নিকট গমন করিয়াছিলাম । তাহারা বরিস্থিনিজের নির্বর্তীত্বের অবস্থান করে । তাহাদের রাজধানীর নাম সেটম্যা । এই জাতীয় সকল যোদ্ধারা, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না, এবং সর্বদা নিকটবর্তী সারমেসিয়ায়, ফলবতী ডেসিয়ায়, ও সমৃদ্ধি সন্ধান বল্গেরিয়ায় গমন করত, বিবিধ অত্যাচার করে । তাহারা সকলে বৎসরান্তে এক বার একত্রিত হইয়া, তাহাদের অধ্যক্ষ ও বিচারপতি-

দ্বিগুণে মনোনীত করিয়া লয়। তথাকার প্রত্যেক নগর-বাসী, অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। যে ব্যক্তি সমুদায় জাতির মঙ্গল জন্য, নিয়ত পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত অস্ত্র বহন করিয়াছে, এবং সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া বহুতর যুদ্ধ ও জয় করিয়াছে, তাহার ও একটা সামান্য দ্রালকের বাক্য, উভয়ই তুল্য জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহারা আরও গতবৎসরের অধ্যক্ষের চরিত্র বিষয়ে সন্দেহান হইলে, সকলে একত্র হইয়া, তাহার একটা সিদ্ধান্ত স্থির করে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহারা এক জন সৈন্যাধ্যক্ষকে বাইজ্যানসিয়নদিগের দ্বন্দ্বি সন্দেহ করিয়া, বিনাদোষ সাব্যস্তে তাহার যথাসম্বন্ধ হরণ ও দেশাধিকারহইতে চ্যুত করিয়া, তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছিল। যে শাসনপ্রণালিতে, সাম্রাজ্যের মত প্রচলিত ব্যবস্থারূপে নির্ণীত হয়, তথাকার কোন প্রজারই মান, সম্মতি ও জীবন কিঞ্চিৎমাত্র নিরাপদ নহে।' কিয়ৎকাল পরে, অন্যান্য সম্রাটরা 'গাত্রোথান' করিলেন, এবং যিহি রাজদ্রোহক বিবেচনায় অত্যন্ত কঠিন দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পুনর্বার তদীয় সম্মানিত স্থানে আরুঢ় হইলেন। পাজি-নেকরা অতিশয় মূর্থ ছিল, কিন্তু রোমবাসীরা কি জয় করিলেনসু ও তাহার রক্ষাকর্তা কেব্রিলস্, এবং টলিয়স সিসিরোর প্রতি 'সুবিচার প্রদর্শন' করিয়াছিলেন? এখিনি-য়ানরা কি আরিকিভিস্কে দেশান্তর, ফোসিয়নের প্রাণদণ্ড, ও ধার্মিকবর সক্রোমিস্কে বিষ প্রদান করেন নাই? যদ্যপি মূর্থদিগের হস্তে ক্ষমতা থাকে, ও শাসনপ্রণালীদ্বারা কুসংস্কার সোতের প্রতিরোধ না হয়, তাহা হইলে অধিকাংশই প্রজা অত্যাচারী হইয়া উঠে, কারণ তাহারা আপনাদের মতই প্রচলিত ব্যবস্থা জ্ঞান করে, তাহারা ই যথার্থ লোকের অনিষ্টকারী।

“কিন্তু প্রজাদিগকে কোন অন্যায় কার্য করিও না দিয়াও, রাজকীয় ব্যাপারের, কিয়ৎ অংশের ভার, তাহাদের উপর অনায়ামেই অর্পণ করা যাইতে পারে। তাহাদের রাজ্যশাসনে অবশ্যই কিঞ্চিৎ অধিকার আছে। তাহারাষ্ট সমুদায় জাতির প্রধানাংশ। কেবল তাহাদেরই পরিশ্রমদ্বারা, রাজা ও কুলীনেরা, প্রতিপালিত হন, এবং তাহাদেরই কৃষিরদ্বারা দেশের রক্ষা ও কুশল স্থাপন হইয়া থাকে। যাবদীয় রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত, তাহাদেরই মুখ্য সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্বতোভাবে কর্তব্য, এবং তাহারা যেমন ঐ মুখ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্ন, বোপ হয়, এমন আর কেহই নহে। কুলীনেরা অনায়ামেই প্রজাদিগের প্রতি অবজ্ঞার সহিত দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতে অভ্যাস করিয়া, রাজ্যের সকল কার্যাইতে মত্ত হইবার নিমিত্ত সমুদায় ভার, কেবল তাহাদেরই উপর স্থাপন করিতে যথেষ্ট যত্ন পায়। এক জন ভূপতি তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া, অধিকতর সুখী হইতে সর্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন, এবং প্রজাদিগকে দৈন্যাবস্থার আনয়ন করিয়া, ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক নিপতিত অগাধ শ্রাতহইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পান।

“কিন্তু প্রজাদিগের রাজকীয় ব্যাপারের অংশ লইবার অগ্রে, অবশ্য স্বাধীন হওয়া উচিত। আপনার স্যাক্সন প্রজারা অদ্যাপি সেরূপ হইতে পারে নাই। তাহারা কেবল কুলীনদিগের নিমিত্তই চাষবার্ষ করিয়া থাকে। কুলীনেরা মনে করিলে, তাহাদিগকে তাহাদের ভূমিহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারে, এবং তাহাদের পরিশ্রমেরও ফলভোগ করিতে দেয় না। প্রজাগণের অবশ্য কিঞ্চিৎ, সম্মত্তি রাখা উচিত, এবং যে ভূমি তাহারা চাষ করিবেক, তাহাতে তাহাদের অবশ্য সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবেক।

• “পুজাদিগের হস্তে ভূম্যধিকার অর্পণের জন্য, রাজা অব্যাহত তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পাউ করিয়া দিবেন, এবং কুলীনদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সকল বিষয়াধিকার বিধি একেবারে রহিত করিবেন। যদিও কুলীনেরা তাহাদের বিষয় বিক্রয়, বা সন্তানদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আল্ফ্রেদের অসীম ভূমি অতি শীঘ্র বিভক্ত হইয়া, অসংখ্য প্রাণালীদ্বারা, কৃষকদিগের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইবেক। কৃষকেরা তখন অধিক মূল্যে এই ভূমি ক্রয়, এবং অল্প ব্যয়ে কুলীনদিগের অপেক্ষা বিস্তর আয় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। সুশাসনপ্রণালীযুক্ত রাজ্যেও এরূপ বিধি নাই যে, এক জন প্রজা অন্য প্রজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাজা এবং দেশীয় ব্যবস্থাই কেবল তাহার ধন, মান, ও জীবন রক্ষা করিবেন। স্যাক্সনদিগের মধ্যে সহস্র ব্যক্তির, কুলীনদিগের অত্যাচারহইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাহাদের শরণাগত হইয়া আছে। রাজ্যমণ্ডে এরূপ অন্যায় বিধি প্রচলিত থাকিলে, আর কোন্ প্রজাই রাজার অনুগত না হইয়া, কেবল তাহার প্রতিনিধিরই বশীভূত হইবেক, এবং তাহার রক্ষাতেই আপনার রক্ষা বিবেচনা করিয়া, তাহার সহিত রাজবিরুদ্ধতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।”

কিয়ৎকাল পরে আমন্দ পুনর্বার আল্ফ্রেডকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ইংলণ্ডাধীশ্বর! এক্ষণে আপনার প্রজারা দাসত্ব শূন্য হইতে মুক্ত হইয়া, স্বাধীনত্ব লাভ করিয়াছে, আর তাহাদিগকে স্বাভাবিক ক্ষমতার অংশ প্রদানে বিলম্ব করা নিতান্ত অনাবশ্যক। কিন্তু বহুল কামাসক্ত ব্যক্তির কখনই এই ক্ষমতার কার্য নির্যাহ করিতে পারিবেন না। প্রজারা অবশ্য তাহাদিগের মধ্যে হইতে একটা মহৎ সভা মনোনীত করিয়া লইবেক, যাহা রাজা

ও কুলীনদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যের তৃতীয় কর্তৃত্ব হইবেক। এই সভার প্রতিনিধিদিগের সংখ্যা এত অধিক হইবেক যে, কেহ অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা সন্তোষ করিতে পারিবেক না, এবং কোন মন্দ নরপাতিও, দান ও লাভজনক পদের লোভ প্রদৰ্শন করাইয়া, অধিকাংশের মন লওয়াইতে না পারেন।

“যাহাদিগকে প্রজাদিগের প্রতিনিধিপদে শিষ্যকৃত করা যাইবেক, তাহারা অবশ্য বিষয়্য মনস্ক হইবেক, নচেৎ অনায়াসে উপটোকন গ্রহণে পরাধীন হইতে পারিবেক না। তাহারা এমত উত্তম লৈক্য পড়াও জানিবেক যে, প্রজাদিগের স্বত্ব বিষয়ে বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া, যাহাতে রাজ্যের মঙ্গল সাধন, ও সম্যক মঙ্গলের অন্যথা হয়, এমত চেষ্টা করিতে পারিবেক। তাহাদিগের ভূমি পরিমাণ করিলে, কাহার কত বিষয় অনায়াসেই নিরূপিত হইবেক, কারণ ভূমিই যথার্থ সম্ভাতি। আমার মতে স্বদেশের মধ্যে এমত নিশ্চিত খন আর কিছুই নাই। খাত ও অস্থাবর বিষয় সকল, এক দেশের প্রজা অন্য দেশে ক্রয় করিয়া, লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভূমি কেহ কখন স্থানান্তর করিতে পারে না। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইলে, ঐ ভূমি হইতে প্রজারা বহুল ধনোপার্জন করিতে পারে, এবং কেবল কলহের সময় ও বাণিজ্যের হ্রাস, এবং রাজ্যের দুর্দশা না হইলে, কখন তাহাদের ঐ উৎসরা ক্ষেত্র সকল জঙ্গল হইয়া যায় না।”

আল্ফ্রেড মনোযোগ শূন্যক আঁধারে বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার রাজ্যের শাসন-পুণালী সকলের অক্ষুণ্ণ তুল্য হয় নাই, কুলীনেরা সম্পূর্ণ ক্ষমতা সন্তোষ করিতেছে, আপনার যথেষ্ট ক্ষমতা নাই, এবং প্রজারা নিতান্ত শক্তিরহিত। কিন্তু তিনি বহুদর্শিতা জ্ঞান

ও প্রথাচ্য চিন্তাধারা অনুভব করিতে পারিলেন যে, এসকল কুনীতি, একটা মবল উপায়ে দ্বারা সহসা নিরাকরণ করা হইবেক না, কেবল ক্রমশঃ কতকগুলি কোমল প্রতিকার-দ্বারা রহিত করিতে চেষ্টা করিলে, রাজ্যেরাবলক্ষণ উন্নতি সাধন হইতে পারিবেক। ২৩কালীন অবস্থানুসারে, তিনি যাহা পারিলেন, 'তাহা নিষ্ফল করিলেন, এবং কেবল বহু শত হুসুর পরে আমন্দের যাবদায় অভিলাস সকল সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

আল্‌ফ্রেড ও তাহার নাবিক।

হেলিগোলণ্ডদ্বীপের শেষ সীমায়, ওথার নামা এক জন ভদ্র লোক অবস্থান করিতেন। তাহার ছয় শত বাল্য হরিণ ছিল, এবং সেই দেশে গো মেঘ প্রভৃতি অন্যান্য পশুর দৃষ্টাপ্যতা প্রযুক্ত, তিনি অশ্ব ও বলীবর্দদ্বারা চাষ কার্যাদি নিষ্পন্ন করিতেন। তিনি বস্তুর পাড়া শুনা করিয়াছিলেন, এবং পর্য্যটকদিগের নিকট বাবদ্য দেশীয় ব্যবসায় এবং করিয়া, তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন তিনি সাপারণের উপকরণ-বিবেচনা যত্নবান ছিলেন।

ওথার সম্বদা দূরদেশ সকল আবিষ্কার ও পর্য্যটন করিতে অভিলাস করিতেন। কিয়ৎদূর জাহাজারোহণ করত জলপথে ভ্রমণ করিয়া, আল্‌ফ্রেডের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আল্‌ফ্রেড ৩৩কালীন যুগন্তরীসমূহ

প্রাপ্ত করিতেছিলেন, নাবিকবিদ্যায় পারদর্শী ওপ্কারকে প্রাপ্ত হইয়া, মহাসমাদর করিলেন।

ওপ্কার রাজার সন্নিহিতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “হে পরমধান্নিকবর আল্ফ্রেড! আপনি সমুদায় ভূমণ্ডল রাজ্যের অধিপতি হউন, আমার ইচ্ছা নূতন ২ দেশ আবিষ্কার করিয়া, ইংলণ্ডের ধন বৃদ্ধি করি। এখানে বহু-মণ্ডল নাবিকেরা অনায়াসে জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য, বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন। আমার দেশে গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যদেব কখনই অস্তম্ভ ঘান না। পার্শ্বস্থ সমুদ্রসমূহে প্রকৃতি ২ মৎস্য অবস্থান করে, তাহাদিগের সহিত তুলনা করিলে, ইল্লী একটা সামান্য জন্তু বোধ হয়; তথাপি মনুষ্যেরা তাহাদিগকে হনন করে, এবং এই একটা মৎস্যের মূল্য সচরাচর এক সহস্র রোপ্যমুদ্রা হইয়া থাকে। আমার দেশীয় লোকেরা এই সকল বিকটাকার জন্তুকে জয় করিতে বিলক্ষণ পারদর্শী। তাহারা অবলীলাক্রমে উহাদের উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। সাগর আকৃষ্ণ মধ্যে ২ আরও এক প্রকার জন্তু পাওয়া যায়, তাহাদিগকে সামুদ্রিক ছোটক কহে। তাহাদের দন্ত ইল্লীদন্তাপেক্ষা বহুমূল্য।

“কিন্তু আমার অভিপ্রায় এসকলহইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমার দেশের পূর্বে একটা অলঙ্ঘনীয় সমুদ্র আছে। তাহার সীমা অদ্যাপি কোন ব্যক্তি অতিক্রম হইতে পারে নাই। সেই সাগরদিয়া গমন করিলে, কলবান্ নিপন, ও কন্সটান্টিনোপল রাজ্যে যাওয়া যায়। যদি আমি এই সকল ধনবন্ত দেশ গমনের নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে ইংরাজদিগের ধনের, ও আল্ফ্রেডের যশের, অবধি থাকিবেক না। রাণীদিগের রেশমী পরিচ্ছদ, উৎকৃষ্ট ইল্লীত, তাম্র, ও বহুমূল্য ধাতু, এই সকল দ্রব্যে প্রাপ্ত

হওয়া যায়। তাহার প্রথমে ঐ সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিতে পারিবেক, তাহারাই পুতুর খনোপার্জন করিবেক, ও জাতিদিগের মধ্যে অগুণ্য হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

“আমি উত্তম পারদর্শী মাল্লাবিশিষ্ট দুইখানি তরী, ও এক বৎসরের অমহারীয় দুব্যাতি প্রার্থনা করি।, হয় সমুদ্রমধ্যে প্রাণ পরিভ্যাগ করিব, না হয় আল্ফ্রেডের নিমিত্ত নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হইবেক।”

আল্ফ্রেড মহাসন্তোষ প্রকাশ পূর্বক ওখারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎক্ষণাৎ দুইখানি তরী সজ্জিত হইল। ওখার বিদায় হইয়া, হেলিগোলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রিয়ৎ দিবস গমনানন্তর তৎকাল পরিচিত পৃথিবীর শেষ সীমায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পূর্বদিকে অপরিসীম সমুদ্র কেবল পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এবং দক্ষিণে আর ভূমির কোন চিহ্ন নয়ন গোচর হয় না। তাহার অসীম সাহস প্রযুক্ত, বিপদকে বিপদ বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল না। তিনি বিবিধ সামুদ্রিক জন্তু ধারণ করিয়া; জাহাজ বোঝাই করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ একটা প্রবল ঝড় উথিত হইয়া, তাহাকে জাহাজ সুক্ তীরে আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি সেই স্থানে একটা উত্তম বন্দর প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, তত্রস্থ চতুর্দিক কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও সবুজ ময়দানাবৃত।”

ওখার জাহাজ হইতে অবরোধন করিয়া দেখিলেন, তথাকার লোকের অতিথকায়ি ও কদাকার; কিন্তু জীবনের বাবদীয় কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিতে সক্ষম, ও অতীব প্রয়াসসাধ্য কর্মে পরমোদ্যোগী। তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রে লোহার সন্মর্ক নাই, তথাচ তাহার মনোভয়ানক তিমি মৎস্য আক্রমণ করত, উহার মাংস আহরণ করিয়া, কঙ্কালদ্বারা গৃহের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে। তাহার

বরফের নিম্নে ভীষণ সিল্প পশু আশ্রয়ণ করে, দেখিতে পাইলেই, অস্থিনির্মিত বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলে। মৎস্যই তাহাদের শস্য ও সমুদায় ভক্ষ্যদ্রব্য, কারণ তথায় আর এমন কোন সামগ্ৰী উৎপন্ন হয় না যে, তদ্বারা মনুষ্যেরা জীবন ধারণ করে। দেশের সর্বত্র পাহাড়, মধ্যে ২ চিরনীহারাবৃত পর্বত আছে। তথায় কখন একটি বৃক্ষ অঙ্কুরিত, বা প্রস্তুতময় ভূমিখণ্ডে একটি ফল উৎপন্ন হয় নাই।

ওথারের জাহাজে প্রবল ঝড় কর্তৃক অত্যন্ত ক্ষতি হওয়ায়, সারাণ জন্ম অনেক সপ্তাহ আবশ্যক হইল। তিনি ইতিমধ্যে, এই নূতন আবিষ্কৃত দেশবাসীদিগের চরিত্র ও ব্যবহারদিদি অবগত হইতে লাগিলেন। তিনি অন্নভাদিগকে লৌহনির্মিত অস্ত্র সকল প্রদান করিয়া, মৎস্য ধারণ বিষয়ে সাহায্য করিলেন। তাহারা টেঁটার পশ্চাতে বজ্র বন্ধন করিয়া, তিমি আক্রমণ করিতে জানিত না; তিনি তাহাদিগকে শিখাইয়া দিলেন যে, এই বজ্র দ্বারা তিমি, অনুধাবকদিগকে প্রবল বায়ু বেগে টানিয়া লইয়া যয়, পরে বিস্তর শোণিত নির্গত হইলে, আপনিই ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

ওথার তাহাদিগকে সামুদ্রিক ছোটকদম্বের উৎকর্ষ, ও উহাদিগকে পরাভূত করিবার বিবিধ উপায় শিক্ষা করাইলেন। তিনি তাহাদিগকে কুটী আশ্বাদন করিতে দিয়া কহিলেন, আমি পরবৎসর সভ্যজাতিদিগের বিবিধ আশ্চর্য্য ২ দ্রব্য আনিয়ন করিয়া, ইনিময়ে তিমি ও সিল্প পশু লইয়া যাইব।

ওথার পূর্বে কখন শাসনকর্ত্তাবিহীন দেশ অবলোকন করেন নাই। তিনি দেখিলেন, এখানে কোন অধীনতার চিহ্ন নাই; সকলেই সমান; কেহ কাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। কোন ব্যবস্থা, বা দণ্ড, বা পুরস্কার কিছুই দৃষ্ট

হয় না। পিতাই পুত্রদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা। যাহারা এক কুঁড়ির মধ্যে বাস করে, তাহারা পরস্পরের বাধ্যতা রাখে না, ভ্রাতাদিগের ন্যায় এক সাধারণ প্রদোষের চতুর্দিকে অবস্থান করে। তিনি দেখিলেন, এক স্থানে, পৃথিবী খনন করিয়া, বিলশক্তিখান কুঁড়িয়া ধর নির্মিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন লোক আছে, কিন্তু কেহ কাহার আজ্ঞাধীন নহে। এই সকল অসভ্যেরা একত্র হইয়া, বড় ২ নৌকা প্রস্তুত করে, তদ্বারা একখালহইতে অন্য খালে যায়, এবং তিমি মৎস্য ধরিতে পারিলে, সকলে সমান বিভাগ করিয়া লয়। যদিও তাহাদের এক ক্রান্তি কোন কার্য নিষ্কল হইয় না, তথাচ তাহারা কেহ কাহার অধীন নহে।

ওখার এই অবস্থা কর্ত্তক কি অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু দেখিলেন, এই অসভ্য জাতি ও সভ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই, ভাল মন্দের সহিত মিশ্রিত আছে, এবং উহারা ব্যবস্থাধীনদিগের ন্যায় তুল্য রূপ কুশলে অবস্থান করিতেছে।

এই অসভ্যদিগের মধ্যে কেহ কাহার ক্ষতি করে না, অধিক কি পরস্পরের বিবাদ হইবারও সম্ভাবনা নাই। অনেক অপকৃপাত রূপে অশ্রু মৈত্র্যভাবে একত্রিত হইয়া, এক কুঁড়িয়া ঘরের মধ্যে অবস্থান করে। সাধারণ লুট বণ্টন বিষয়ে কেহ কখন কলহ উপস্থিত করে না। ইন্দ্রিয় সুখসম্মোগে পশুর ন্যায় ভগ্নাত্ত মগ্নগ্রাম উপস্থিত করে, কিন্তু তাহাদের চিত্ত কদাচ এই রিপূকর্ত্তক ব্যাকুলিত হয়।

তাহারা বাস্তবিক পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনাসক্ত, অর্থাৎ কেহ কাহার প্রতি করুণানুরাগ প্রদর্শন করে না। একটী মাতৃহীন সন্তান যত্নাভাবে অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ

করে; অন্য কোন জ্বীলোক তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, হত্যাই নিশ্চয়, কারণ কেহ ব্যবস্থাভঞ্জন দণ্ড আশঙ্কা করে না। ক্রোধপরতন্ত্রী অসভ্য, শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একাকী নির্জন সাগরতীরে গমন করিয়া, তথায় হয় তাহাকে নৌকাসুদ্ধ উল্টাইয়া ফেলে, অথবা পক্ষতশিখরহইতে অতলপ্লব বারিধি মধ্যে নিক্ষেপ করে; কিন্তু এই দুষ্কর্ম লক্ষ্যদ্য দৃষ্ট হয় না। সভ্যজাতির রাজদণ্ড ও বিবিধ ধর্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও, এই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে; অর্থাৎ এক জন পুরুষ কোন জ্বীকে গৃহণ করিলে; আর অন্য কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা কেবল বস্ত্রাকে ঘৃণা করে, কারণ সে দেশে বৃদ্ধ পিতা মাতার শেষাবস্থায় সন্তান ভিন্ন আর গতি নাই।

তাহাদিগের মধ্যে সম্মানবোধ বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহারা অত্যন্ত লালসার পরতন্ত্র। প্রাচুর্য্যই কেবল তাহাদের পরপ্লবের বিভিন্নতার মূল; কারণ তাহারা সহস্র বিপদে পতিত হইয়া, জীবন নির্য্যাহের আতঙ্কিত সামগ্ৰী সংগৃহীত করে, এবং ঐ ভক্ষ্য দ্রব্যাদি কখন ২ অত্যন্ত দুষ্স্বাদ্যও হইয়া উঠে। তাহারা সামাজিক রূপে বাস করে না বলিয়া পশুপালনে অক্ষম। তাহাদের দেশে বিস্তর বলগা হরিণ আছে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে অবগত নহে; এজন্য অধিকতর নিশ্চিত আহারীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, মহাবিপদ জনক সাগর মধ্যে জীবনোপায় অনুসন্ধান করে।

ওখার অবশেষে বিলক্ষণ জানিতে পারিলেন যে, যেখানে অল্প লোকেও যথেষ্ট স্থান আছে; যেখানে সকলেই

সমুদ্রহইতে আহাৰীয় সামগ্ৰী প্রাপ্ত হয় ; যেখানে শস্য ময়-
দনিজাজেই নাই ; যেখানে অত্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব
প্রযুক্ত সকল রিপু, বিশেষতঃ কামের তাদৃশ প্রবলতা নাই ;
তথায় প্রভুতার আবশ্যক অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের যে
রূপ অভাব ও উপকার প্রত্যাশা, তাহাতে অনায়াসে এক
সমাজে অবস্থান করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে দুষ্কৰ্ম্ম
অতি অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায়, কারণ সভ্যজাতিদিগের
ন্যায় ইহাদের আকাঙ্ক্ষা তাদৃশ প্রবল নহে, এবং নিরুপিত
দণ্ড স্থাপিত করাও বড় একটা আবশ্যক হয় না।

ওথারের জাহাজ সকল পুনর্বার সজ্জিত হইয়া, সমুদ্র-
পথে গমন জন্য প্রস্তুত হইল। একটা অনুকূল উত্তরপূর্ব
বায়ু, তাঁহাদিগকে উত্তর কেন্দ্রের দক্ষিণাংশে আনিয়া
ফেলিল। পৃথিবী এক্ষণে দক্ষিণে কাইত বোধ হইতে লা-
গিল। সম্মুখে একটা প্রশস্ত মোহনা রহিয়াছে ; একটা প্র-
কাণ্ডশতমুখী নদী সমুদ্রে আসিয়া পতিত হওয়ায়, বিলক্ষণ
বন্দর হইয়াছে। ওথার দেখিলেন, যদিও এদেশ, অসভ্য-
দিগের নিকট হইতে অনেক উত্তর, তথাচ এখানে সভ্যলো-
কের বাস আছে। এই বাইয়ারমিয়ানদিগের মধ্যে, এক
জন্ম রাজা ও পবিত্র ধৰ্ম্মবিধি প্রচলিত আছে। ইহারা
উষ্ণ ও যচ্ছন্দজনক গৃহে অবস্থান করে, এবং মৎস্য
ধারণ বা মৃগয়াদ্বারা যথেষ্ট খাদ্য সামগ্ৰী প্রাপ্ত হয়।
উত্তরপশ্চিমবাসী অসভ্যদিগের ন্যায় ইহারাও সৰ্বদা
প্রথর শীত ও প্রলম্ব বায়ু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু সকলে
এক্য থাকায় এই কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে। তাহারা
কৃষিকৰ্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রাদির ব্যবহার জানে, এবং পরস্পরের
সাহায্যদ্বারা প্রকাণ্ড গৃহাদিও নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে। অ-
ভাব প্রযুক্ত তাহারা পরিত্যক্ত দেশে পরিভ্রমণ করিতে
বাধিত হয় না। তাহাদের শস্যময়দান ও উদ্যান আছে ;

এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময়ে, সভ্য দক্ষিণবাসী-দিগের নিকট হইতে, অধিকতর আবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয়-করেন। ইহারা অসভ্যদিগের ন্যায় কখন প্রবল ঝড় জন্য অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করেন না। যাহা এক জন কর্তৃক নিষ্কাশিত হওয়া অসম্ভব, তাহা সকলে একত্রিত হইয়া সমাধা করে। এই দূরদেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাও কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এবং সকলে এক জন পরমপিতা পরমেশ্বরকে স্বীকার করিয়া অর্চনা করে।

ওথার দেখিলেন, ধর্ম্মই কেবল মনুষ্যত্বাদির বন্ধনী সকল উত্তেজনা করিয়া দিয়া, আমাদিগের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য কর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মায়, ইহা অসভ্যেরা কিছুই জানে না। ধর্ম্মিক মনুষ্যদিগের মনেই করুণানুরাগ অঙ্কুরিত হয়, এবং তাহারাই দরিদ্রদিগের কষ্ট ও অভাব বিমোচনার্থ যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পান। আনামাজিক মনুষ্যেরা কখন শিল্প বা বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন না; তাহার কোন্ বিষয়ের উন্নতি বা সম্পূর্ণতা লাভেও নিতান্ত অক্ষম। সভ্য মনুষ্যেরা প্রতিদিন নতুন নতুন উপায় সৃজন করিয়া, জীবনের ভার লাঘব, ও মনের উৎকৃষ্ট সংস্কার সকলকে বৃদ্ধি করেন। ইহারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও উত্তম হন, কিন্তু অসভ্যেরা নিয়তই শৈশবাবস্থায় অবস্থান করে।

ওথার পুনর্বার তাঁহার জাহাজের পালি সকল বিস্তার করিলেন। একটা অনুকূল বায়ু তাঁহাকে পৃথিবীর উত্তর কোণে লইয়া চলিল। তিনি ক্রমে মনুষ্যের বসতিস্থান হইতে বিস্তর অন্তর, ও একটা চিলনীহারাবৃত পুলিনের সমীপস্থ কোন দ্বীপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় যৎকিঞ্চিৎ মাহা উৎপন্ন হয়, তদ্বারা জন্তুস্বাই কেবল জীবন ধারণ করিতে পারে। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের চতুর্দিকে অসংখ্য তিমি মনুষ্যের বসতিস্থান। ওথার এই স্থান হইতে

অশেষ ধন সংগ্ৰহ করিয়া, ইংরাজদিগের বদান্যতার পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবেন বিবেচনা করিয়া, আনন্দ করিতে লাগিলেন।

আল্ফ্রেডের অভিনাষ পরিপূর্ণার্থ ওখারের প্রতিজ্ঞা একেবারে সুদৃঢ় হইয়াছিল; অর্থাৎ কাণে ও নিপন রাজ্যের পাহা আবিষ্কার করিয়া, ইংলণ্ডের ধন বৃদ্ধি করিবেন, ইহাই তাহার চিত্তে নিয়ত জাগরিত ছিল। এক দিন তিনি একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের সন্নিকটদিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে কিঞ্চিৎ ধূম উখিত হইতেছে দেখিতে পাইলেন। মনে বিবেচনা করিলেন, পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য ব্যাপার, এই পৃথিবীর শেষ সীমায়ও মনুষ্যেরা অবস্থান করিতেছে! অবিলম্বে নয়নগোচর হইল, জন কএক পশমী পরিচ্ছদাকৃত লোক চড়ায় দণ্ডায়মান হইয়া, মস্তক ও মিনতিজনক অঙ্গভঙ্গিমা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে।

পরমদয়ালু ওখার, তাহাদের দুঃখ প্রদর্শন করিয়া, অত্যন্ত কষ্টতর হইলেন। তৎক্ষণাৎ একখান ডিক্রীর উপর আরোহণ করিয়া, তাহাদের নিকট গমন করিলেন, এবং মুহূর্ত্তের ন্যায় আত্মান জন্য হস্ত প্রদারণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইহারা বাইস্কারমিয়ন, এই নিজ্জন স্থান হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত, কাতরাতিশয় ব্যক্ত করিতেছে। ওখার তাহাদের ভাষা অবগত ছিলেন, একেবারে তাহাদিগকে জাহাজে লইয়া যাইবেন অভিনাষ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা তাঁহাকে একখানি কুড়িয়া ঘরে লইয়া গেল; এই ঘরের মধ্যে তাহারা প্রায় ছয় বৎসর কাল পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছে।

ঘরখানি একটা গহুরাভাস্তরে স্থিত, এবং তরঙ্গকর্তৃক আনীত দূর জঙ্গলস্থ কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত হইয়াছে। তাহার

ছিদ্ৰুগ্ৰলি শৈবালদ্বারা রুদ্ধ ; মধ্যে নিয়তই অগ্নি প্রজ্বলিত আছে। বাইয়ারমিয়ন্‌রা তথায় অতি যত্নে ভল্লকচৰ্ম্ম, ও তাহার শিরা, বহুমূল্য উল্‌কামুখী, বল্‌গা হরিণ, বিবিধ জন্তুর বসা, তন্তু, দড়ী, এবং কএকখানি মৃণ্ময় পাত্র রাখিয়াছে। তাহারা মাংসদ্বারা অতিথিসৎকার করিল; এবং ওখার বহুকালের পর প্রায় বিস্মৃত যবনস আশ্বাদন করিলেন।

ভোজনানন্তর বাইয়ারমিয়ান্‌রা তাহাদের দ্রব্যসামগ্ৰী ও অস্ত্র সকল জাহাজোপরি উত্তোলন করিল। একটা অনুকূল বায়ু তাহাদিগকে পূৰ্ব্বদিকেশ্বর শেষ সীমায় লইয়া চলিল। ওখার সমুদ্রপথকষ্ট লাঘব জন্য বিদেশীদিগের নিকট, তাহাদের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

বাইয়ারমিয়ান্‌দিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি উত্তর করিল, “হে মহাশয়! আমরা ধীরে জাতি, মৎস্যধারণ জন্য নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রপথে গমন করিতেছিলাম, এমন সময়ে ঐ দ্বীপের সন্নিহিতে আসিয়া, নীহারবেষ্টিত হইলাম; নৌকা আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না; তখন শীতের যে কি পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাব, তাহা বলা যায় না; তৎক্ষণাৎ তীরে গমন করিয়া, শত্রুর অশ্বেষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেবল বৃক্ষতৃণাদিশূন্য ময়দান, নীহারাবৃত খুদুৎ পর্য্যন্ত, সৰ্ব্ব প্রকার জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত মরুভূমি ও তুষারদ্বারা বিদীর্ণকৃত ভূধরশিখর ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। আমরা নৌকাহইতে কিস্তিৎ ফেলাই ও কএকখানি অস্ত্র আনয়ন করিয়াছিলাম, তদ্বারা অনায়াসে একটা বল্‌গা হরিণ বধ করিতে পারিলাম; কারণ উহারা কখন মনুষ্য দেখে নাই, সুতরাং আমাদিগের অভিসন্ধি বৃদ্ধিতে পারিল না। ক্রমশঃ রজনী

আগন্তু হইল, কিন্তু অধিক ক্ষণ থাকিল না, কারণ তথায় সূর্য্যোদয় প্রায় মাসাবধি উদ্ভিত হইয়া থাকেন। এই রাত্রিতে সমুদ্রে একটা ভয়ানক ঝড় উত্থিত হইল, তদ্বারা প্রায়ঃ-কালে সমুদায় বরফ, দুব ইত্যংগেল, কিন্তু আমাদের ব্রহ্মার একমাত্র উপায় নৌকাখানি কোথায় নগিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

“আমরা দেখিলাম অপার সমুদ্র পরিবেষ্টিত কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছি, উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই; ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ তুমার ও প্রবল বায়ু জন্য সম্পূর্ণ অস্থির হইয়াছি; তথাচ অভাব কর্তৃক আমাদের যথেষ্ট সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে বল্গা হরিণটা আমরা বধ করিয়াছিলাম, তদ্বারা কএক দিবসের আহার বিলক্ষণ চলিল। বরফ গলিলে পান করিতে লাগিলাম। সমুদ্রতীরে ভ্রমাবশিষ্ট তরীর কাষ্ঠও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলাম। একখানি সামান্য ছুরিকা ও কুঠার ভিন্ন আমাদের আর কোন অস্ত্র ছিল না, তদ্বারা অবিরত পরিশ্রম করিয়া একটা ফুঁড়িয়া ঘর নিৰ্ম্মাণ করিলাম। কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যে অগ্নি উৎপাদন হইল, তাহা আর নিৰ্ম্মাণ করিলাম না। ভ্রমতরীর কাষ্ঠে যে সকল প্রেক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা উপলব্ধিগত উপর পিটাইয়া একটা হাতুড়ি ও দুইটা বল্লাম নিৰ্ম্মাণ করিলাম। সমুদ্রে আরও একটা দীর্ঘমূল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তদ্বারা একটা ধনুক ও এই প্রেকদ্বারা শরবৃষ্টি নিম্নিত হইল।

“এ দ্বীপে একটা ক্ষুদ্র ভল্লুক ছিল, সে বল্গা হরিণ মা-রিয়া আহার করিত। এক দিবস আমাদের কাছে আসিয়া আক্রমণ করিল। আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, অন্যায়সে তাহাকে বল্লামদ্বারা বধ করিতে পারিলাম। তাহার শিরাদ্বারা ধনুকে জ্যা ও অন্যান্য ব্যৱহার্য্য সূত্র প্রস্তুত

ইইল। এই সূত্রের সহিত বিবিধ জন্তুর লোম মিশ্রিত করিয়া পরিচ্ছদ নির্মাণ করিলাম।

“ক্রমে আমরা ধনুকদ্বারা অন্তরহইতে বিস্তৃত ভুল্লক, অসংখ্য উল্কাযুক্ত, ও আহারাবশ্যকীয় বস্তু হরিণ বধ করিতে লাগিলাম। বড়শীর আগে মাংস খণ্ড সংলগ্ন করিয়া, প্রচুর মৎস্যও খারণ করিতে পারিলাম। এক স্থানে কিঞ্চিৎ কদম প্রাপ্ত হইলাম, তদ্বারা রন্ধনীয় পাত্র ও একটা প্রদীপ নির্মাণ করিলাম। তৈল বিনা ভুল্লকের বস জ্বালাইতাম। মধ্যে তদ্ব্যবশিষ্ট তরীর অভ্যন্তরে যে রজ্জ প্রাপ্ত হইতাম, তাহাই পলিত্যা হইত। এই প্রদীপ আমাদিগকে শীতকালের দীর্ঘ রজনীতে বিলক্ষণ আলো প্রদান করিত। আহার পরিবর্তন জন্য কখন ২ এক প্রকার ক্ষুদ্র শাক ভক্ষণ করিতাম।

“আমরা ক্রমশঃ ছয় বার গ্রীষ্ম কালের নিয়ত দিবস অবলোকন করিলাম, ও সেই রূপ বহুমানস্বায়ী ভয়ানক ক্রান্তি ও সহ্য করিতে ইইল। আমরা নিয়ত অধি প্রজ্জ্বলিত রাখিতাম, এজন্য অসহ্য শীতের কষ্ট অনেক লাঘব হইয়াছিল। আমরা অপব্যয়্যাপ্ত পরিশ্রম করিতাম, এমন কি প্রেক পিটিয়া মূগী নির্মাণও করিতাম, তাহাতে দীর্ঘকাল হৃৎ প্রোধ হইত।

“এই সকল কর্মদ্বারা আমরা আলস্যের কাল অতিবাহিত করিতাম, কারণ এই সকল সময় পরিত্যাগ করিবার আশ্রয় নাই। আর কোন্ উপায় ছিল না? আমি সর্বদা চিন্তা করিতাম, আমরা অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিব; কিন্তু যাহারা প্রথমে মরিবেন, তাহারা ই মুখী হইবেন। তাহারা বন্ধুদিগের লাভজনক বচন শ্রবণ করিতে পাইবেন, এবং মরণ কাল সুহৃদদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, নয়ন মুদিত করিবেন। কিন্তু হায়! শেষ ব্যক্তির ভাগ্যে কি

হইবেক! তিনি একাকী বাস্বেহীন হইয়া, অবস্থান করিবেন। স্বয়ং আহারাবেশন করিতে পারিবেন না, এবং অধিক কি, মনুষ্যের প্রবল অভাব তৃষ্ণাকেও সন্তুষ্টি করিতে পারিবেন না। তিনি একাকী তেজোহীন হইয়া ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবেন।

“ক্রমে, আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অল্পগুলি নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। যে কুড়ালিখানদ্বারা আমরা কাষ্ঠ কাটিয়া, অথবা শীতের প্রাদুর্ভাবহইতে রক্ষা পাইতেছিলাম, তাহা দিনে দিনে ক্ষয় হইয়া কেবল বাটমাত্র অবশিষ্ট রহিল। ছুরিকাখানির কিছুই রহিল না; এবং এই সকল ক্ষতি একেবারে অশোধনীয় হইল। কিন্তু যিনি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি কখনই তাহাকে রক্ষা করিতে বিস্মৃত হন না। তিনিই আমাদের পরিভ্রাণ হেতু দয়াদুর্ভিত্তি হইয়া, ‘তোমাদিগকে দূর পশ্চিম দেশহইতে আনয়ন পূর্বক, সেই তটে উপস্থিত করিলেন।’

ওখার এই বাইয়ারমিয়নদিগকে মৃত্যুর করালগাস-হইতে রক্ষা করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। মনে চিন্তা করিলেন, হায়! শিল্পবিনা অসামাজিক মনুষ্যদিগের জীবন ধারণ করাই নিতান্ত অসম্ভব। এক জন খনক, কুম্ভকার, গৃহনির্মাতা, সূত্রধর এবং অন্যান্য অসংখ্য শিল্পাদিগের সংযুক্ত পরি-শ্রমদ্বারা উৎপন্ন কৃত লোহাখণ্ড, এই দুর্ভাগ্য মনুষ্যদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। সংসর্গে থাকিয়া, ইহারা লোহাদ্বারা অস্ত্র, কর্মদ্বারা পাত্র, সূত্রদ্বারা রজু ও চর্মদ্বারা পরিচ্ছদ নিষ্কাশন করিতে শিখিয়াছিল।

সংসর্গ না থাকিলে মনুষ্যেরা কখনই সৃষ্টি হইতে পারিত না, এমন কি, অতি অল্পকাল মধ্যে সমুদায় মানবজাতি একেবারে লোপ পাইত। সম্ভানেরা অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা

দীর্ঘকাল শক্তিহীন থাকে, এবং লোকযাত্রা নিষ্পাহের
আবশ্যকীয় সামগ্ৰী সকল সংগ্ৰহ করিতে পারে না ;
যদ্যপি সংসর্গের প্রতি অনিবার্য ভ্রূহা জন্য পিতা, মাতা
ঐ সন্তানদ্বিগকে প্রতিপালন না করিতেন, তাহা হইলে
তাহারা কখনই পরিবর্তিত হইতে পারিত না, বরঞ্চ
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। 'সংসর্গে অবস্থান
করিয়া, সন্তান প্রতিপালনার্থ পিতা মাতার একপ সতি-
শয় স্নেহ জন্মে যে, তাহারা ঐ সন্তান জন্ম নিয়ত যত্নপূ-
ৰ্ণ ভোগ করেন, এবং তাহার মঙ্গলাভিলাষী হইয়া, সমুদা-
কাঙ্ক্ষা, বিশ্রাম, সকল প্রকার কামনা, ও অবকাশকে একে-
বারে জল্যাঙ্কলি দেন।

ওখার একিয়ৎকাল অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া, পূর্বাভি-
মুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন সূর্য্যদেব কন্যা
রাশির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন দীর্ঘদিবা ক্রমশঃ
হ্রাস হওত, বায়ুর প্রবলতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। একটা
ভয়ানক কুজ্জটিকা সমুদায় সমুদ্র ঢাকিয়া ফেলিল, এবং
মধ্যে ২ ভাসমান প্রকাণ্ড ২ নীহারদ্বীপ সকল জাহাজের
চতুর্দিকে পরিধাবিত হইতে লাগিল। মাল্লারা দেখিল,
আর অগ্রসর হইলে প্রাণ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইবেক,
এত অন্তরে আহারীয় দ্রব্যাদিও পাওয়া যাইবেক না ;
কোন বসতিস্থান সন্নিহিতে আছে কি না তাহার সন্দেহ ;
জাহাজের যে রূপ গঠন তা একটা হিমশিলার আঘাতে
চূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং পরিশেষে আর পর নাই কষ্ট
পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

ওখার দেখিলেন, গগন যেরূপ কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়াছে,
তাহাতে আর কিয়ৎ দূর গমন করিলে, কোন না কোন
অদৃশ্য সাগরগভীর পক্ষতশিখরে লালিয়া, জাহাজ চূর্ণ
হইবার সম্ভবপূর্ণ সম্ভাবনা আছে ; খাদ্য সামগ্ৰী প্রায় হ্রাস

হইয়াছে; সন্নিহিত আহারীয় দ্রব্যাদি পাইবারও কোন উপায় নাই; সুতরাং কি করেন, অগত্যা অনিবার্যতার বশীভূত হইয়া, অনিচ্ছা পূর্বক পূর্বাভিমুখ গমনে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি উপকারজ্ঞ বাইয়ারমিয়নদিগকে তাহাদের দেশে নামাইয়া দিয়া, দুষ্কাপ্য পশম ও বিবিধ সামুদ্রিক জন্তুদ্বারা স্বীয় জাহাজ পরিপূর্ণ করিলেন, এবং শীতকালের প্রারম্ভে বিষম বিপদহইতে উদ্ধার হইয়া, হেলিগোলণ্ড দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার স্বজাতীয় লোকেরা, তাহার নিটক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, পরমাত্মতঃ জ্ঞান করিতে লাগিল।

যেমন বসন্ত কালের আরম্ভ হইল, অমনি ওথার ইংলণ্ড দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি বাইয়ারমিয়নদিগের নিকট যে সকল সামুদ্রিক ঘোটকদন্ত, বহুমূল্য পশম, দুষ্কাপ্য সামগ্রীগণারের খড়্গ, ও ত্রিমিস্রস্যোর অস্থি প্রাপ্ত হইয়াছিলেম, তাহা আল্ফ্রেডকে প্রদান করিলেন।

আল্ফ্রেড তাহার নাবিকের দ্বৈধ কর্ম্য সকল, ও দূর উত্তরবাহিনী অসভ্যদিগের অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পরমপুলকিত হইলেন। তিনি আর ওথারকে মহাবিপদজনক উত্তর সাগরে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া, কোন সহজতর কার্য্য সম্মুখে নিযুক্ত করিলেন।

ওথার পুনর্বার জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া, পূর্বসাগর-সমূহে যাত্রা করিলেন। তিনি ক্রিয়ৎদিবস জলপথে ভ্রমণ করিয়া, স্যাক্সনদিগের পুরাতন জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্যাক্সনদের ইংলণ্ডে উঠিয়া যাওয়াবধি দিনমারের সেই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছে। ওথার ভিসচুলা নদীর মুখে উত্তীর্ণ হইয়া, যেস্থানহইতে অন্যান্য দেশে আরবা নীত হয়, তথায় গম্য করিলেন, এবং ক্রিয়ৎপরিমাণে ঐ সুগন্ধি ধনাও জাহাজে বোঝাই করিয়া

লইলেন। পরে কুলীন ও দাসদিগের বসতিস্থান এহেষ্টিলাও দেশে গমন করিয়া, দেখিলেন, তথায় অধিকাংশই জঙ্গল, অতি অল্পস্থানমাত্র কেবল পরিষ্কার আছে। এই স্থানে প্রত্যেক সারমেনিয়ান কুলীনেরা রাজত্ব করেন; তাহাদের চতুর্পার্শ্বে দুর্ভাগ্য দাসেরা, অতিকষ্টে অবস্থান করিয়া, তাহাদের নিমিত্তই কেবল চাষ বাস করে। তাহারা মনে করিলেই এই সকল দাসদিগের জীবনসংহার, ও তাহাদের স্ত্রীদিগের ধর্ম্মনষ্ট করিতে পারেন।

এ কুলীনেরা সংগ্রাম বা মৃগয়া ভিন্ন আর কিছুতেই সুখানুভব করেন না। তাহারা সমুদ্রাশ্রমে নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বন বৃষ ও ভয়ানক ভল্লুক শিকার করেন। এই দেশে শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বাণিজ্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ কখনই প্রবেশ করে নাই। প্রভুরা আলস্যরূপে কালক্ষেপণ করেন; তাহাদের কার্যনির্বাহকেরা, হস্ত কশা ধারণ করত অতিশয় নির্দয়তা পূর্বক, কৃষাগণ দ্বারা শস্যোৎপাদন করিয়া লয়; কিন্তু তাহাদের যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমের পরিবর্তে উদ্ভব প্রিয়াও আহার প্রদান করে না।

কৃষাগেরা এই রূপ নিয়ত পীড়ন প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের প্রভুদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে জুটি করে না। তাহারা আপনাদের নিমিত্ত পরিশ্রম করে না, এজন্য আলস্যরূপে কাল হরণ করিতে যত্ন পায়। তাহারা ক্রমে ২ দেখা হইয়া উঠে, কারণ তাহারা স্বীয় ২ মন্দাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে সঙ্কম হয় না। তাহারা কখন ২ চুরি বৃত্তিও অবলম্বন করে, যেহেতু তাহারা জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য দুইও বর্জিত। তাহাদের রমণীরা কখন নিষ্কলঙ্কিনী হইতে পারে না, কারণ দুরাচার কুলীনেরা, অনুভবহীন হইতে পারে না, কারণ তাহাদের সন্তান ধর্ম্ম নষ্ট করে। এই সকল

দুর্দশাপ্রাপ্ত, মনুষ্যেরা সর্বদা দৌরাভ্যাদারা এরূপ অধম হইয়া যায় যে, তাহারা কোন সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিতে যত্ন প্রায় না। তাহাদের ও পশুদের মধ্যে কদাচ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মনুষ্যেরা যেমন সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য গোমেষাদি প্রতিপালন করে, কুলীনেরাও সেই রূপ তাহাদিগকে যৎসামান্য আহার প্রদান করিয়া, আপনাদের অভিলষ সিদ্ধ করিয়া লয়। তাহারা জীবনকে ভার ও মৃত্যুকেই মুক্তি জ্ঞান করে। সমুদায় প্রকাণ্ড রাজ্য এই রূপ জন কণ্ঠক কুলীনদ্বারা পুণীড়িত হয়।

কুলীনেরা সাধারণের উপকারার্থ কখন মিলিত হয় না। তাহারা কেহ কাহার অধীন নহে, এবং পরোপকার হেতু যৎকিঞ্চিৎ যত্ন বশ্য করিতেও কুণ্ঠিত। তাহাদের মঙ্গলে প্রজাদের কোন মঙ্গল, বা তাহাদের সর্বনাশে প্রজাদের কোন হানি হয় না।

ওথার পূর্বসাগর সমূহের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া, একটা নদীর মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কতকগুলি ভিন্নকৃত দ্বীপ ছিল; তাহাতে বিবিধ শিকারোপযুক্ত পশু চরিতেছে অবলোকন করিয়া, অনেক বধ করিলেন। পরে ঐ সকল পশুর চৰ্ম্ম, আরবা ও বনমধু সংগ্ৰহ করিয়া পুনর্বার ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আল্ফ্রেড ওথারের পুত্রি সান্তিশর্য সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করিলেন, এবং দশখান সুসজ্জিত রণতরীর মালিক করিয়া দিলেন।

কিঃদিবস পরে আল্ফ্রেডের প্রার্থিত রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ স্ত্রী হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে ২০১ খৃষ্টাব্দে দ্বাপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে সমসারিলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি মরণকালে কোন প্রকৃতা প্রাপ্ত হন নাই, অম্লান বদনে ন্যূন মৃদিত করিয়াছিলেন।

আল্ফ্রেডের তুল্য নরপতি ইংলণ্ড দেশের সিংহাসনে কখন আরুঢ় হন নাই। তাঁহার গুণ সকল এক মুখে বর্ণনা করা সাধ্যাভীত। তিনিই প্রথমে ইংরাজদিগকে সভ্যতার পথ প্রদর্শন করান। তিনিই ইংলণ্ড দেশে প্রথমতঃ বাগি-জোর সৃষ্টি করিয়া, ধর্মোপার্জনের উপায় দেখাইয়া দেন। বর্তমান ইংরাজদিগের এতাদৃশ সুখসমৃদ্ধির মূলই তিনি। তাঁহার যে রূপ বিদ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ ছিল, তৎকালীন অন্য কোন রাজার সে রূপ ছিল না। তাঁহার ন্যায় ধর্মশালী ব্যক্তি পাওয়া অতি মুকঠিন। তিনি যে রূপ প্রবল প্রতাপ ছিলেন, তদনুরূপ দয়ালুও ছিলেন। সে যাহা হউক তিনি যে এক জন অলৌকিক মনুষ্য ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

• ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।

সমাপ্ত ।

•
•

